আর্তনাদ

পুজা করি বলে আমায় মেরো না

সত্যকে আজ হত্যা করে
অত্যাচারীর খাঁড়ায়
নেই কিরে কেউ সত্য সাধক
বুক খুলে আজ দাঁড়ায়।

—নজ(ল

সম্পাদনা
নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ

প্রকাশক ঃ সুভাষ চক্র(বর্তী
সাধারণ সম্পাদক ঃ নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ
(একটি মানবাধিকার সংগঠন)
স্কুলপাড়া, শ্রীখণ্ডা, কোলকাতা-৭০০১৫২
ফোন ঃ ৯৭৪৮৪৫৪৪৭২
ই-মেইল ঃ nbns23111977@gmail.com

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী, ২০১৪

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরা(ত

প্রচ্ছদ এবং অভ্যন্তরে ঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবি

ঃ প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ

প্রথম পাতা

১। খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার বড় পিলাক এলাকায় মুসলিম দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হিন্দু সুনীল চন্দ্র সরকারের স্ত্রীর আর্তনাদ। —প্রথম আলো ১৭ এপ্রিল ২০১১, ঢাকা

২। ফরিদপুরে মুসলিম দুর্বৃত্তের হামলায় নিহত ইউ পি চেয়ারম্যান মলয় বসুর স্ত্রী ববিতা বসুর আর্তনাদ।
—প্রথম আলো ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২

৩। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ডিংরাবো এলাকায় হিন্দু গৃহবধূ স্মৃতি মল্লিককে গলা টিপে হত্যা করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। মাতৃহারা সন্তান ও আত্মীয়দের আর্তনাদ। —দৈনিক ডেসটিনি

৪। মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ২ নং পুল এলাকায় ২০ মে ২০১২ হিন্দু ছাত্র এইচ. এস. সি. পরী(াত্রী পুলক পালকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। নিহত পুলকের মায়ের আর্তনাদ।
—প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০১২

৫। নিচে ৫ মার্চ ২০১৩ হেফাজত ইসলামের ঢাকা শহরে উগ্র বি(োভ।
—দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ মার্চ ২০১৩

চতুর্থ পাতা

১। ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাতে, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে জামায়াত শিবির কর্মীদের নির্মম হত্যার শিকার অবুঝ হিন্দু শিশু।

২। কক্সবাজারের রামুতে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির ও সংখ্যালঘুদের বাড়িতে জামায়াত শিবিরের লাগিয়ে দেওয়া আগুনে জ্বলছে।

—নেট থেকে সংগৃহীত

উৎসর্গ

পূর্ববঙ্গে নির্যাতিত ধর্মীয়
সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে
উৎসর্গ করা হলো।

ভূমিকা

নিখিলবঙ্গ নাগরিক সংঘ কলকাতা ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংগঠন। এই সংগঠেনের ল(্য হচ্ছে বাংলাদেশে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা। সংগঠনের জন্ম ২৩ নভেম্বর ১৯৭৭ সাল। জন্মলগ্ন থেকেই এন. বি. এন. এস. বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার র(ায় নিরলসভাবে কর্মরত। বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা গেছে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতার কারণে গত সাত দশকে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার শোচনীয় পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশে উগ্র ধর্মীয় সংগঠনগুলি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জেহাদী তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সংখ্যালঘুদের উপরে যে আত্র(মণ নেমে এসেছে তাতে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ভাবাবেগেই শুধু আঘাত হানছে না, ভূমি পুত্রদের উত্ত(ভূখণ্ডে বসবাসের স্থায়ীত্ব নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ১৯৯০-এর দশক থেকে ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনগুলি উত্থানের ফলে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে সংখ্যালঘুদের এক বৃহৎ অংশ দেশত্যাগ করে ভারতে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করছেন।

১৯৮০-এর দশকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতিটি জেলায় উপস্থিতি ল(্য করা যেত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর, দিনাজপুর, ফরিদপুর ও বরিশাল। ১৯৪১ সালে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্থানে সমগ্র জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ ছিল হিন্দু। কিন্তু ১৯৫১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২২.৫। পূর্ব-পাকিস্থান থেকে বিত্তশালী ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ভারতে চলে যাওয়ার কারণে হিন্দু জনসংখ্যা ত্র(মহ্রাসমান হয়েই চলেছে। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে পাকিস্থান সেনাবাহিনী কর্তৃক হিন্দু নরসংহার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ধর্ম নিরপে(এবং সাম্য সকল দেশবাসীর জন্য প্রদান করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৮০ লাখ হিন্দু বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। ২৭ লাখ হিন্দু গণহত্যার শিকার হয়েছিল। তথাপি সংখ্যাগু(মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট থেকে সামান্যতম সহানুভূতি পেল না। যা পর্যায়ত্র(মে তীব্র তিক্ত(তার সৃষ্টি করল দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ধর্ম নিরপে(তা সংজ্ঞাটিকে বাদ দিয়ে দেন সংবিধান থেকে এবং প্রতিস্থাপিত করেন ইসলামী জাতীয়তাবাদের যা সমাজে প্রথিত হয়েছে। জিয়াউর রহমান বহু দলীয় ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন করেন। এই সময় জামায়াতে ইসলাম পূর্ণ সংগঠিত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেতে শু(করে। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ ইসলামকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। বাম ছাত্র ও সংখ্যালঘু সংগঠনগুলো এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করেন। আওয়ামীলিগ ও বি. এন. পির প(প্রতিবাদের পরিবর্তে নীরব সমর্থন করতে দেখা যায়। ১৯৯০ সালে এরশাদ প্রশাসন প্রবলভাবে ধীকৃত হয় বাবরি মসজিদ সংত্র(ান্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংখ্যালঘুদের র(া করার (ে ত্রে ব্যর্থতার কারণে। ১৯৯২ সালে সংখ্যালঘুরা প্রবলভাবে আত্র(ান্ত হয় মুসলিম মৌলবাদীদের দ্বারা। ২০০ অধিক মন্দির ধ্বংস হয়। বহু হিন্দু নর নারী আত্র(ান্ত, ধর্ষিত এবং নিহত হয়। ২০০১ সালে সংসদ নির্বাচনের পরে ইসলামীপন্থী জোট বি. এন. পির নেতৃত্বে (মতায় আসেন, তখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ধর্ম নিরপে(মুসলিমরা তদানীন্তন প্রশাসনের আত্র(মণ ও রোষের শিকার হয়। হাজার হাজার ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিক ধর্মীয় হিংসা এবং ত্র(মবর্ধমান ইসলামী সন্ত্রাসের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ২০১৩ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অপরাধ বিচারালয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের সহ সভাপতি দেলওয়ার হোসেন সাঈদিকে দণ্ডিত করেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে অপরাধ করার জন্য। এই বিচারের প্রতিবাদে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জামাত-ই ইসলাম ও তাদের অঙ্গ সংগঠন ছাত্র শিবির অন্যান্য মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলির প্রবল আত্র(মণের শিকার হয় হিন্দুরা। সম্পত্তি লুট, মন্দির ও বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। আত্র(মণের তীব্র নিন্দা করে সংখ্যালঘু

নেতৃবৃন্দ বিচারের দাবি জানায়। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে আত্র(মণের তদন্তের জন্য। বাংলাদেশে নিযুক্ত(মার্কিন দূত সহ আন্তর্জাতিক সমাজ সংখ্যালঘুদের উপর জামায়াতের আত্র(মণের তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

এই (ুদ্র পুস্তিকাটি হলো বাংলাদেশে নির্যাতীত সংখ্যালঘুদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। একটি প্রচেষ্টা বাংলাদেশে রাষ্ট্র সমর্থিত সংখ্যালঘু নাগরিকদের উপর হামলার প্রকৃত ছবি আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে তুলে ধরা। বাংলাদেশ কি আরো একটি তালিবান রাষ্ট্র হতে চলেছে? বাংলাদেশে একটি জাতীয়তাবাদী অংশ প্রত্যাশা করে সমগ্র বি(ে ১৯৭১ কৃত যুদ্ধ অপরাধের জন্য (মা প্রার্থনা করেন। কিন্তু তারা এখন নিজেরা কি করছেন? তারা কি সংখ্যালঘু নাগরিকদের প্রতি একই আচরণ করছেন না? প্রকৃত রূঢ় সত্য হলো ১৯৭১ সালের পরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নাগরিক নির্যাতন পাকিস্থান আমলের আর একটি ছবি। জঙ্গলের রাজত্ব বাংলাদেশে এখনও বর্তমান। কিন্তু সেখানকার শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল নাগরিক সমাজ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাকে অগ্রাহ্য করে সেখানকার সংখ্যালঘু র(ার্থে উঠে দাঁড়াতে হবে। সংখ্যালঘু নাগরিকদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হবে। জাত ও ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ করা যাবে না। জামাত ও অন্যান্য মৌলবাদী সংগঠনকে রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরে রাখতে হবে। যথেষ্ট হয়েছে! দেশের উন্নয়ণের স্বার্থে সরকার এবং বিরোধী দলগুলোকে এক সাথে কাজ করতে হবে। জেহাদী শক্তি(কে নির্মুল করে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের ভিত্তিকে শক্তি(শালী এবং স্থায়ী করতে হবে।

“বাংলাদেশে ৯% মতো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আছে, তাদের ভোটাধিকার থাকার প্রয়োজন নেই। কারণ বাংলাদেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যালঘুদের সেখানে মতামতের কি মূল্য আছে? তাদের মতামত শোনাই বা হবে কেন। পূর্ণ নাগরিক অধিকার তাদের দেওয়াই উচিত নয়।”

—আল্লামা শফি, বাংলাদেশ হেফাজত ইসলাম নেতা, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ

হিন্দু বিতাড়নের হুমকি
সাত(ীরায় জামায়াত হেফাজতের পোস্টার

দেশ থেকে হিন্দুদের বিতাড়ন করা হবে, ভেঙ্গে ফেলা হবে সকল শহীদ মিনার, প্রয়োজনে কালীগঞ্জের ফতেপুর ও চাকদাহের মতো ঘটনা আবারও ঘটানো হবে—এমন সব হুমকি দিয়ে জামায়াত ও হেফাজতের নামে সাত(ীরার কালীগঞ্জে হাতে লেখা পোস্টার সাঁটা হয়েছে। বিভিন্ন শি(া প্রতিষ্ঠানের দেয়াল ছাড়াও এই পোস্টার গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির দেয়ালে লাগানো হয়েছে। লাল কালিতে হাতে লেখা এ ধরনের পোস্টার সাঁটার পর এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ ধরনের ৬টি পোষ্টার জব্দ করার কথা স্বীকার করে মঙ্গলবার বিকেলে বলেন, এর সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিষু(পুর প্রাণকৃষ(স্মারক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শি(ক অজয় কুমার মণ্ডল সাংবাদিকদের জানান, মঙ্গলবার ভোরে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য সমীর কুমার মণ্ডলসহ কয়েকজন বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রাতভ্রমণের সময় স্কুলের দেয়ালে আলতা দিয়ে হাতে লেখা কয়েকটি পোস্টার সাঁটা দেখতে পান। পোস্টারে বলা হয় বাংলাদেশে বিজয় দিবস, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস পালন করা যাবে না। ভেঙ্গে ফেলা হবে সব শহীদ মিনার। নারীরা চাকরি করতে পারবে না। এ কথা উল্লেখ করে পোস্টারে আরও বলা হয় এদেশে বৈশাখী মেলা এবং জাতীয় শোক দিবস পালন করা চলবে না। যুদ্ধাপরাধীদের কোন বিচার মানি না উল্লেখ করে পোস্টারে আরও লেখা আছে দেলোওয়ার হোসেন সাঈদীর ফাঁসির রায় কার্যকর করা হলে তার ফল দেখিয়ে দেয়া হবে। হেফাজত ঘোষিত ১৩ দফা দাবি না মানা হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এ ধরনের পোস্টার বিষু(পুরের বিভিন্ন দেয়ালে সেঁটে দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলী আযম খান জানান, পুলিশ বিষু(পুর প্রাণকৃষ(স্মারক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের দেয়ালে সাঁটানো আলতা দিয়ে লেখা ছয়টি পোস্টার মঙ্গলবার উদ্ধার করেছে। এ ঘটনার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

—দৈনিক জনকণ্ঠ ২৪ আগস্ট ২০১৩, ঢাকা

সংখ্যাগু(র দখল-মানসিকতা

আবুল মোমেন

বাঘাইছড়ি ও খাগড়াছড়ির ঘটনার পর মনে হচ্ছে এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যাগু(মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশী ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সমূহের প্রতি মনোভাব ও তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের মান সম্পর্কে প্র(্ন তোলা যায়। ১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে ধরলে সংখ্যাগু(সংখ্যালঘু সম্পর্ক ও দায়িত্ব গ্রহণের প্র(্নটি জ(রি ও জোরালোভাবে উঠে আসবে। কারণ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তান তার জন্মকালীন এই ধর্মীয় প(পাত ও বিপ(তার আদর্শিক ভূমিকার জন্যই সংখ্যালঘুর আস্থা অর্জনে স(ম হয়নি।

১৯৪৬-এ কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গার পর বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে সন্দেহ ও আস্থাহীনতা জোরদার হয়। সাধারণত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের সহাবস্থানের সংস্কৃতি অনেক জোরালো ও বিকাশমান থাকে এবং বাংলায় তার ঐতিহ্যও সুদীর্ঘ। কিন্তু নোয়াখালীর দাঙ্গা সে ধারায় (ত সৃষ্টি করে। কেবল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পটভূমিতে এক বছরেই প্রায় ১১ লাখ হিন্দু এ দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। এদের অধিকাংশই ছিল আতঙ্কিত সর্বস্ব হারানো ছিন্নমূল উদ্বাস্তু—যদিও এদের মধ্যে সাড়ে তিন লাখ ছিল গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, দুই লাখের মতো স্বচ্ছল কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর মানুষ। দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গে (অর্থাৎ বাংলাদেশে) শতকরা ২৯ ভাগ সংখ্যালঘুর বসবাস ছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালের জনসংখ্যা জরিপে দেখা যায় সে সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২২ ভাগে। এভাবে দশকওয়ারি জনসংখ্যা জরিপগুলো পর্যবে(ণ করলে দেখা যাবে তাতে সংখ্যালঘুর অনুপাত ধারাবাহিকভাবে কমেছে। কমতে কমতে সরকারি হিসাবে এ সংখ্যা এখন শতকরা ১২ ভাগের মতো। এই পরিসংখ্যানগুলো বি(ে-ষণ করে গত ৬০ বছরে এ দেশ থেকে কত সংখ্যালঘু দেশত্যাগ করেছে তার মোট হিসাব বের করা সম্ভব এবং তা যে বিরাট একটি সংখ্যা হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় হলো, সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ এখনো অব্যাহত রয়েছে। রাষ্ট্র এবং সমাজ এ বিষয়ে যথেষ্ট সতেচন নয়, প্রতিকারের সচেষ্ট নয় এবং অবস্থার শিকার যারা, তাদের প্রতি প্রয়োজনীয় সংবেদনশীল নয়।

এ বিষয়টিকে ভারতের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সংখ্যাগত ও ব্যাপকতার প্রে(াপটে বাংলাদেশের দাঙ্গা-পরিস্থিতির বিচারে মূল্যায়ন করার মানসিকতা দেখা গেছে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্র যেহেতু সাম্প্রদায়িক নয়, আইন ও প্রতিষ্ঠান যেহেতু সবার সমানাধিকার র(ায় স্পষ্টভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ, তাই সামাজিক যে সাম্প্রদায়িকতা, তাকে মোকাবিলা করার মতো সাহস ও উদ্দীপনা মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুরা পেয়ে থাকে। তাতে দেখা যায়, ভারতবর্ষে গত ৬০ বছরে ছোট-বড় অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলেও '৪৭- ও '৫০ এবং '৬৪-র দাঙ্গা ব্যতীত অন্য সময়ে ধারাবাহিক দেশত্যাগের ঘটনা ভারতের দিক থেকে ঘটেনি। বাংলাদেশের বহির্মুখী ও দেশমুখী অভিবাসনের পরিসংখ্যান পেলে তা থেকে বিষয়টি সহজেই পরিষ্কার হবে। তবে সমাজের দিকে চোখ রাখলেও প্রবণতা কোন দিকে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির ওপর সৃষ্টি হয়েই (ান্ত হয়নি, সংখ্যালঘুর আস্থা ও মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য সরকারে বহু পদ(পকেই দায়ী করা যাবে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পটভূমিতে পাকিস্তান ও ভারতের তৎকালীন দুই প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহ(ও লিয়াকত আলী খানের মধ্যে উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের ধর্ম-নির্বিশেষে নাগরিক সামনাধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে চুক্তি(স্বা(রিত হলেও পাকিস্তান সরকার সে অনুযায়ী পদ(েপ নেয়নি। বরং বিপরীত ব্যবস্থাই গ্রহ করেছে, যাতে এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মনোবল আরও ভেঙে পড়ে। কয়েকটি

উদাহররণ দেওয়া যাক। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের আইনসভায় এমন দুটি আইন পাস করা হয়, যাতে সংখ্যালঘুদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হুমকির সম্মুখীন হয়। এ দুটো আইন হচ্ছে—ইস্টবেঙ্গল ইভাকুই প্রোপার্টি (রেস্টোরেশন অব পোজেশন) অ্যা অব ১৯৫১ এবং ইস্টবেঙ্গল ইভাকুইস (অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব ইমমুভেবল প্রোটার্টি) অ্যা অব ১৯৫১।

এখানে একটা কথা স্মরণ করা দরকার যে বাংলায় (এবং ভারতবর্ষেও) ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করার ফলে চাকরি, আয়-উপার্জন ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মালিকানার দিক থেকে হিন্দুসমাজ মুসলমানদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। ফলে সংখ্যাগত দিক থেকে পূর্ববঙ্গ হিন্দু সংখ্যালঘু হলেও তার হাতে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল আনুপাতিক এবং সামগ্রিক উভয় হিসেবেই বেশি।

এদিকে দেশভাগের ফলে অনাস্থা ও আতঙ্কের মধ্যে ভিটেমাটি ছেড়ে দেশত্যাগ এবং সহায় সম্পত্তি নিয়ে চরম ভোগান্তির অশনিসংকেত প্রদানকারী এই দুটি আইন তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে অসহায় মানুষের দেশত্যাগ সংখ্যাগু(সমাজের মধ্যে একশ্রেণীর উচ্চভিলাষী নৈতিকতা বর্জিত মানুষেরও জন্ম দেয়, যারা সস্তায় কিংবা গায়ের জোরে সংখ্যালঘুর সম্পত্তি দখলের দিকে মনোযোগী হয়।

এখানে কয়েকটি কথা সবিনয়ে জানাতে চাই। বাংলাদেশে একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে তারা সংখ্যায় বাড়ছে কেন, কখন, কীভাবে একটি দখল-দারির মনোবৃত্তি ও তাদের ভূমিকার ফলে রাজনীতি প্রশাসনসহ সমাজে একটি দখলদারির সংস্কৃতি গড়ে উঠল, তা আমাকে অনেক দিন ধরে ভাবাচ্ছে। এ প্রবণতা মজ্জাগত হয়ে পড়েছে কি না এবং তার ব্যাপকতা কতখানি তা আরও গভীর পর্যবে(ণের বিষয়, তবে তা যে উদ্বেগজনক পর্যায়ে ও মাত্রায় পৌঁছেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ প্রবণতা বজায় রেখে যেমন গণতন্ত্র চর্চা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় স্বাধীনতার মতো কোনো অর্জনকে রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য ফলপ্রসু করে তোলো।

রাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রধানত হিন্দুদের এ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, প্রান্তি অভাজন এবং অসহায় সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে। ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের আইনসভা এমন দুটি আইন পাস করে, যাতে সংখ্যালঘুদের মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়ে। এ আইন দুটি হলো—ইস্টবেঙ্গল প্রিভেনশন অব ট্রান্সফার অব প্রোপার্টি অ্যাণ্ড রিমুভেবল ডকুমেণ্টস অ্যাণ্ড রেকর্ডস অ্যাণ্ড অব ১৯৫২ এবং ইস্ট পাকিস্তান ডিণ্টার্বড পারসনন (রিহ্যাবিলিটেশন) অর্ডিন্যান্স অব ১৯৫৪। এ আইনগুলোর ফলে সরকারি অনুমতি ছাড়া সংখ্যালঘুরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি বিক্রি(র অধিকার হারায়। ১৯৫৭সালে জারিকৃত 'পাকিস্তান (অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব ইভাকুইজ প্রোপাটি) আ* XII অব ১৯৫৭ এবং ১৯৫৯ সালে সামরিক শাসক আইউব যখন ছয়জন বিশিষ্ট সংখ্যালঘু নেতাকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করেন। (EBDO) তখন আরেকবার হিন্দুরা উপলব্ধি করে রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকা তাদের প্রতি কতটা বৈরী ও আত্র(মণাত্মক,।

১৯৬৫ সালের স্বল্পস্থায়ী পাকিস্তান ভারত যুদ্ধের প্রতিফলন হিসাবে প্রণীত হয় দীর্ঘস্থায়ী শত্রু সম্পত্তি আইন, যা প্রায় নির্বিচারে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কালাকানুন এখনো অর্পিত সম্পত্তি আইন নামে বহাল রয়েছে। ১৯৬৪ সালের যুদ্ধ ও পরবর্তীকালের এই কালাকানুনের কারণে হিন্দুদের দেশত্যাগ বেড়ে যায়।

মুক্তি(যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সরকার, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোসরদের দিক থেকে নির্বিচারে সম্প্রদায় হিসেবেই হিন্দুমাত্রই শত্রু হিসেবে বিবেচিত হয়ে তাদের সম্মিলিত সর্বাত্মক হামলার সম্মুখীন হয়। তাই সেদিন প্রায় ৭০ লাখ হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়।

এক বৈরিতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও পাকিস্তান আমলে কি রাজনীতি কি সাংস্কৃতিক সংগ্রামে হিন্দুসহ সব সংখ্যালঘু মুলধারায় যুক্ত(ছিল। সেটি ত্র(মহ্রাসমান হলেও প্রভাবক ভূমিকায় তখনো ছিল তারা। সবার মতো তাদেরও স্বাধীন

বাংলাদেশে সব অন্যায় অবিচারের অবসান হয়ে সমানধিকারের ভিত্তিতে কারও অনুকম্পা ব্যতিরেকে মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশও সেই স্বপ্ন র(া তো করেইনি, বরং তাকে ফিকে করেছে, এমনকি ভেঙে দিয়েছে। স্বাধীনতার পরপর পূজামণ্ডপে ব্যাপকভাবে প্রতিমা ভাঙার বিষয়টিকে আমি স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারকে নাকাল করার জন্য পরাজিত পাকিস্তানি পন্থীদের অপতৎরতা হিসেবে দেখতে রাজি আছি। কিন্তু রাষ্ট্র কী করল? '৭৫-এর পর আবার পাকিস্তানের পথ ধরল, কেবল যে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপে(তা তুলে দেওয়া বা রাষ্ট্রধর্ম বিল পাস হলো তা নয়, কুখ্যাত কালাকানুন অর্পিত সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুর সম্পত্তির বিষয়টি সুরাহা না হয়ে আরও মারাত্মক জটিলতায় পড়ল। ১৯৮৯ সালে ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর এবং ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের প্রাক্কালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আত্র(ান্ত হয়।

এখন দেশভাগ ও তৎপরবর্তীকালের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় রাষ্ট্র—প্রথমে পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ—কখনো সংখ্যালঘুর স্বার্থ (ুন্ন হওয়ার মতো আইন তথা ধর্মীয় বিভেদমূলক অবস্থান থেকে ঊর্ধ্বে উঠে নাগরিকদের জন্য সমানাধিকার ও সমান সুযোগ সুবিধার অবস্থানে আসতে পারেনি। পাশাপাশি যখন দেখি সমাজে দুর্বলের সম্পত্তি ভোগদখলের মানসিকতা অব্যাহত রয়েছে, এমনকি তা জাতিগত ব্যাধি হয়ে দাঁড়ানোর উপত্র(ম হচ্ছে তখন শঙ্কিত না হয়ে পারি না।

বিষয়টা এভাবে কড়া ভাষায় প্রকাশ করার কারণ, দীর্ঘ ৬০ বছরের অবিচার ও অন্যায় সম্পর্কে সংখ্যাগু(সম্প্রদায় উদাসীন, প্রতিবেশীর নীরব দেশত্যাগ কিংবা সহায়-সম্পত্তি চাকরি-ব্যবসা নিয়ে বৈষম্যের শিকার হওয়া ও নিত্য অপদসত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে সংখ্যাগু(উদাসীন, অসচেতন, নিষ্ি(য়। লাখ লাখ মানুষের দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল ও বুকভাঙা হাহাকার পুঞ্জীভূত হতে থাকলে কীভাবে একটি জাতি গর্ব ও আত্মমর্যাদায় সামনে এগোবে। এটা কি সম্ভব? সব ধরনের ভ্রান্তিরই খেসারত দিতে হয়। ঔদাসীন্য, অসচেতনতা, নিশ্চেষ্টতার ফল এই দাঁড়ায় যে আমাদের নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দল (তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের মাধ্যমে) বিজয় দখলে রূপান্তরিত করে ছাড়ে এবং রাজনীতি ত্র(মে দেশগড়া ও জাতির সেবায় পরিবর্তে ব্যক্তি(গত সম্পত্তি ও (মতার বৈভব অর্জনের হাতিয়ার হয়। ছাত্র-যুবকর্মীরা দিকে দিকে হল টেণ্ডার, এলাকা, মার্কেট, ভূমি দখলের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। রঙ্গ মঞ্চে নতুন নতুন অধিকতর চতুর ও নিষ্ঠুর দখলদারেরা নেমে পড়েছে, যাদের দুঃসাহস বেপরোয়া মনোভাব, দুর্বৃত্তপনা সকল সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

নতুন দিন আনতে হলে, দিন বদলাতে হলে একটি বড় কাজ হলো—সকল নাগরিকের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিরপে(ভাবে সমানাধীকার ও সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। বাঘাই-ছড়িতে দরিদ্র মুসলিমরাও পাল্টা হামলা ও আঘাতের শিকার হয়েছে। তাদের উসকানি না দিয়ে পার্বত্য শান্তিচুক্তি(র আলোকে ভূমি সমস্যার সমাধান করে সবার মধ্যে আস্থা ও সম্প্রীতি সৃষ্টির ল(্যই সবাইকে কাজ করতে হবে। তবে তার আগে ইতিহাসের প্রে(াপটে আমাদের জানতে হবে, এ অঞ্চলে কীভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবিচার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে আর কীভাবে সংখ্যাগু(সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ দিনে দিনে দখলদারের মানসিকতার পরিপুষ্ট হচ্ছে ও দখলদারির সাংস্কৃতির বিস্তার ঘটাচ্ছে।

ভুলগুলো স্বীকার করতে হবে এবং শোধরাতে হবে আমাদের।

(সৌজন্যে ঃ প্রথম আলো, ঢাকা)

প্রে(াপট বাংলাদেশ

দেশে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমছে

শেখ সাবিহা আলম

দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমছে। গত ১১টি আদমশুমারির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমেছে প্রায় ২৪ শতাংশ। বাংলাদেশ পরি সংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, আগামী বছর যে আদমশুমারী হতে যাচ্ছে, তাতে ওই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বর্তমানের চেয়েও কমে আসতে পারে।

আদমশুমারীর তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯০১ সালে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল মোট জনগোষ্ঠীর ৩৩ শতাংশ। স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম আদমশুমারীতে এই স্থান দাঁড়ায় ১৩ দশমিক ৫ এবং ২০০১ সালের শুমারিতে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ। তবে, একই সময়ে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সংখ্যা তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে।

বিবিএসের কর্মকর্তাদের বি(েষণ অনুযায়ী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জন্মহার কম এবং অভিবাসনের হার বেশি হওয়ায় দেশে তাদের সংখ্যা কমে আসছে। কিন্তু জন্মহার কম হওয়ায় একটি জনগোষ্ঠী ছোট হয়ে আসছে, এই বক্ত(ব্যের যৌক্তি(কতা নিয়ে প্র্ন তুলেছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিংয়ের (নিপোর্ট) কয়েকজন কর্মকর্তা। ও গবেষক। নিপোর্টের কর্মকর্তাদের মতে, মূলত দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমছে। এর পেছনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য এবং বিদেশে সামাজিক মর্যাদা ও উন্নততর জীবন পাওয়ার সুযোগ বড় ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর সহিংসতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী দেশ ছেড়েছে। **ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বাধা, চাঁদাবাজি, লুটপাট, সম্পদ ধ্বংস, দৈহিক নির্যাতন, বিশেষত, ধর্ষণও পরিবারের সদস্যদের প্রাণহানির কারণে এরা দেশ ছাড়ে**। এর একটি প্রভাব ২০১১ সালের আদমশুমারিতে পড়বে বলেও ধারণা করছেন তাঁরা।

বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী, একসময় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্য ছিল যেসব জেলায় সেই গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঠাকুরগাঁও, খুলনা, দিনাজপুর ও বাগেরহাটে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমে গেছে। একমাত্র নড়াইল ছাড়া অন্যসব জেলায় ১৯৯১ সালের পর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমেছে। **শুধু নড়াইলে '৯১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২৫ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ২০০১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩১ দশমিক ৪৯ শতাংশ।**

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী দেশের সবকটি বিভাগে মুসলমান জনগোষ্ঠীর খানার (হাউসহোল্ড) তুলনায় সংখ্যালঘুদের খানা আকারে ছোট। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে একটি সংখ্যালঘু খানার গড় সদস্যসংখ্যা ৪ দশমিক ৯। সেই তুলনায় একটি মুসলমান খানায় সদস্যসংখ্যা গড়ে ৫ দশমিক ৬।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ১৯০১ সালে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৬৬ দশমিক ১ শতাংশ। স্বাধীন বাংলাদেশে এই সংখ্যা ৮৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০১ সালের আদমশুমারিতে ৮৯ দশমিক ৬ শতাংশে উন্নীত হয়। দেশ বিভাগের কারণে ১৯৪১-৪৭ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের আগমন এবং প্রায় সব সময়ই মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ জন্মহার তথ্য থেকে জানা যায়। অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে ১৯৭৪ সাল এ দেশে বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল মোট জনগোষ্ঠীর দশমিক ৬ শতাংশ। ২০০১ সালেও এই হার অপরিবর্তিত ছিল। একই সময়ে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ছিল দশমিক ৩ শতাংশ। এই সংখ্যারও কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে ঢাকা বি(বিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান এ কে এম ন(ন্নবী প্রথম আলোকে বলেন, জনসংখ্যার কাঠামোতে ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর বাড়া-কমা এবং এর কারণ সম্পর্কে বাংলাদেশে

খুব একটা গবেষণা হয়নি। তবে কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হলে শেষ পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার ওই সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্য কম হতে পারে।

কিন্তু নু(ন্নবীর এই বক্ত(ব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন নিপোর্টের পরিচালক ও গবেষক আহমেদ আল সাবির। তিনি বলেন, এ কথা সত্য যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জন্মাহার কম এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যত্র(মে তাদের অংশগ্রহণের হার বেশি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এতে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমে আসবে। যেমন, এক পরিবারে যদি আট তাদের একটি করেও সন্তান হয়, তাহলে জনসংখ্যা না কমে বরং বেড়ে ১৬ জনে পৌঁছায়। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে জন্মহার কম হলেই সংখ্যা কমে আসার যুক্তি(এখনো বাস্তবসম্মত নয়।

ধর্মভিত্তিক কোনো গবেষণা হয়নি বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অভিবাসনের কারণে জনসংখ্যা কমে আসার বিষয়টি অধিকতর সত্য বলে তিনি মনে করেন। আদমশুমারির প্রতিবেদনে অভিবাসনের কথা উল্লেখ করা হলেও ঠিক কত সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে দেশ ছেড়েছে এবং কেন ছেড়েছে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো কথা নেই।

বেসরকারি পর্যায়ে কয়েকজন গবেষক বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন। অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাত তাঁদের অন্যতম। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় এ দেশে ৪৫ শতাংশ ভূমির মালিক ছিল হিন্দুরা। অর্পিত সম্পত্তি আইনের সুযোগ নিয়ে অনেকে এই জমিগুলো গ্রাস করেছে। ফলে দেশ ছাড়তে হয়েছে অনেক হিন্দু পরিবারকে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের গবেষণা ও মুল্যায়ন বিভাগের গবেষক মোহাম্মদ রফি প্রথম আলোকে বলেন, তিনি গবেষণায় দেখেছেন, অত্যাচারের কারণে অনেক সময় হিন্দুরা দেশ ছাড়ছে। এ ছাড়া, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ুয়া সন্তান আছে যে পরিবারগুলোর তারা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ ছাড়ছে। শুধু ভারত নয়, এখন মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও অভিবাসন হচ্ছে। মুসলমানেরাও কাজের খোঁজে এসব দেশে যাচ্ছে। তবে, নির্যাতনের জন্য দেশ ছেড়ে যাওয়ার যে ধারা, তা বন্ধে কোনো সরকারই কার্যকর উদ্যোগ নেয় না।

রফি তাঁর একটি গবেষণা গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ২০০১ সালে নির্বাচনের মাস অক্টোবর থেকে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১২০ টি উপজেলায় সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দুদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে বাধ্য দেওয়া হয়েছে। ১৯০ টি উপজেলায় এরা চাঁদাবাজির শিকার হয়েছে। ১৩৭টি উপজেলায় সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগে বাধা করা হয়। ১২৮টি উপজেলার সহায় সম্পদ লুটের ঘটনা ঘটে। ১৬২টি উপজেলায় সম্পত্তি ধ্বংস হয় এবং ২০২ টি উপজেলায় হিন্দুরা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রতিবাদ না জানিয়ে দেশ ছাড়ে বলে সম্পত্তি দখলের জন্য তাদের ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা হয়। সরকার সংখ্যালঘুদের দেশ ছেড়ে যাওয়া বন্ধে কোনো উদ্যোগ নেয় না। বরং কিছুটা নির্বিকার আচরণ করে।

বিবিএসের আদমশুমারি উইংয়ের প্রধান অসীম কুমার দে বলেন, শতকরা হিসাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সংখ্যার হিসাবে এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কমছে না। মুসলিম পরিবার এবং হিন্দু পরিবারগুলোর মধ্যে মোট সদস্যদের যে পার্থক্য, তা ত্র(মেই বড় হচ্ছে। অভিবাসনের কারণটিও স্বীকৃত। কিন্তু কত মানুষ দেশ ছাড়ছে, সে বিষয়ে কখনো বিশদ কোনো জরিপ হয়নি। ভবিষ্যতে বিষয়টি তাঁরা জরিপে অন্তর্ভুক্ত(করবেন।

সৌজন্যে ঃ দৈনিক প্রথম আলো ঢাকা ৫.৯.২০১০

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২০০১ ও ২০১১ সালের সুমারির জেলাভিত্তিক তথ্য পাশাপাশি রাখলে দেখা যায়, ১৫টি জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা কমে গেছে। বিবিএসের কর্মকর্তারা বলেছেন, এসব জেলার হিন্দুরা দেশের অন্য কোনো জেলায় চলে গেছে, পরিসংখ্যান তা বলছে না। অর্থাৎ অন্য জেলায়ও হিন্দু জনসংখ্যা বাড়েনি। কর্মকর্তারা এদের বলছেন, 'মিসিং পপুলেশন' বা 'হারিয়ে যাওয়া মানুষ'।

বরিশাল বিভাগের কোনো জেলাতেই হিন্দুদের সংখ্যা বাড়েনি। বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা—এই ছয়টি জেলায় ২০০১ সালের আদমসুমারিতে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল আট লাখ ১৬ হাজার ৫১জন। ২০১১ সালের সুমারিতে সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে সাত লাখ ৬২ হাজার ৪৭৯ জনে।

খুলনা বিভাগের বাগেরহাট, খুলনা ও সাত(ীরা—পাশাপাশি এই তিন জেলায় হিন্দুদের সংখ্যা আগের চেয়ে কমেছে। বিভাগের নড়াইল ও কুষ্টিয়া জেলার প্রবণতা একই। ঢাকা বিভাগের মধ্যে এ তালিকায় আছে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলা। অন্যদিকে রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলায়ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে হিন্দু বাড়েনি।

স্বাধীনতার আগের দুটি ও পরের পাঁচটি সুমারির তথ্য বি(েষণ করলে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা ও হার কমেছে। মুসলমানদের সংখ্যা ও হার সব সময়ই বেড়েছে। বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের হার মোটামুটি একই ছিল বা আছে।

প্রবীণ রাজনীতিক ও গণ ঐক্য কমিটির আহ্বায়ক পঙ্কজ ভট্টাচার্য প্রথম আলোকে বলেন, সাম্প্রদায়িক আবহ তৈরি করে সম্প্রীতি নষ্ট করায় এমনটা ঘটছে। জামায়াতের মতো শক্তি(গুলো পরিকল্পিত ও নিয়মিতভাবে নানা ঘটনা ঘটাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রামের হাটহাজারী, সাত(ীরার কালীগঞ্জ, কুড়িগ্রামের চিরির বন্দরে ধর্মীয় জিগির তুলে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা ল(করা গেছে। তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের পাশে কেউ দাঁড়াচ্ছে না, তাদের আশ্বস্ত করছে না। নীরবে তাই দেশত্যাগ হচ্ছেই।

কেন কমছে ঃ একাধিক শুমারির প্রতিবেদনে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট প্রজনন হার (টোটাল ফার্টিলিটি রেট—টিএফআর) তুলনামূলকভাবে কম বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু এর প(কোনো তথ্য পরিসংখ্যান বুরোর কাছে চেয়ে পাওয়া যায়নি।

তবে গোপালগঞ্জ, বরিশাল, ভোলার বিভিন্ন গ্রামে কথা বলে জানা গেছে, হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাওয়ার বড় কারণ দেশত্যাগ। কয়েকটি জেলার লোকজন বলেছেন, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগের সময় থেকে এই ভূখণ্ড ছেড়ে যাওয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। কেউ বলেছেন, মূল কারণ শত্রু সম্পত্তি আইন। বলেছেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের চাপ ও নির্যাতনে পড়তে হয় হিন্দুদের। অন্যদিকে ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিলে তার আঁচও এ দেশের হিন্দুদের গায়ে লাগে।

'বুক বেঁধে দাঁড়াবার সংস্কৃতি কমে গেছে'—এমন মন্তব্য করেছেন ড. আনিসুজ্জামান। ঢাকা বি(-বিদ্যালয়ের এই ইমেরিটাস অধ্যাপক বলেন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অভাববোধ বাস্তব ও অনুদিত। সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে কিছু লোক নানা ঘটনা ঘটাচ্ছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু নেতা বা রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে স্থানীয় পর্যায়ে সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হয় না, কর্মী পাওয়া যায় না। আতঙ্ক আছে চাঁদশী-ইল্লা-ধানডোবায়, বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা থেকে বেশ কিছু হিন্দু পরিবার ২০০১ সালের পর এলাকা থেকে চলে গেছে।

ধানডোবা গ্রামে গিয়ে জানা যায়, মনোজ বৈদ্য তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ২০০১ সালের নির্বাচনের দুই তিন দিন পর বাড়ি ছেড়ে চলে যান। আর ফিরে আসেননি। মনোজের প্রতিবেশী সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ওই নির্বাচনের

পরদিনই বিএনপির কর্মীরা গ্রামের হিন্দু ও খ্রিষ্টান বাড়িতে আত্র(মণও লুটপাট করেন। তাঁরা মনোজের বাড়ি থেকে গ(, ধান নিয়ে যান। পানের বরজ নষ্ট করেন।

ইল্লা গ্রামের কালীপদ দফাদার, সুবল দফাদার, মণ্টু দফাদার, জয়দেব নন্দীর পরিবারও দেশ ছেড়ে চলে যায় ২০০১ সালের নির্বাচনে পরবর্তী সন্ত্রাসের কারণে। একই কারণে সুতারবাড়ি গ্রামের আদিত্য নাগ ও সুবল দে পরিবার নিয়ে দেশ ছেড়েছেন।

৩ নম্বর চাঁদশী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কৃষ(কান্ত দে প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর নিজের পরিবার, আত্মীয়, প্রতিবেশীসহ অনেক পরিবারে আত্র(মণ, লুটপাট ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল। এই ইউনিয়ন থেকে কোনো পরিবার এলাকা ছেড়ে যায়নি। তবে অনেক পরিবারের অংশবিশেষ দেশে থাকে না। তিনি বলেন, 'ধরেন, কোনো পরিবারে পাঁচ ভাই আছে, তাদের দুই ভাই দেশে থাকে না।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ বলেন, সম্মান র(ায় অনেক বাবা-মা অল্প বয়সের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন অথবা ভারতে রেখে স্কুল বা কলেজে পড়াচ্ছেন। তবে তিনি দাবি করেন, দেশত্যাগের প্রবণতা কমেছে। শত্রু সম্পত্তি (অর্পিত সম্পত্তি) নিয়ে সরকারের উদ্যোগে পুরোপুরি সফল না হলেও সংখ্যালঘুরা আশা করছে, সম্পত্তি হাতছাড়া হয়েছে সে সম্পত্তি ফেরত পাবে। এখন বড় বড় শহরে হিন্দুরা বাড়ি করছে, ফ্ল্যাট কিনছে।

ভোলার পরিস্থিতি ঃ বিবিএস পরিসংখ্যান বলছে, ভোলা জেলায় ২০০১ সালে হিন্দু ছিল ৭২ হাজার ২৭৫ জন। সর্বশেষ শুমারিতে দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৬১ হাজার ১৬২ জনে।

ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের নলগোডা গ্রামের সাধু সিংয়ের বাড়িতে ছিল ছয়টি পরিবার। পরিবারের প্রধান ছিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ সিং। লক্ষ্মী নারায়ণ ১৯৯২ সালের পরে জমিজমা বিত্রি(করে চলে যান। ওই গ্রামের লোকজন বলেছেন, ১৯৯২ সালের পর থেকে হিন্দু পরিবারগুলো চলে যেতে শু(করে। ওই সময় বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে ভারতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল, তাতে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার হয় এই গ্রামের মানুষ।

২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পরও অনেক পরিবার চলে গেছে। গ্রাম ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১৯৯২ সালের পর থেকে সুতারবাড়ির চারটি, ডাক্ত(ারবাড়ির ১০, মাঝের সিংবাড়ির ছয়, রাস কমল হাওলাদার বাড়ির সাত, লক্ষ্মীকান্ত হাওলাদার বাড়ির তিন, তীর্থবাস হাওলাদার বাড়ির সাত, পরেশ হাওলাদার বাড়ির সাত, তেপীবাড়ির তিন, রাধেশ্যাম সুতার বাড়ির সব কটি পরিবারসহ গ্রামের ৭৫টি বাড়ির দুই শতাধিক পরিবার চলে গেছে।

উপজেলার নলগোড়া, লেজপাতা ও চরগুমানী—এই তিনটি গ্রাম হিন্দু-অধ্যুষিত। স্বাধীনতার সময় এই গ্রামে চার শতাধিক বাড়ি ছিল। এই গ্রামগুলোর ১৭২ টি বাড়ির কয়েক শ পরিবার চলে গেছে।

বোরহানউদ্দিন উপাজেলার টবগী ইউনিয়ানের মূল্যইপত্তল গ্রামে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এক হাজারের বেশি হিন্দু পরিবার ছিল। বর্তমানে সেখানে আছে ৪৪টি পরিবার।

লালমোহন উপজেলার লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নে চারটি গ্রাম ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই ইউনিয়নের চার হাজার ৬০০ হিন্দু ভোট ছিল। ইউনিয়নের অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের যাত্রামণি লস্কর বলেন, ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদের ঘটনা ও ২০০১ সালে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে গ্রামগুলোর অধিকাংশ হিন্দু পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে যায়। স্থানীয় ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রের দেওয়া তথ্যে বলা হচ্ছে, বর্তমানে ইউনিয়নে হিন্দু ভোটারের সংখ্যা ৬০০।

গোপালগঞ্জ ঃ গোপালগঞ্জ জেলায় আওয়ামী লীগের একক প্রাধান্য। সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, দলটির সঙ্গে সংখ্যালঘুদের সুসম্পর্ক আছে। স্বাধীনতার পর জেলায় সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনাও উল্লেখ করার মতো নয়। তার

পরও এই জেলা থেকে নিয়মিতভাবে হিন্দুরা চলে যাচ্ছে। ২০০১ সালে এই জেলায় হিন্দু ছিল তিন লাখ ৭১ হাজার ৬২৯ জন। ১০ বছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে তিন লাখ ৫৩ হাজার ৭৯৪ জনে। জেলার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রবীণ সাংবাদিক প্রথম আলোকে বলেছেন, 'শত্রু সম্পত্তির' নির্যাতন চেপে আছে প্রায় ৫০ বছর ধরে। এরপর বড় আঘাত আসে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার মধ্য দিয়ে। এসব ব্যাপারে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি র(া করেনি।

একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেছেন, উপযুক্ত(হওয়ার পরও জেলা আওয়ামী লীগে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের পদ ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা পায় না। সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজের সংসদে হিন্দু শি(ার্থীদের সর্বোচ্চ পদ সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস)। গোপালগঞ্জ শহরে বড় দলের নেতারা সংখ্যালঘুদের বাড়ি-সম্পত্তি দখল করে দিব্যি বসবাস করছেন। এসব দৃশ্য দেখে নিরাপদ বোধ করে না হিন্দুরা।

গোপালগঞ্জের পরিস্থিতি সম্পর্কে কাজল দেবনাথের মন্তব্য, 'প্রদীপের নিচে অন্ধকার।'

উদ্যোগ নেই ঃ দেশত্যাগ বন্ধের উদ্যোগ এসব এলাকা ঘুরে দেখা যায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গোপালগঞ্জ জেলার চেয়ারম্যান বলেছেন, 'নিরাপদে জমি-বাড়ি যেন বিক্রি(করতে পারে, সে ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করার চেষ্টা করি। থেকে যেতে বলতে পারি না।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ মাঝেমধ্যে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সভা ও সেমিনার করে। এসব সভা-সেমিনারে দেশ না ছাড়ার, নির্যাতনের প্রতিবাদ করার কথা বলা হয়। কাজল দেবনাথের দাবি, এতে কাজ হচ্ছে।

(প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন লেয়ামত উল্লাহ (ভোলা প্রতিনিধি, সুব্রত সাহা (গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি) ও জহু(ল ইসলাম (গৌরনদী, বরিশাল প্রতিনিধি)।

* প্রথম আলো, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২, ঢাকা।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বিশিষ্ট ব্যক্তি(দের প্রতিক্রি(য়া

১। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সহিংসতা ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনকও বেদনাদায়ক।

—ড্যান ডব্লিউ মজেনা, ঢাকায় নিযুক্ত(মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

২। যুদ্ধাপরাধের বিচারকে কেন্দ্র করে সারা দেশে জামায়াত—শিবিরেরর সহিংসতা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা অনভিপ্রেত ঃ বাবাটুণ্ডে সোটাইমেহন, জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের নির্বাহি পরিচালক। ১১ মার্চ ঢাকা সফরকালে এ মন্তব্য করেন।

—দৈনিক জনকণ্ঠ ১২ মার্চ ২০১৩, ঢাকা।

৩। স্বাধীনতা বিরোধিরা জঙ্গীদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বি(দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা চট্টগ্রামের বাঁশখালী সহ সংখ্যালঘু এলাকায় মন্দির, বসতঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারী অফিস, আদালত ভবন সহ গু(ত্বপূর্ণ দফতর ভাংচুর ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। এটি বাংলাদেশের হৃদয়ে রক্ত((রণ। জঙ্গী জামায়াত নিষিদ্ধ করতে আলাদা আইনের প্রয়োজন নেই। সরকারের নির্বাহী আদেশই যথেষ্ট, —ডঃ মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন।

—দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ মার্চ ২০১৩ ঢাকা।

৪। ঢাকা ও অন্যান্য জেলায় সাম্প্রতিক সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কানাডা। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংস হামলায় গভীর উদ্বিগ্ন তার দেশ। —জন বেয়ার্ড, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কানাডা।

৫। সারা দেশে একের পর এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্দির ও বিহারে হামলা করে বাঙালীর হাজার বছরের সভ্যতা সংস্কৃতিতে আঘাত হেনেছে।

—দিলীপ বড়ুয়া, শিল্পমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬। জামায়াত—শিবির সম্প্রতি যে ধরণের হত্যাকাণ্ড সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, বাড়িঘর ও যানবাহনে ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ করছে তা গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের ভাষা নয়।

—ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ মার্চ ২০১৩ ঢাকা।

৭। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় এবং বাড়িঘরে যারা অগ্নি সংযোগ, হামলা, লুটপাট চালাচ্ছে, তাদের পবিত্র ইসলামের শত্রু হিসাবে চিহ্নি(ত করতে হবে।

—হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি। দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ মার্চ ২০১৩, ঢাকা।

৮। বাংলাদেশে চলমান সহিংসতা, সংখ্যালঘুদের ওপর আত্র(মণ এবং প্রাণহানির ঘটনা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।

—প্যাট্রিক ডেনট্রেল, উপ-মুখপাত্র, মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রক। দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ মার্চ ২০১৩, ঢাকা।

৯। সংখ্যালঘুরা অসহায়। তারা আতংকের মধ্যে আছে। আমরা এ আতংকের অংশীদার। মুক্তি(যুদ্ধের চেতনায় সব মানুষকে একত্রিত হয়ে এ সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

—ওবায়দুল কাদের, যোগাযোগমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দৈনিক সংবাদ, ৩ মার্চ ২০১৩, ঢাকা।

১০। আমি উপাসনালয় এবং ব্যক্তি(গত সম্পত্তির ওপর নিষ্ঠুর ও অসংগত হামলার নিন্দা জানাই।

—বরার্ট গিবসন, ঢাকায় নিযুক্ত(ব্রিটিশ হাইকমিশনার, দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ২০১৩, ঢাকা।

১১। মাদ্রাসা হচ্ছে জঙ্গী প্রজনন কেন্দ্র

—শহীদুল ইসলাম, আইন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে

কূটনৈতিক প্রতিবেদন ও নিউইয়র্ক প্রতিনিধি ঃ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের তাৎপর্যপুর্ণ প্রভাব রয়েছে এবং বেশিরভাগ নাগরিকের ধর্মীয় অনুভূতির ব্যাপারে সরকার সংবেদনশীল। গত ১৭ নভেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন ২০১০-এ কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতার প(প্রকাশ্য সমর্থন জানালেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বাংলাদেশে একটি সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। এ কথা বলার পাশাপাশি ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগেরও প্রশংসা করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে ২০১০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ১৯৮টি দেশের ওপর তৈরি করা এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এই প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান জানানোর ব্যাপারে সরকারের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে বাংলাদেশের হাইকোর্টের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত ধর্মনিরপে(অবস্থানকে সংহত করেছে। সরকারের উচ্চপর্যায়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। সরকার মাদ্রাসা শি(াব্যবস্থায় সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। **এতে আরও বলা হয়, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং আহমদিয়া সম্প্রদায় এখনো হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।** তবে এর সংখ্যা আগের প্রতিবেদনের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে।

প্রতিবেদনে আদিবাসী সম্প্রদায় এবং হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের ওপর নির্যাতনের ঘটনার বেশ কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। স্থানীয় একাধিক বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় দৈনিকের বরাত দিয়ে এসব ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর এ বছর নির্যাতনের ঘটনা প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে।

প্রতিবেদনে ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জানানোর ব্যাপারে সরকারের অবস্থান নিয়ে তৈরি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্টের একটি আদেশে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করা হয়। এর মাধ্যমে সংবিধানে ধর্মনিরপে(তা ফিরে আসে এবং ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো কার্যত নিষিদ্ধ হয়। তবে সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। এ ছাড়া হাইকোর্টে ফতোয়াকেও বেআইনি ঘোষণা করেছে বলে এতে উল্লেখ করা হয়। তবে ২০০৯ সাল থেকে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা পর্যন্ত ৩৩টি ফতোয়া জারি করার ঘটনার খবর জানিয়েছে মহিলা পরিষদ নামে নারী অধিকার বিষয়ক সংগঠন। '

ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বাধানিষেধের ব্যাপারে এতে বলা হয়েছে, দেশের সংবিধানে সব ধর্মের প্রচার, পালন ও চর্চার ব্যাপারে অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনো মিশনারির কর্মকাণ্ডের বি(দ্ধে গোয়েন্দা নজরদারির খবর পাওয়া যায়নি। ধর্মীয় বি(্বাসের ওপর ভিত্তি করে কোনো আর্থিক জরিমানা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় চারজন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্ত্রী রয়েছেন। প্রতিবেদনে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বাঙালি সংঘর্ষের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। এ (ে ত্রে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সংঘর্ষের ঘটনা তুলে ধরা হয়।

এদিকে এই প্রতিবেদনের ব্যাপারে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়ার (ে ত্রে বর্তমান সরকারের কার্যত্র(মের ভুয়সী প্রশংসা করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

প্রথম আলো ঃ ২২ নভেম্বর ২০১০, ঢাকা।

Âবাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সং(প্ত তালিকা

● ৪ মার্চ ২০১০ সকাল ৯টায়, ঢাকা শহরে অবস্থিত ২০ নং কৈলাশ ঘোষ লেনের হিন্দু বাসিন্দা ব্যবসায়ী জেমস জুয়েলার্স এণ্ড ওয়ার্কশপের মালিক প্রেমকৃষ(রায়কে (৩৮)। কমাণ্ডো স্টাইলে গুলি করে ইসলামী সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের পূর্বে, সন্ত্রাসীরা উক্ত(ব্যবসায়ীর নিকট অর্দ্ধকোটি টাকা জিজিয়াকর বাবদ ফোন যোগে দাবি করে। দাবিকৃত টাকা দিতে অপারগতা জানালে—একদল টহল পুলিশের সম্মুখে প্রেমকৃষ(রায়কে গুলি করে হত্যা করে। এসময় পুলিশকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

● ১৭ এপ্রিল ২০১০ বেলা একটার সময়, নারায়ণগঞ্জ জেলা শহরে চাষাঢ়া পৌরসভা এলাকায় হিন্দু বাসিন্দা এবং রায়পুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ এন ও) গোপাল চন্দ্র দাসের পৈতৃক সম্পত্তিতে ছয়তলা ভবন নির্মাণ করতে গেলে, আগ্নেয়াস্ত্রধারী ইসলামী সন্ত্রাসীরা দশ লাখ টাকা জিজিয়াকরের দাবিতে হামলা চালায়। ঘটনাস্থলে পাঁচ ব্যক্তি(কে আহত করে আনুমানিক তিন লাখ টাকার ইমারতি দ্রব্য লুট করে নিয়ে গেছে।

● সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে হিন্দু কৃষকদের গ(চুরির দৌরাত্ম বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু সংঘবদ্ধ মুসলিম দুর্বৃত্ত কালাটিয়া গ্রামের নিরঞ্জন, কিশোর দাশগুপ্ত, খোকন কিশোর দাশগুপ্ত, প্রদীপ কিশোর দাশগুপ্ত, পরিতোষ ভৌমিক, বিন্নাটী গ্রামের মনোরঞ্জন সরকার, হেমেন্দ্র চত্র(বর্ত্তী, পরমানন্দ গ্রামের সুনীল সরকারের সর্বমোট ৪০ টি গ(গত ২৫ দিনে চুরি হয়েছে। এলাকার হিন্দুদের ধারণা কৃষিজীবি হিন্দুদের চাষ বন্ধ করতেই এই পাইকারী চুরি অভিযান শু(হয়েছে।

● ১৭ এপ্রিল ২০১০ বেলা একটায় খুলনায় একটি ঠিকাদারি সংস্থার ব্যবস্থাপক হিন্দু আশীষ মল্লিককে (৩৮) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ছয় লাখ টাকা জিজিয়াকর না পেয়ে আশীষকে নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

● ৯ এপ্রিল ২০১০ বিকাল পাঁচটায়, নারায়ণগঞ্জ জেলা শহরে কালীর বাজার এলাকার হিন্দু স্বর্ণ ব্যবসায়ী বৈশাখী জুয়েলার্স-এর মালিক বিপ-ব দাসের নিকট তিন লাখ টাকা জিজিয়াকর না পেয়ে, কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ২৬ লাখ টাকা লুঠ করে নিয়েছে। দুর্বৃত্তদের গুলিতে বিপ-ব বাবু গু(তর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

● ৪ এপ্রিল ২০১০ সকাল ৯টায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার দাসপাড়া (জেলেপাড়া) এলাকার হিন্দু বাসিন্দা দীলিপ দাসের বাড়িতে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। ওই হামলায় নারী ও শিশু সহ ১০ হিন্দু গু(তর আহত হয়েছেন। হামলাকারী আবদুল আলী ও তার সহযোগিয়া ৮০ বছর বয়স্কা এক হিন্দু মহিলাকে বেদম প্রহার করে পাশের ডোবায় জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

● ২০ এপ্রিল ২০১০ রাত ১১ টায়, ডিউটি শেষ করে বাসায় ফেরার পথে ইসলামী সন্ত্রাসীদের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে লুটিয়ে পড়লো এস আই হিন্দু গৌতম রায়। নিহত পুলিশ অফিসার ঢাকা মহানগর পুলিশের বংশাল থানার উপ-পরিদর্শক। তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

● ১০ মে ২০১০ মধ্যরাতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলার ধারখার গ্রামের হিন্দু কর্মকার পাড়ায় স্থানীয় মুসলিম সন্ত্রাসী আহিদ মিএ(ার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঘটনাস্থলে দুই মহিলাসহ ৯ জন গু(তর আহত হয়েছে। সাতটি হিন্দু পরিবারের সর্বস্ব লুঠপাট করে নিয়েছে। স্বপন কর্মকার (৩২) দুলাল কর্মকার (৩১) চিত্তরঞ্জন কর্মকার (৩৪) ডাঃ গৌরাঙ্গ চন্দ্র কর্মকার (৪৫) ও নীলচন্দ্র কর্মকারকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গু(তর আহত নীলচন্দ্র কর্মকার ও সাবিত্রী কর্মকারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য ৮ অক্টোবর ২০০৮ সালে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অহিদ বলপূর্বক স্বপন কর্মকারের স্ত্রী লক্ষ্মী রাণী কর্মকারকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অদ্যবধি অপহৃতাকে পুলিশ উদ্ধার করতে পারে নাই।

● ২ মার্চ ২০১০ সন্ধ্যায়, রাঙ্গামাটি জেলার জুরাইছড়ি উপজেলার বড়ইতলী এলাকায়, রাজু চাকমা (২৮) ও

জনপেদা চাকমা (২২) আদিবাসী চাকমা নামে দুই আদিবাসী যুবককে ইসলামী সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে। ঘটনাস্থলে অন্য আদিবাসী যুবক লক্ষ্মীরাজ চাকমা গু(তর আহত হয়েছে।

● সম্প্রতি হবিগঞ্জ জেলার যাদবপুর উপজেলার, খিলাতলি গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা প্রিয়লালের ওপর মুসলিম দুর্বত্তরা হামলা চালিয়ে তিন লাখ টাকার মালপত্র লুঠ করে নিয়েছে।

● সম্প্রতি দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যাণ্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণীর হিন্দু ছাত্র তুষার কান্তিকে (১৩) শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ ইফতেখা(ল ইসলাম নামে এক মুসলিম সন্ত্রাসীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

● সম্প্রতি কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার, পানের ছড়া এলাকায় কর্তব্যরত অবস্থায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পুলিশের নায়েক সুষময় চাকমা (৩৫) ইসলামী সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলিতে নিহত হয়েছে।

● সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া পৌরশহরে, বড় বাজার এলাকায় মনা নামে এক দলিত হিন্দুর সাতশতক জমি স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত রউফ দখল করে নিয়েছে।

● ২ ডিসেম্বর ২০০৯, ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার শাহীবাগ এলাকায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ(ও পঞ্চবটী আশ্রমে' মুসলিম দুর্বৃত্ত ফয়সাল ও তার সঙ্গীরা হামলা চালিয়ে রাধাকৃষ(মূর্তি ভাংচুর করেছে।

● ৩০.৪.২০১০ সকাল ৭টার সময়, মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার রাঘুলী গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা অমর সরকারের বাসস্থানে স্থানীয় ইউনুস মিয়ার নেতৃত্বে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। ঘটনাস্থলে আনন্দ সরকার, শ্রীমতি বাসন্তি সরকার সহ উক্ত(পরিবারের পাঁচ সদস্য গু(তর আহত হয়েছে। সংকটজনক অবস্থায় গৃহকর্তা অমর সরকারকে (৬৫) ও আনন্দ সরকারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

● সম্প্রতি মৌলভীবাজার জেলার, শ্রীমঙ্গল বাজারে জুয়েলারী দোকানের হিন্দু মালিক বাবুল দেবনাথকে (৩৫) দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে, কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

● সম্প্রতি ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার পোথাইল গ্রামে বসবাসকারী হিন্দু বাসিন্দা হেমন্ত দাস, পার্বেনাথ দাস, দীনেশ দাস, শ্রীধাম দাস ও জীবন দাসের বাড়িতে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ১৫ লাখ টাকার মালপত্র লুটপাট করে নিয়েছে।

● সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার আশ্রাবাদী গ্রামে, শ্রীশ্রীমহার(াকালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে ছয়টি প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। এলাকার চিহ্নি(ত মুসলিম দুর্বৃত্ত রকিবুল মিয়ার নেতৃত্বে ভাংচুরের পর, পার্শ্ববর্তী হিন্দু বাসিন্দা নরেশ চন্দ্র, গোপাল চন্দ্র ও সেণ্টু চন্দর বাড়িতে হামলা চালিয়ে অজয় চন্দ্র, মহিমতি, লতারানী ও প্রদীপ চন্দ্রকে গু(তর আহত করেছে।

● ৪ মার্চ ২০১০ রাতে, রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইঘাটে বসবাসকারী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আদিবাসীদের ওপর দলবদ্ধভাবে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে বাড়ি-ঘর ভাংচুর লুটপাট করে। এক পর্যায়ে আগুন লাগিয়ে দিলে ১২টি আদিবাসী বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

● সম্প্রতি পুরাণ ঢাকার কোতোয়ালী থানার গোয়ালনগরে 'মেসার্স রতন স্বর্ণ বিতানের' মালিক হিন্দু ব্যবসায়ী সুমন কর্মকারের ওপর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে দশ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়েছে। দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে সুমন গু(তর আহত হয়েছে।

● সম্প্রতি ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার সাদুল্যাপুর শিবমন্দির থেকে ৮০ কেজি ওজনের কস্টি পাথরের নির্মিত শিবলিঙ্গ চুরি হয়ে গেছে। গত ১০০ বছর যাবত ওই শিবলিঙ্গ স্থানীয় হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হয়ে আসছে। একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত লোহার গ্রীল কেটে মন্দিরের ভিতর থেকে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের শিবলিঙ্গ চুরি করে নিয়ে গেছে।

● সম্প্রতি ঢাকা শহরে, মোহাম্মদপুর এলাকায় সুলতানা রোডে আমিত রেমা ও সো হাগ চিসিম নামে দুই খ্রীস্টধর্মীয় আদিবাসী ছাত্র মুসলিম দুর্বৃত্তদের হামলায় অমিত নিহত এবং সোহাগ গু(তর আহত হয়েছেন।

● সম্প্রতি টাঙ্গাইল জেলার, গোপালপুর উপজেলার মধুপুর পাহাড় এলাকায় আদিবাসী হিন্দুদের বৈষ(ব মন্দির ৬ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এলাকা উন্নয়নের অজুহাতে স্থানীয় ইসলামী প্রশাসন উক্ত(মন্দিরে দুই একর (৬ বিঘা) জমি জবর দখল করে নিয়েছে বলে মন্দির সেবাইত সিমা দরং অভিযোগ জানিয়েছে।

● ১৭ মে ২০১০ রাত্রি তিনটার সময়, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার সিংগুর এলাকায় বসবাসকারী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী আদিবাসীদের ছয় দশকের প্রাচীন খাসিয়া কবরস্থান মুসলিম দুর্বৃত্তরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে উক্ত(এলাকায় ৫০ টি খাসিয়া আদিবাসী পরিবারের বসবাস।

● সম্প্রতি পিরোজপুর জেলার, জিয়ানগর উপজেলার চরনীপত্তাশী গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সুরেশচন্দ্র মণ্ডল ও রমেশচন্দ্র মণ্ডলের ১০ কাঠা জমি একই গ্রামের মুসলিম দুর্বৃত্ত মোশারফ কাজী, কাত্তসার কাজী ও মকবুল কাজী সশস্ত্র হামলা চালিয়ে দখল করে নিয়েছে। জমির মালিক সুরেশচন্দ্র বাধা দিতে গেল দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে পিটিয়ে তাকে গু(তর আহত করে। মুমুর্ষু অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মুসলিম দুর্বৃত্তরা দলবদ্ধ ভাবে গ্রামের হিন্দুদের ভারতে চলে যাবার জন্য হুমকি দিচ্ছে। এ ছাড়া উপজেলার পাড়ের হাট বন্দরে হিন্দুদের শতবর্ষ ব্যবহৃত শ্মশানঘাটের ১৩ শতাংশ জমি এক মাস পূর্বে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা লতিফ হাওলাদার দখল করে ল্যাট্রিন তৈরী করেছে। গত ২০ মে ২০১০ শতাধিক হিন্দু নাগরিক পিরোজপুর প্রেস ক্লাবে উপস্থিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন।

● ৯ মে ২০১০, বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বাসুদেব পাড়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা শ্রীমতি বীণারানী ভৌগোল (৬৫) বাড়িতে আওয়ামী লিগ সমর্থক ও মুসলিম দুর্বৃত্ত নজ(ল মোল্লার নেতৃত্বে হামলা চালিয়েছে। হামলা কারীরা অবাধ লুটপাট ভাংচুর চালিয়েছে। বীণা রাণী, শ্রীমতি বিউটি রানী, কুমারী ঈষিতা (৭) ও শক্তি((৫) দুই মহিলা সহ দুই শিশু হামলাকারীদের বেদম প্রহারে গু(তর আহত হয়েছেন। আহতদের গৌরনদী জেনারেল হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।

● ২৯ মে ২০১০ গভীর রাতে, সাত(ীরা জেলার তালা উপজেলার জালালপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা উত্তম কুমার দত্তের বাড়িতে হামলা চালিয়ে লুটপাট করা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রধারী ১৫/১৬ জনের একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত রাত্রি দুইটার সময় হামলা চালিয়ে ওই পরিবারের সোনার গহনা, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। যার বর্তমান বাজার মুল্য দেড় লাখ টাকা।

● ৩০ মে ২০১০ সন্ধ্যায়, ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বলুহর রামচন্দ্রপুর গ্রামের হিন্দু কিশোর বিপ্-ব গড়াইকে (১৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে। ওই দিন বেলা একটায় অস্ত্রের মুখে বিপ্-বকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। রাত্রি ১১টার সময় পুলিশ (তবি(ত বিপ্-বের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

● ২৯ মে ২০১০ সকালবেলা, নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর উপজেলার চর চামিতা বাজারের হিন্দু মুদি দোকানের মালিক স্বপনচন্দ্র কুরি কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে গু(তর আহত হয়েছে। দুর্বৃত্তরা দোকানের মালপত্র লুটের পর স্বপনকে এলোপাথাড়ি ছুরিকাঘাত করে।

● ২৮ মে ২০১০ গভীর রাতে, বাগের হাট জেলা শহরে হিন্দু বাসিন্দা মিলন সাহার বাড়িতে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ২৫ ভরি স্বর্ণালংকার সহ নগদ একলাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে।

● সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার নাপিডাটিয়া এলাকায়, অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ বসবাসকারী ৩৫টি আদিবাসী পরিবারকে তাদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের অপচেষ্টা শু(হয়েছে। মহসীন আলী নামক এক মুসলিম দুর্বৃত্ত

উক্ত(টিলার সাত একর ৩৫ শতক জমি তার নিজস্ব সম্পত্তি বলে দাবি করে উক্ত(জমিতে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে। এলাকার বাসিন্দা ল(ী ত্রিপুরা (৮০), মঙ্গরং ত্রিপুরা (৪০) ও রামরায় ত্রিপুরা (৫১) জানিয়েছেন, অবিলম্বে উক্ত(টিলা ছেড়ে চলে যাবার জন্য আদিবাসীদের ওপর হামলাও হয়েছে।

● ২ জুন ২০১০, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার সালন এলাকার এক আদিবাসী খ্রীস্টান যুবককে (৩০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

● ২ জুন ২০১০, রাতে, পুটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার রন গোপালদী ও যৌতা এলাকায় আওয়ামী লীগের সাংসদ গোলাম মওলা মদতপুষ্ট—কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত স্থানীয় হিদুদের ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। বাড়ি ঘর ভাংচুর ও লুটপাটের ফলে হিন্দুরা সর্বহারা হয়ে পড়েছে। হামলাকারীদের প্রহারে হিন্দু বাসিন্দা জয়দেব দেবনাথ (৩০), দিগেন্দ্রনাথ দেবনাথ (৩২), শীতল দেবনাথ (২৮), নির্মল হালদার (৩৫) ও শ্রীমতি রেণুবালা দেবনাথ (৬০) গু(তর আহত হয়েছেন।

● ৩ জুন ২০১০ গভীর রাতে, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনার গাঁ উপজেলার সিংলাব গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সুদেব চন্দ্র বি(াসের বাড়িতে ব্যাপক হামলা চালায় সালহ আহাম্মেদের নেতৃত্বে একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা একটি মন্দির, পাঁচটি প্রতিমা, বাড়িঘর ভাংচুর সহ লুটপাট করেছে। গৃহকর্তা সুদেব চন্দ্র বি(াস, দেবী রাণী বি(াস ও কমলারাণী বি(াসকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গু(তর আহত করে ৩০ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

● ২ জুন ২০১০, সাত(ীরা জেলার আশাগুনি উপজেলার নয়াবাদ গ্রামের হিন্দু-দশম শ্রেণীর ছাত্রী পা(লে মণ্ডলকে প্রকাশ্য রাস্তায় জাপটে ধরে মুসলিম দুর্বৃত্ত বেল্লাল হোসেন অশালীন আচরন করে। অপমানিত পা(লে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনায় পা(লের বাবা রঞ্জন মণ্ডল বাদী হয়ে ১০ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

● ২১ মে ২০১০ রাতে, মানিকগঞ্জ পৌরসভার পুড়ড়া এলাকায় নীলকমল রায়ের নির্মাণাধীন হিন্দু বাড়ির হিন্দু তত্ত্বাবধায়ক, দীনহরি বর্মনকে (৪০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত (াসরোধ করে হত্যা করেছে।

● ১ জুন ২০১০ সন্ধ্যায়, নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামের দরিদ্র হিন্দু বাসিন্দা পরেশ চন্দ্র সুত্রধরের কন্যা প্রতিমা রাণী সুত্রধরকে, প্রতিবেশী মুসলিম দুর্বৃত্ত নয়ন মিয়া আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরন করে নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে থানায় মামলা করায় অপহরণকারীরা সূত্রধর পরিবারকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

● ৭ জুন ২০১০, শি(ক নিয়োগে প্রতারনা, অনিয়ম ও ঘুষ দুর্নীতির প্রতিবাদে চরম ঘৃণা জানিয়ে বিষ পানে আত্মহত্যা করলেন হিন্দু মহিলা রেনুকা রাণী মণ্ডল। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা লুৎফর রহমান এক লাখ টাকা ঘুষ নিয়েও রেনুকা দেবীর সাথে প্রতারনা এবং প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে আতংকিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় উক্ত(মহিলা। বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার আমবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

● ৯ আগস্ট ২০১০ গভীর রাতে, মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর পৌর এলাকার মধ্য সিঙ্গাইর গ্রামে হিন্দু বাসিন্দা ও সাংবাদিক মানবেন্দ্র চত্র(বর্তীর মা উমা দেবী চত্র(বর্তী (৬৫) কে, স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। দুর্বৃত্তরা টিনের বেড়া কেটে ঘরে প্রবেশ করে। হাত-পা ও মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে (াস (দ্ধ করে উমা দেবীকে হত্যা করে।

● সম্প্রতি সুনামগঞ্জ শহরে উপত্যকা এলাকার হিন্দু বাসিন্দা চরিত্র রঞ্জন চত্র(বর্তীর বাড়ীর ১৬ শতক জমি ইসলামী ধর্মস্থানের অজুহাত দেখিয়ে মুসলিম দুর্বৃত্তরা দখলের চেষ্টা করে। স্থানীয় প্রগতিশীল মানুষদের চেষ্টায় চরিত্রবাবুর বসতবাটী এ যাত্রায় র(া পেয়ে গেছে।

● ৮ আগস্ট ২০১০ ভোর চারটায়, ঢাকায় অবস্থিত সোহারাওয়ার্দী মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক

হিন্দু উত্তম কুমার দাসকে ও তার পরিবারকে মুসলিম দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করে। সবাই প্রাণে বেঁচে গেলেও ঘরের সমস্ত মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

● ১০ আগস্ট ২০১০ সকালে, সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার সপ্তমখণ্ড গ্রামের হিন্দু আদিবাসী রাজেন্দ্র পাত্রের বাড়িতে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। বাড়িটি দখলের উদ্দেশ্যে একই গ্রামের মোঃ মোস্তাক আহাম্মদের নেতৃত্বে ৮/১০ জন আগ্নেয়াস্ত্র এবং দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলাকারীরা রাজেন্দ্রর পরিবারের সবাইকে বেদম মারধোর করে সমস্ত মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

● ১১ আগস্ট ২০১০, নড়াইল জেলার নড়াগাঁতি উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের দরিদ্র হিন্দু বাসিন্দা মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে (৪২) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। হত্যার পর মণীন্দ্রর লাশ বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার মৌপুরা নামক গ্রামের আখখেতে ফেলে রেখে যায়।

● ২ আগস্ট ২০১০ গভীর রাতে, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদি খান উপজেলার ইছাপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা শ্রীমতি মনিকা ভাওয়াল (৩৪) ও কন্যা মাধুরী ভাওয়ালকে (১৬) মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পুলিশ প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে আত্মহত্যা মামলা নথিভুক্ত করেছে।

● ১ আগস্ট ২০১০ গভীর রাতে, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় বসবাসকারী খ্রীস্টধর্মাবলম্বী খাসিয়া আদিবাসীদের চাষের এক হাজার পান গাছের গোড়া মুসলিম দুর্বৃত্তরা কেটে দিয়েছে। এর ফলে খসিয়া পুঞ্জির ২৮টি পরিবারের চারলাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। নাহার—১ পুঞ্জির সহকারী মন্ত্রী ডোবারমিন পতাংশ থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।

● চট্টগ্রাম শহরে আগ্রবাদ সরকারী কমার্স কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী (মী বড়ুয়া কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তর পৈশাশিক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর ১০, প্রাক নির্বাচনী বাংলা ২য় পত্র পরীক্ষা শেষে মোগলটুলী বাড়ি ফেরার পথে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আগ্রাবাদে এলাকার কুখ্যাত দুর্বৃত্ত সৈয়দ আব্দুল কাদেরের নেতৃত্বে ৮ জন দুর্বৃত্ত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে (মীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পূর্ব মাদারবাড়ী রেল ক্রসিং-এর পূর্ব পাশে নির্জন এলাকায় নিয়ে বলপূর্বক পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এক পর্যায়ে অসহায় ক্ষণী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রাত আনুমানিক ১২টার সময় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে চলে যায়। ৮.৯.২০১০ (মীর মা ও মামা খবর পেয়ে বেলা ১২টায় হাসপাতালে ছুটে যান। ৯.৯.২০১০ তারিখে ধর্ষিতার মা ও মামা ডবলমুরিং থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এলাকার সামাজিক সংগঠন ‘‘অনীক সাংস্কৃতিক ফোরাম ও গৌতম-এর সহযোগিতায় থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। অভিযোগ পত্রে মোঃ ফেরদৌস, মোঃ আবছার, মোঃ জহির ও মোঃ জমির উদ্দিনের নাম উল্লেখ থাকলে ও পুলিশ অভিযুক্তদের কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করে নাই।

উল্লেখ্য গত ০৬ সালে উক্ত দুর্বৃত্তরা (মীর বাবা অনিলকান্তি বড়ুয়ার নিকট তিন লাখ টাকা জিজিয়াকর বাবদ দাবি করে। এই টাকা দিতে না পারায় তার ফার্নিচার দোকানের মধ্যে ২২.৭.২০০৬ তারিখে অনিলবাবুকে ছুরি মেরে হত্যা করে। (মীর মা শ্রীমতি অঞ্জনা বড়ুয়া পাঁচ জনকে আসামী করে ডবল মুরিং থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ আজ পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে নাই। অভিযুক্তরা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে আরও বেশী সংখ্যালঘু নির্যাতনে উৎসাহী হয়ে উঠেছে।

● ১৩.৯.২০১০ কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার পৌর সদরে পশ্চিমপাড়ার হিন্দু বাসিন্দা কৃষ্ণধন সাহার বাড়িতে স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা দুটি টিনের ঘর ভেঙ্গে ফেলে, ২৫টি সুপারি গাছ কর্তন করে। এ ছাড়া লুটপাটে বাধা দিতে গিয়ে ৬৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধা চঞ্চলা সাহা দুর্বৃত্তদের প্রহারে গুরুতর আহত হয়েছেন।

● ১৫.৯.২০১০, ফেনী জেলার দাগনভুঁএ(া উপজেলার ফেরনিয়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সুরেশচন্দ্র দাসের স্ত্রী রেণু বালা দাস (৫০) মুসলিম দুর্বৃত্তদের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে।

● সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ থানা পুলিশ হেফাজতে, হিন্দু ব্যবসায়ী দীপক কুমার দাস পুলিশের নির্মম প্রহারে প্রাণ হারিয়েছে। গত নয় মাসে পুলিশ হেফাজতে দীপকের অনুকরণে ৯৫ জন সমগ্র বাংলাদেশে পুলিশি নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছে।

● ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ গভীর রাতে, নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার মীরাকুণ্ডি এলাকায় হিন্দু ধর্মীয় পরেশ সাধুর আশ্রমের নিরাপত্তা প্রহরী প্রদীপ মণ্ডলকে (২৮) গলা কেটে (জবাই করে) হত্যার চেষ্টা করে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রদীপকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

● ১ অক্টোবর ২০১০, গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জের বোয়ালিয়া সর্বজনীন কালীমন্দিরে নির্মিয়মান দুর্গা প্রতিমা স্থানীয় কতিপয় দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছে। এলাকার মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ করতে এলে সংঘর্ষ বেধে যায়। দুর্বৃত্তদের হামলায় স্থানীয় থানার ওসি সহ ৫০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত(দের প্রেপ্তার না করায় পৌর এলাকায় সমস্ত দুর্গাপূজা বয়কট করা হয়েছে।

● ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ গভীর রাতে, পিরোজপুর পৌরশহরে কাপুড়িয়া পট্টি এলাকায় হিন্দু বাসিন্দা মণিভূষণ সাহার জমির প্রাচীর ভেঙ্গে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাইন বোর্ড লাগিয়ে আওয়ামী লিগ কর্মীরা বসতঘর দখল করে নিয়েছে।

● ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০, রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মানিক জোড়া এলাকায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দা(ণ চাকমা (৫০) দুর্বৃত্তদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন।

● ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি(যুদ্ধে জীবনকে বাজী রেখে বীর মুক্তি(যোদ্ধা মোহনলাল বড়ুয়া যুদ্ধ করেছিলেন। শুধুমাত্র ধর্মে অমুসলমান হওয়ার কারণে, গত ৪০ বছরে তার সরকারী স্বীকৃতির মাধ্যমে তার সম্মানটুকু আজ পর্যন্ত পায় নাই। কক্সবাজার, রামু ও নাই(াংছড়ি সহ বিভিন্নস্থানে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে মোহনলাল বাবুর বয়স ৭৮ বছর বলে জানা গেছে।

● ১ সেপ্টেম্বর ২০১০, ঢাকা শহরে জন্মাষ্টমী উপল(ে সব ধরনের অনুষ্ঠান বিকেল পাঁচটার মধ্যে শেষ করতে হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষে(র জন্মদিন উপল(ে সমগ্র বি(ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পূজা, অর্চনা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিনটি পালন করে থাকে। শ্রীকৃষে(র জন্ম সময় গভীর রাতে হলেও ইসলামী জঙ্গী হামলার আতংকে ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হকের অনুরোধে বিকেল পাঁচটার মধ্যে জন্মাষ্টমীর সব ধরনের অনুষ্ঠান শেষ করতে হয়েছে।

● সম্প্রতি ব্রাহ্মণ বাড়িয়া সদর উপজেলার বিরামপুর গ্রামে এক হিন্দু পরিবারের ওপর মুসলিম দুর্বৃত্ত আশরাফ আলীর নেতৃত্বে হামলা ও জমি দখলের প্রতিবাদে এলাকার হিন্দুরা জেলা প্রশাসকের অফিসের সমানে ৩০ আগষ্ট বি(োভ প্রদর্শন করেছে।

● সম্প্রতি জয়পুরহাট সদর উপজেলার চকবরকত গ্রামে আদিবাসী ভূমিহীন কৃষককে খাস জমি থেকে উচ্ছেদ করতে, স্থানীয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের হামলায় এক আদিবাসী যুবক নিহত হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ৩০ আগষ্ট ২০১০ জয়পুরহাট জেলা শহরে ৬০০ আদিবাসী নারী, পু(ষ ও শিশু বি(োভ প্রদর্শন করেছেন।

● রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার গোপালপুর গ্রামের তিনশত আদিবাসীর যাতায়াতের রাস্তা জিন্নার রহমান কেটে তার জমির সাথে মিশিয়ে দেয়। ২২ আগষ্ট ১০, আদিবাসী নেতা মাইকেল টিপু মণ্ডলের নেতৃত্বে তিন শতাধিক আদিবাসী রাজশাহী—চাপাইনবাবগঞ্জ রাস্তা অবরোধ করার পর তাদের যাতায়াতের রাস্তা তিন মাস পর প্রশাসন তাদের ফেরত দিয়েছে।

● মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ঘর নির্মাণের প্রতিবাদে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলা সদরে প্রাচীনতম গোবিন্দজিউর মন্দিরে গত ২৭ আগষ্ট ১০ থেকে, পূজা অর্চনা বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় হিন্দুরা। জন্মাষ্টমীর উৎসব বর্জন করে শহরে বি(োভ প্রদর্শন করেন। ৪৭ শতক জমির মধ্যে ২৮ শতক জমি দুর্বৃত্তরা দখল করে নিয়েছে। মন্দিরের জমি দখল মুক্ত(না হওয়া পর্যন্ত আসন্ন দুর্গাপূজাসহ সমস্ত রকম পূজার্চনা বর্জন অব্যাহত থাকবে।

● ২২ আগষ্ট ১০ রাতে, কুস্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার কাজীপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সুজিত সিংহ রায়কে (৩৪) জবাই করে (গলা কেটে) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। উল্লেখ্য গত ১১ বছর পূর্বে তার কাকাতো ভাই রঞ্জিত কুমার সিংহ রায়কে দুর্বৃত্তরা দিনের বেলায় গুলি করে হত্যা করে। সুজিতের দাদা অসিত কুমার সিংহ রায় ৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির কুস্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

● ২১ আগস্ট ২০১০ রাতে, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার ঋষিপাড়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা ধীরেন্দ্রনাথ সুত্রধরকে (৪৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে, (াস(দ্ধ করে হত্যা করেছে। গত বেশ কিছু দিন যাবৎ ধীরেন্দ্রনাথকে দুর্বৃত্তরা বাড়ি বিক্রি(করে ভারতে চলে যাবার জন্য গোপনে চাপ সৃষ্টি করে আসছিল। দুর্বৃত্তদের আদেশ অন্যাথা হওয়ার কারণে ধীরেন্দ্রকে অকালে প্রাণ দিতে হলো। নিহতের স্ত্রী বাসন্তী রাণী সূত্রধর স্থানীয় থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

● ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ রাতে, সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার মালগ্রামে ৭টি হিন্দু আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের বসবাস। ওই দিন গভীর রাতে স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে আদিবাসীদের যাতায়াতের রাস্তা কেটে গভীর নালা সৃষ্টি করে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। গত ১০ আগস্ট আদিবাসী রাজেন্দ্রপাত্রের বাড়িতে দুর্বৃত্তর হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করেছে। স্থানীয় থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● সম্প্রতি রাঙামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার বেতবুনীয়া এলাকায় সৃজনী ট্রাস্ট স্কুল অ্যাণ্ড কলেজের নামে মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ মুছা চৌধুরী আদিবাসী ও হিন্দুদের (েশানের জমি দখল করে নিয়েছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মিলন কান্তি পালিত ১৩ আগষ্ট থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

● ১৪ আগষ্ট ২০১০ রাতে, বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার দুর্গম এলাকায় সংখ্যালঘু মিশু স্রোপাড়ায় একদল আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম সন্ত্রাসীদের হামলায় মোঃ নু(ল কবীর নামে এক মুসলিম যুবক নিহত ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লুইদুই ম্রো এবং তাদাই ম্রো গু(তর আহত হয়েছেন।

● ১৭ আগষ্ট ২০১০, সন্ধ্যায়, সাত(ীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার কলিয়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা পরিতোষ সরকারকে (২৮) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

● ৭ আগষ্ট ২০১০ রাজধানী ঢাকার পল্লবী এলাকায় সোনিয়া রিঙ্কি নামে এক ২৪ বছর বয়স্ক গৃহবধূকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। সোনিয়া খুলনা শহরের বাসিন্দা। ২০০১ সালে খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হন। ফার্ম গেট এলাকায় মুসলিম ব্যবসায়ীর সাথে তার বিবাহ হয়। মত বিরোধের কারণে স্বামী জাহির মিএ(া সোনিয়াকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। পুলিস এপর্যন্ত ঘাতক স্বামীকে গ্রেপ্তার করে নাই।

● সম্প্রতি রাঙামাটি জেলার রাজস্থলি উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শি(ক মুসলিম মোঃ ইদ্রিস মিয়া, উক্ত(স্কুলে কর্মরত আয়া আদিবাসী মহিলা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাইসুইয়া মারমার (৩৩) সম্ভ্রম লুট করেছে।

● ৩ আগষ্ট ২০১০, নওগা জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার নাকাইল মৌজায় ২ শতাধিক বছরের প্রাচীন বাসস্থান বাড়িঘর ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুট পাট করে ৫০টি আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে স্থানীয় আওয়ামী লিগের মুসলিম দুর্বৃত্তরা। হামলাকারীদের প্রহারে ৩৭ জন আদিবাসী গু(তর আহত হয়েছে। খোলা আকাশের নিচে শিশু ও নারী

নিয়ে অমানবিক জীবন যাপন করছে। আদিবাসী নেতা বিহুনাথ হেমব্রম এই পরিবারগুলির বাসস্থান ফিরিয়ে দেবার দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় থানার ওসি শহীদ সোহরাওয়ার্দী উল্টো হুমকি দিয়ে আদিবাসীদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেছে।

● ৪ নভেম্বর ২০১০ রাতে, সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সুরানন্দ দেবনাথকে (৪০) আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাকে হত্যা করে নলজুর নদীতে লাশ ফেলে দেয়। স্থানীয় পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে একটি খুনের মামলা দায়ের করেছেন।

● গত ২৬ বছর পটুয়াখালী খাদ্য দপ্তরে ঝাড়ুদার হিসাবে কাজ করে আসছিলেন কমল দাস নামে এক হিন্দু। আবেদন নিবেদন করেও তার চাকুরী স্থায়ী করণ করতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত ৫০ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে স্থায়ী চাকুরীর আশ্বাস পেয়ে সর্বস্য বিক্রি(করে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দেয়। শেষ মুহূর্তে দেখা যায়, তার স্থলে অন্য এক মুসলিম যুবককে স্থায়ী পদে নীয়োগ করা হয়েছে। হতাশায় বঞ্চিত কমল২৮ অক্টোবর ২০১০, অফিসের মধ্যে বিষ পানে আত্মহত্যা করেন।

● ৩০ অক্টোবর ২০১০, তুচ্ছ বিবাদের কারণে মোটর সাইকেল চাপা দিয়ে হত্যা করলো ৭০ বছর বয়স্ক এক হিন্দু বৃদ্ধকে। বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার মহিষা গ্রামের বাসিন্দা নিকুঞ্জ রঞ্জন ঋষি দাসকে দ্রুত গতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে এসে সজোরে পিছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে হত্যা করে কাওসার মিয়া।

● ১৫ অক্টোবর ২০১০, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার খলাহাটি পূজামণ্ডপে পুলিশের লাঠিচার্জে ১৬ হিন্দু আহত হয়েছে। এস আই খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশ নারী, শিশু ও পুরোহিতের ওপর হঠাৎ লাঠি চার্জ শু(করে। স্থানীয় হিন্দুরা প্রতিবাদে পূজা বন্ধ করে দেয়। কালো কাপড় দিয়ে প্রতিমা ঢেকে দিয়ে শহরে বি(োভ মিছিল করে। দোষী পুলিশদের উত্ত(থানা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

● ১৫ অক্টোবর ২০১০, ভোরে মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়ার পথে, ফেনি জেলার পৌর এলাকার দ(িণ সহদেবপুর গ্রামের হিন্দু মহিলা জ্যোৎস্না রানী শীলকে (৫৮) মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ১৫ অক্টোবর ২০১০, ঢাকা শহরে ৩৮নং টিপু সুলতান রোডে অবস্থিত শঙ্খনিধি মন্দিরে আয়োজিত হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। সুত্রাপুর থানার ওসি নজ(ল ইসলাম তুচ্ছ ঘটনাকে অজুহাত করে মন্দিরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার হিন্দুদের মনে তীব্র (োভ দেখা দিয়েছে।

● ২ নভেম্বর ২০১০, গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার হিজলা গাড়ী কুমার পাড়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা কালীপদ পালের বাড়ীতে প্রতিবেশী মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। খাজা খলিল মিয়ার নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা অবাধ লুটপাট চালায়। মন্দিরে ঢুকে উপাস্য ল(ী প্রতিমা ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয়, এতে মন্দির পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হামলাকারীদের প্রহারে নবানু বিকাশ পাল (৪৫), শান্তি রানী পাল (৪২) আলো রানী পাল (১৮) ফেলানী রানী পাল (১৫) এবং কালীপদ পাল গু(তর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

● ৯ নভেম্বর ২০১০, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার মুড়াপাড়া বনিয়াদি হিন্দু ঝরিপাড়ায় শ্রীশ্রীকালীমন্দিরে স্থানীয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। পার্শ্ববর্তী মঙ্গলখালী গ্রামের মোঃ শাহীন ও মোঃ সুজনের নেতৃত্বে প্রতিমা ভাংচুর, লুটপাট সহ বেদম প্রহারে হিন্দুভক্ত(কেশবচন্দ্র দাস, শ্রীমতি মালা রানী দাস ও শ্রীমতি রেণু বালা দাস গু(তর আহত হয়েছেন।

● ১৮ নভেম্বর ২০১০, বরিশাল জেলার সদর উপজেলার রাজরামচর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা অনুকূল চন্দ্র বাইনের বাড়িতে মুসলিম দুর্বৃত্ত ও স্থানীয় জামায়েত ইসলামী নেতা হাতেম আলী শিকদারের নেতৃত্বে হামলা সংগঠিত হয়। হামলাকারীরা বাড়ি, ঘর, ভাংচুর, লুটপাটসহ গৃহকর্তা অনুকুলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরতর জখম করে।

● ১০ নভেম্বর ২০১০, নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর পারবর্তী গ্রামের হিন্দু বিধবা মায়ের এক মাত্র সন্তান বনধন মজুমদারকে (১৭) মুসলিম দুর্বৃত্তরা পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। স্থানীয় থানা একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। হত্যাকারী মোঃ সেলিম (৩২) মোঃ মফিজ উল্লা (২৫) মোঃ আনোয়ার হোসেন (২২) সহ অন্য হত্যাকারীরা সবাই (মতাশীল দলের অঙ্গ সংগঠন যুবলিগের সদস্য বলে জানা গেছে।

● সম্প্রতি রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার কাঙারছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সুগন্ধী ভূষণ চাকমাকে আগ্নেয়াস্ত্রধারী ইসলামী সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

● সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার সামনের খালী গ্রামে আদিবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ওপর আওয়ামী লিগ পোষ্য মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট সহ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। হামলাকারীদের প্রহারে সুমালি তরিপুরা, খোকন তরিপুরা ও শ্রীমতি মনিমালা তুরিপুরা গু(তর আহত হয়েছেন।

● ২২ নভেম্বর ২০১০, চট্টগ্রাম জেলা শহর নাসিরাবাদের বায়জেদি থানার রাকৌবাদ এলাকায় দেবদাস হাওলাদার (২৮) নামে এক হিন্দু যুবককে মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

● ২০ নভেম্বর ২০১০, সকাল ৯ টায়, শেরপুর জেলার নকলা উপজেলা শহরে উত্তর বাজার এলাকায় হিন্দু ব্যবসায়ী শম্ভু পোদ্দারের বাড়ী এবং দোকানে স্থানীয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টির (বি. এন. পি.) নেতাও মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ কামালের নেতৃত্বে হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা আগুন দিয়ে দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে। বসতবাড়িতে ঢুকে প্রতিমা ভাংচুর সহ লুটপাট করেছে।

● ১৯ নভেম্বর ২০১০, গভীর রাতে, লালমণির হাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার পূর্ববেইজ গ্রামে শতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু মন্দিরে মুসলিম দুর্বৃত্তরা আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। মন্দিরে পূজিত দেব মূর্তি ও ভাংচুর করেছে। মন্দির কমিটির সভাপতি দিলীপ কুমার সিংহ স্থানীয় থানায় এবিষয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

● ১৯ নভেম্বর ২০১০ সকালে, রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার শালজোর গ্রামের মহা(শ্মশানে হিন্দু মহিলা ননীবালা সরকার (৮৫) নামে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ দাহ করতে গেলে, আওয়ামী লিগের পোষা মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ আশরাফুল ইসলাম তার দলবল নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় ননীবালার মৃতদেহ ৮ ঘণ্টা পর দাহ করা হয়।

● ১৮ নভেম্বর ২০১০ সকালে, গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার পূর্বছাপড়াহাট গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা গোকুলচন্দ্রের বাড়িতে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। স্থানীয় দুর্বৃত্ত মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের সশস্ত্র দল গোকুলের বসত বাড়িতে হামলা চালিয়ে দুটি ঘর সহ মন্দির ও প্রতিমা ভাংচুর করেছে। হামলাকারীদের বেদম প্রহারে উত্ত(পরিবারের ৫ ব্যক্তি(গু(তর আহত হয়েছেন।

● ২৬ ও ২৮ নভেম্বর ২০১০ রাতে, মুন্সীগঞ্জ জেলার তিন মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে হিন্দু মন্দিরের সম্পত্তি লুট পাট করেছে। মিরকাদিম উত্তর মুরমা শ্যামসুন্দর আখড়া, টঙ্গীবাড়ির আবদুল সুনাপুরে লোকনাথ মন্দির ও (শ্মশান মন্দির থেকে আনুমানিক তিন লাখ টাকার মালপত্র দুর্বৃত্তরা লুট করে নিয়ে গেছে।

● ২৭ নভেম্বর ২০১০ রাতে, রংপুর জেলা শহরে রংপুর সরকারী কলেজের পিওন হিন্দু তপন ভট্টাচার্যকে (৩৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত নির্মমভাবে হত্যা করে তার লাশ রংপুর মেডিকেল কলেজের পিছনে ফেলে রেখে যায়।

● খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলার ২৫ আদিবাসী ও পানছড়ি উপজেলায় ২৯ পরিবার অশান্ত পরিস্থিতির কারণে, প্রাণভয়ে ১৯৮৬ সালে ভারতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ১৯৯৩ সালে মাতৃভূমির টানে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু দীর্ঘ ১৭ বছর পরও বাংলাদেশ সরকার সর্বস্য হারানো ৫৪টি পরিবারকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে নাই। ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী হিসাবে কোন রূপ স্বীকৃতিও দেয় নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে অমুসলিম শরণার্থী সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রতারণার খেলায় নেমেছে।

● ২৬ নভেম্বর ২০১০ সকালে, সাত(ীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার কদমতলা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সুরেন রায়ের এর জমিতে হামলা চালিয়ে, সাত বিঘা জমির পাকা ধান স্থানীয় এম পির ভাগ্নে ফজলুল হকের নেতৃত্বে লুট করে নিয়েছে। উক্ত(এম পি বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির বলে জানা গেছে।

● ২০ নভেম্বর ২০১০, নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার হরিশপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা আনন্দ কুমার ঘোষের মেয়ে কলেজ ছাত্রী সাথী রানী ঘোষকে (১৭) আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে মুসলিম দুর্বৃত্ত মেহেদী হোসেন, আবদুর রাজ্জাক, মোঃ অঞ্জু মিয়া ও তার দলবল অপহরণ করে নিয়ে গেছে। পুলিশ এখন ও অপহৃতাকে উদ্ধার করতে পারে নাই।

● ১৭ অক্টোবর ২০১০ সন্ধ্যায়, গাজীপুর জেলা শহরে মধ্যপাড়া দুর্গাপূজা মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারী ইমরান হোসেনকে (১৩) পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাস্থলে আনসার সদস্য জাহাঙ্গীর আলম (১৮) ও আজগর আলী (১৯) আহত হয়েছেন। অন্যদিকে ওই রাতে সদর উপজেলার পদ হারবাইন এলাকায় পূজা মণ্ডপে হাঙ্গামা করার অভিযোগ শাখাওয়াত হোসেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

● ১৬ অক্টোবর ২০১০ সন্ধ্যায়, ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলার বিন্দুভাঙ্গী গ্রামে পূজামণ্ডপে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে হিন্দু ভক্ত(দের মারধোর, ভাঙ্গচুর ও লুটপাট চালায়। ১৮ অক্টোবর পুনরায় দুর্বৃত্তরা হিন্দু পরিবারগুলির ওপর ব্যাপক হামলা করেছে। এ বিষয়ে স্থানীয় থানার একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ১৬ অক্টোবর ২০১০ রাতে, রাঙামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার গাহিন্দা ইউনিয়ন পরিষদের ৬নং ওয়ার্ডের সদস্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আদিবাসী সুগন্ধী তঙ্গ্যাকে (৪২) আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে।

● ১৩ নভেম্বর ২০১০, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর গ্রামের দলিত হিন্দু পরিবারের ওপর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। বিনোদ ঋষি ও হরিপদ ঋষির দুটি ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। ৫টি ঘর ভাংচুর করেছে। দশটি হিন্দু পরিবারের সর্বস্য লুট করে নিয়েছে। দুর্বৃত্তদের প্রহারে ১৫ জন হিন্দু গু(তর আহত হয়েছেন। হামলায় নেতৃত্বদানকারী আবু সঈদ স্থানীয় আওয়ামী লিগ নেতা বলে জানা গেছে। স্থানীয় থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ২১ নভেম্বর ২০১০, খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার পলাশপুর এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসী কিশোরী বসতী ত্রিপুরাকে (১৬) সম্ভ্রম লুণ্ঠনের পর মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

● ৮ নভেম্বর ২০১০ বিকালে, পাঁচ বছর বয়সী আদিবাসী শিশু সোহাগী কিসকু খেলা করার সময় তাকে এক মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। জয় পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার শ্রীমন্তপুর গ্রামের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দোলাতুষ কিসকুর মেয়ে সোহাগী। দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত(এলাকা থেকে আদিবাসীদের নিজ জমি থেকে উচ্ছেদ ও দেশ থেকে বিতাড়নের এক নোংরা চক্র(ান্ত চালিয়ে আসছে স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড চক্র(ান্ত এবং ষড়যন্ত্রের একটি অঙ্গ বলে এলাকাবাসীর ধারণা।

● পুলিশের মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে বিজয় (দ্র নামে এক ৫০ বছর বয়স্ক হিন্দুকে। উক্ত(ব্যক্তি(চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার বাজালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটার্স ফাউণ্ডেশনের প্রধান অভিযুক্ত(বিজয়ের প(ে আইনি লড়াই শু(করেছেন।

● ২৩ ডিসেম্বর ২০১০ রাতে, রাজশাহী বি(বিদ্যালয়ের শি(ক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক, হিন্দু আনন্দ কুমার সাহাকে ইসলামী সন্ত্রাসীরা প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছে। স্থানীয় থানায় এ বিষয়ে একটি জিডি করা হয়েছে।

● ৮ ডিসেম্বর ২০১০ রাতে, রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার জলবার গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বি(েনাথ সরকারের পুকুর থেকে দুই লাখ টাকা মূল্যের মাছ স্থানীয় সশস্ত্র কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত লুট করে নিয়েছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১০ সন্ধ্যায়, হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার আউলিয়াবাদ আর কে উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর মেধাবী হিন্দু ছাত্র নিলয় চক্র(বর্তীকে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

● যে কোন মুহূর্তে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড এলাকায় অবস্থিত হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী স্বয়ম্ভুনাথ এবং বি(পা(মন্দির পাহাড় ধসে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কারণ স্থানীয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত পাথরের অভ্যন্তরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথর ভেঙ্গে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের একাংশের গোপন সহযোগিতায় তারা পাথর লুট করছে।

● ৭ ডিসেম্বর ২০১০, দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ির (থাকাকুর পাড়ায়) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত সশস্ত্রভাবে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী আদিবাসীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা বাড়ি ঘর ভাংচুর, গ(, ছাগল, নগদ টাকা, ধান, চাল, মোবাইল ফোন লুট করে নিয়েছে। বড় দিন উপল(কেনা জামা কাপড় লুট করে নিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। দুর্বৃত্তদের প্রহারে লুইস মুরমু, সতরী আন্না, মারাণ্ডি, মারসলিপি মুরমু, শিউলি মুরমু, কৃষ্টফার মুরমু, বেনেডিক মু(মু ও সতরী সেলিনা হেমব্রম গু(তর আহত হয়েছে। এ ঘটনায় ঘোড়াঘাট থানায় ১৮ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। হামলায় নেতৃত্বদানকারী জাহাঙ্গীর আলম সহ অভিযুক্ত(দের পুলিশ এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করে নাই।

● ৬ ডিসেম্বর ২০১০, হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার বেজুয়া গ্রামের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা, পিতলের একটি ৪ ইঞ্চি কালী মূর্তি, ৬ ইঞ্চি রামগোপাল মূর্তি, ও দুটি শালগ্রাম শিলা দুর্বৃত্তরা লুট করে নিয়ে গেছে। মন্দিরের পূজারী বিষু(রঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্থানীয় থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

● ১১ ডিসেম্বর ২০১০, নড়াইল পৌর এলাকার হিন্দু ব্যবসায়ী সঞ্জয় দত্তকে (২২) তার ব্যবসায়ীক অংশীদার এনামূল মৃধা (২৬) বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে গলা কেটে (জবাই করে) হত্যা করেছে।

● যে কোন সময় ৬৩ টি আদিবাসী খাসিয়া পরিবার উচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে তাদের বাসস্থান থেকে। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার নাহার খাসিয়া পুঞ্জিতে গত তিন দশক যাবৎ ইজারা নিয়ে ৪০০ একর জমিতে তারা বসবাস ও চাষ আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এখন বাংলাদেশ বনবিভাগ তাদের উচ্ছেদ করে দিয়ে স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে উক্ত(জমি ইজারা দিতে চাইছে বলে আভিযোগ।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১০, রাজধানী ঢাকা শহরে রাজার বাগ এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩০০ বছরের প্রাচীন শ্রীশ্রীবরদেশ্বরী মন্দিরে দরজার তালা ভেঙ্গে সতের লাখ টাকার সম্পত্তি মুসলিম দুর্বৃত্তরা চুরি করে নিয়েছে। স্থানীয় পুলিশ প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করতে স্থানীয় হিন্দুদের ওপর দোষ চাপাতে চাইছে।

● ২২ ডিসেম্বর ২০১০, রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত তিনশত বছরের প্রাচীন জয়কালী মন্দিরের তালা ভেঙ্গে পাঁচ লাখ টাকার সম্পদ কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত চুরি করে নিয়ে গেছে।

● ৯ জানুয়ারি ২০১১, ঢাকা শহরে চকবাজার থানায় অবস্থিত হিন্দুদের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ঢাকেশ্বরী মন্দিরের তালা ভেঙ্গে সাড়ে চারলাখ টাকার সম্পত্তি কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত চুরি করে নিয়ে গেছে,।

● ২৪ ডিসেম্বর ২০১০, চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার পরোশা উপজেলার মুরশিদপুর গ্রামে দেবোত্তর সম্পত্তিতে অবস্থিত আদিবাসী হিন্দু মন্দির মুসলিম দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আদিবাসী গ্রাম প্রধান বৈদ্যনাথ মুরমু ওই গ্রামের মুসলিম দুর্বৃত্ত ইউনুস আলী, রফিকুল ইসলাম সহ পাঁচ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেছেন।

● বাড়িতে রামায়ণ পালা কীর্ত্তন গান নিয়ে পরিবারের সবাই ব্যস্ত থাকার মধ্যেই, (বী রানী সরকার নামে এক ১৫ বছরের হিন্দু নাবালিকাকে ৩ ডিসেম্বর ২০১০, অপহরণ করে নিয়ে গেছে। রাত্রি ১১টায় এঘটনা ঘটেছে নেত্রকোণা জেলা পৌরশহরে। এলাকার চিহি(ত মুললিম দুর্বৃত্ত জামাল উদ্দিন ও রবি মিয়া অপহরণের পর সম্ভ্রম লুণ্ঠন করেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং-৭ তারিখ ৫.১২.২০১০। দণ্ডাবিধি ৯ (৩) মহিলা শিশু নির্যাতন বিরোধী আইন ২০০৩। নেত্রকোণা থানা, বাংলাদেশ। সংবাদ সূত্র ঃ বাংলাদেশ মাইনোরিটিস ওয়াচ।

● ১৯ ডিসেম্বর ২০১০, নিপারানী ব্যানার্জী (১৭) নামে এক হিন্দু নাবালিকা অপহরণের ঘটনা তদন্ত করতে যেয়ে পুলিশের হাতে শারিরীকভাবে নিগৃহীত হলেন মানবাধিকার কর্মীরা। বাংলাদেশ মাইনোরিটিস ওয়াচের সভাপতি এ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ, গে-াবাল হিউম্যান রাইটস ডিফেন্সের গণেশ রাজবংশী ও অপূর্ব রায় ঘটনাস্থলে তদন্তে গেলে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া থানার ও সি মোঃ শওকত আলী তাদের নিগৃহীত করেন ও ভিডিও ক্যামেরা বলপূর্বক কেড়ে নেয়। সংবাদে প্রকাশ হিন্দু নাবালিকা নিপা রানী ব্যানার্জী স্কুল থেকে ফেরার পথে স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ সুমন (২৬), মোঃ সফিকুল ইসলাম বকুল (৪০) ও মোঃ সেলিম (২৭) আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃতার পরিবার থানায় অভিযোগ জানালে, পুলিশ অপহরণকারীদের হয়ে ওকালতি শু(করে। মানবাধিকার কর্মীরা অভিযোগ জানিয়ে কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না।

● ১৯ ডিসেম্বর ২০১০, গভীর রাতে, কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার হাইটুপী এলাকায় আদিবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মং মং রাখাইন ও আধযু রাখাইনের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র ধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলা কারীরা ওই দুই বাড়ি থেকে পাঁচ ল(াধিক টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

● খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলায় জনবসতি পূর্ণ এলাকা সংর(িত বনাঞ্চল ঘোষণা করেছে। পরিকল্পিতভাবে এ ঘোষণার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসা আদিবাসীদের তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ৮ শতাধিক আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ আতংকে দিন কাটাচ্ছে।

● ৬ ডিসেম্বর ২০১০, ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুর থানার কৃষ(পুর গ্রামের হিন্দু যুবক রাজীব রায় (২২) আওয়ামী লিগ আশ্রিত মুসলিম দুর্বৃত্তর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। নিহতর বাবা সুভাষ রায় ১৯৭১ সালে মুক্তি(যুদ্ধের একজন বীর মুক্তি(যোদ্ধা।

● বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অমুসলিম উপজাতিদের জমি স্থানীয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা দখল করে নিয়েছে। ৬০০০ একরের বেশী জমি, বসতভিটা, শ্মশান, চাষের ও মন্দিরের জমি জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছে। রংপুরের পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ, কাউনিয়া, দিনাজপুরের বীরগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ফুলবাড়ী, কাহারোল, বিরল, পার্বতীপুর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট, রাজশাহীর গোদাগাড়ী, তানোর, চাপাই নবাবগঞ্জের নাচোল, বগুড়ার ধুনট, সরিয়াকান্দি, শেরপুর শিবগঞ্জ, নওগার মহাদেবপুর, সাপাহার, পোরসা, ধামইরহাট, পত্নীতলা, সিরাজগঞ্জের তারাশ, রায়গঞ্জ, পাবনার চাটমোহর, ঈশ্বরদী, নাটোর সদরের সিংড়া, গু(দাস পুর, নীলফামারীর ডোমার, ঠাকুরগায়ের পীরগঞ্জ, রানীসংকৈল, হবিপুর, জয়পুর হাটের পাঁচবিবি, সর্বত্র দুর্বৃত্তদের ভূমি আগ্রাসনের ফলে অসহায় হাজার হাজার উপজাতি বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসছে। উত্তর বাংলাদেশের ১৬ জেলায় ত্র(মহ্রাসমান আদিবাসীদের সংখ্যা। ১৫ লাখে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র সোরেন এক বিবৃতিতে-এ তথ্য জানিয়েছেন।

● ১০.১.২০১১ সিলেট জেলার ওসমানী নগর উপজেলার গরামতলা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা, অনিলচন্দ্র গুপ্ত ও সুনীল গুপ্ত, তিন ভাইয়ের অর্দ্ধকোটি টাকার সম্পত্তি জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছে। কালাসরা মৌজার ১০৪১ নং খতিয়ানের ১১০১ নং দাগের দশ শতক ভূমির মধ্যে ৬ দশমিক ৬৬ শতক ভূমি স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ও বিএনপি নেতা সুনাফর আলী ও তার ভাই আজকের আলী জীবিতকে মৃত দেখিয়ে জাল দলিল তৈরী করে, পরবর্তী সময়ে ভূমি পেশী শক্তি(বলে দখল করে নিয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ করেছে।

● ১০.১.২০১১ ঢাকা শহরে ফারমগেট এলাকার ১৬/এফ ইন্দিরা রোডে বসবাসকারী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী এবং তিনতলা ভবনের মালিক ভারজিনিয়া রোজারিও (৬০) ভয়টনেটাইন রোজারিও (৬০) ভয়ালনেটাইন রোজারিও (২৮) মা ও ছেলেকে গলা কেটে (জবাই করে) হত্যা করেছে। দীর্ঘদিন যাবত তিনতলা ভবন থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করার ল(্যে স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা হুমকি দিয়ে আসছিল বলে জানা গেছে।

● ৯.১.২০১১, ঢাকা শহরে গেনডারিয়া এলাকায় হিন্দু বাসিন্দা বিভূতি রঞ্জন দাস (৪৫) বাড়িতে সশস্ত্র তিন মুসলিম দুর্বৃত্ত বেলা ১২ টায় হামলা চালিয়েছে। হামলা কারীরা দীপক দাস শুভকে (৮) হাত-পা বেঁধে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছে। তার পিতা বিভূতি রঞ্জন দাস বাবলুকে (৪৫) গলা কেটে (জবাই করে) হত্যার চেষ্টা করে। গু(তর আহত অবস্থায় বিভূতি রঞ্জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

● ৬, ৭, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১, গাজীপুর (জয়দেব পুর) জেলা শহরে বাহাদুরপুর রোভার স্কাউট ট্রেনিং সেণ্টারে আহামদীয়া মুসলিম জামাতের ৮৭ তম ধর্মীয় জলসা, মুসলিম মৌলবাদীদের হুমকিতে প্রশাসন বন্ধ করে দিয়েছে। প্রশাসনিক সমস্ত রকম অনুমোদন ও বাতিল করে দিয়েছে।

● ৫ জানুয়ারী ২০১১, ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার বাকুয়া গ্রামের দরিদ্র হিন্দু বাসিন্দা মানদেহেন সিংয়ের কিশোরী কন্যা মমতা রানী সিংহকে সন্ধ্যা ৭ টার সময় অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরকারী মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ বেল্লাল, মোঃ সাদ্দাম ও মোঃ কবির কিশোরীর সম্ভ্রম লুটের পর কিশোরীকে অজ্ঞান অবস্থায় ফাঁকা মাঠে ফেলে রেখে যায়। (B.D.M.W)

● ৫ জানুয়ারী ২০১১ কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা গু(পদ দাসের স্ত্রী রূপালী রানী দাস (২৫) স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্তদের দ্বারা গণ সম্ভ্রম লুটের শিকার হয়ছেন। এ ঘটনার ১০ দিন পর পুলিশ মামলা রেকর্ড করেছেন এবং প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করতে চাইছে। অভিযুক্ত(মোঃ বাদল মিয়া (৩০), মোঃ সোরহাব মিয়া (৬৫), মোঃ পরেশ মিয়া (৩৫), মোঃ ইদু মিয়া (৩০), মোঃ আলমগীর মিয়া (২৬) মোঃ দুলাল মিয়া (২৬) মোঃ আনোয়ার মিয়া (৪০), মোঃ তারিকুল মিয়া (২৮) প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে এবং অভিযোগকারিণী রূপালী রানী দাসকে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য হুমকি দিচ্ছে। (B.D.M.W)

● ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১ রাতে চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার শ্রীপুর তারাস্বাঘাট জেলে পাড়ায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সরস্বতী পূজা প্যাণ্ডেলে স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চলিয়েছে। মোঃ ইব্রাহিমের নেতৃত্বে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হামলায় মহিলা ও শিশুসহ ১০ জন হিন্দু গু(তর আহত হয়েছেন। পুলিশ অপরাধীদের বি(দ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

● ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১, ভোর ৪ টায়, ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানার কদমতলী এলাকায় মুসলিম দুর্বৃত্তদের হামলায় বিপুল রায় (৩৫) নামে এক হিন্দু প্রাণ হারিয়েছে। কানাইলাল রায় ও গোপালচন্দ্র রায় গু(তর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পুলিশ এ বিষয়ে নিষ্ি(য় ভূমিকা পালন করেছেন।

● ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১, সন্ধ্যায়, বাংলাদেশ হিন্দু মনিপুরি মহিলা সমিতির সভানেত্রী এস রীনা দেবীর বাসস্থানে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় তার পরিবারের ৫ সদস্য গু(তর আহত হয়েছেন। পুলিশ এ বিষয়ে উদাসীন বলে জানা গেছে।

● ১ জানুয়ারী ২০১১ সন্ধ্যায়, ঢাকা শহরে তাতিবাজার এলাকায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী হিন্দু রাজীব চন্দ্র দাসকে মুসলিম দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে। পুলিশ হত্যাকারীদের আড়াল করতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

● ১ জানুয়ারী ২০১১ রাতে, পুরান ঢাকার সুত্রাপুর এলাকায় হৃষিকেষ দাস রোডে অবস্থিত হিন্দুদের ধর্মীয় কালী ও শিব মন্দিরের তালা ভেঙ্গে সোনা ও রূপা সহ তিন লাখ টাকার সম্পত্তি মুসলিম দুর্বৃত্তরা চুরি করে নিয়ে গেছে।

● সম্প্রতি নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুরে কমিউনিস্ট নেতা মনি সিং-এর মৃত্যু বার্ষিকী উপল(মেলায় আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। প্রাক্ত(ন সংসদ সদস্য জালাল তালুকদারের নেতৃত্বে হামলা কারীরা গুলি ছুঁড়তে থাকে। নির্বিচারে নারী, শিশু সহ সবাইকে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করতে থাকে।

● ৩ জানুয়ারী ২০১১, ভোলা জেলার লালমোহন পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সাংসদ নূরনবী চৌধুরী তার

পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবার জন্য সংখ্যালঘু হিন্দু ভোটারদের ভয় ভিতি প্রদর্শন করেছেন বলে অভিযোগ। এলাকার সংখ্যালঘু নেতা, ব্যবসায়ীদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রার্থী এমদাদুল ইসলামকে ভোট না দিলে এই এলাকায় হিন্দুদের ওপর অশান্তি নেমে আসতে পারে।

● ১০ জানুয়ারী ২০১১ গভীর রাতে, নড়াইল জেলা সদর উপজেলার শেখহাটি গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী মায়ের মন্দিরের তালা ভেঙ্গে আনুমানিক দুই লাখ টাকার সম্পত্তি মুসলিম দুর্বৃত্তরা চুরি করে নিয়ে গেছে।

● ১ জানুয়ারী ২০১১ রাতে, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার কায়রানী চর এলাকায় হিন্দু শি(ক লোকনাথ দাস ও স্বপ্নারানী দাসের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা এই দুই বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার সহ চার লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

● ১ জানুয়ারী ২০১১ সন্ধ্যায়, ঢাকা শহরে তাতিবাজার এলাকায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী হিন্দু রাজীবচন্দ্র দাসকে মুসলিম দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে। পুলিশ হত্যাকারীদের আড়াল করতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

● ১ জানুয়ারী ২০১১ রাতে, পুরান ঢাকার সূত্রাপুর এলাকায় হৃষিকেষ দাস রোডে অবস্থিত হিন্দুদের ধর্মীয় কালী ও শিব মন্দিরের তালা ভেঙ্গে সোনা ও রূপা সহ তিন লাখ টাকার সম্পত্তি মুসলিম দুর্বৃত্তরা চুরি করে নিয়ে গেছে।

● ১ জানুয়ারী ২০১১, সাত(রা জেলার সাত(রা সদর উপজেলার শ্রীমন্তকাটি গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা মৎসজীবি ভবনাথ বি(াস (৩৮) আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্তদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন।

● ১৮ জানুয়ারী ২০১১, গভীর রাতে, ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলা সদরে পাশাপাশি অবস্থিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরে মুসলিম দুর্বৃত্তরা চুরি করেছে। ছিলাধরকর (শান রাধাকৃষ(মন্দির, কালী মন্দির ও মনসামন্দিরের লোহার গ্রীল কেটে তিন ল(াধিক টাকার সম্পত্তি চুরি করে নিয়ে গেছে। স্থানীয় পুলিশ এ বিষয়ে নির্বিকার বলে জানা গেছে।

● ১৮ জানুয়ারী ২০১১, রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলার লতি বাঁশছড়া গ্রামের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বিত্র(ম চাকমাকে (৩৬) আগ্নেয়াস্ত্র ধারী মুসলিম দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে।

● ১৯ জানুয়ারী ২০১১ বেলা ১০ টায়, জয়পুর হাট জেলার কালাই পৌর এলাকার হিন্দু ব্যবসায়ী উত্তম কুমারকে মুসলিম দুর্বৃত্ত রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে বেদম প্রহার করা হয়েছে। উত্ত(দুর্বৃত্ত (মতাসীন আওয়ামী লীগ দলের অঙ্গ সংগঠ যুব লীগের কালাই পৌর এলাকার সভাপতি বলে জানা গেছে। আহত উত্তমকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় থানায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ১৩ জানুয়ারী ২০১১, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা পৌর এলাকায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর (মতাসীন আওয়ামী লীগ কর্মীরা ব্যাপক নির্যাতন চালিয়েছে। বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউণ্ডেশনের প্রধান নির্বাহী এলিনা খান এ বিষয়ে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেছেন।

● ২২ জানুয়ারী ২০১১ গভীর রাতে, গাজীপুর (জয়দেবপুর) জেলার কাপাসিয়া শহরে মনিহার জুয়েলার্সে আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিমরা হামলা চালিয়ে লুঠ করে নিয়েছে। উত্ত(জুয়েলার্সের বর্তমান মালিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী জীবন ভৌমিক ও স্বপন ভৌমিক জানিয়েছেন আনুমানিক এক কোটি ৬২ লাখ টাকার সম্পদ লুট করেছে। স্থানীয় থানায় এবিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

● ২০ জানুয়ারী ২০১১, চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গোদাগাড়ী এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী আদিবাসীদের ওপর সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্তরা ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। দরিদ্র আদিবাসীদের ঘরের টিন ও খুঁটি লুট করে নিয়েছে। প্রতিবাদে আদিবাসীরা চাপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী রাস্তা অবরোধ করে কয়েকশত আদিবাসী বি(োভ প্রদর্শন করেছে।

● ২৩ জানুয়ারী ২০১১ গভীর রাতে, নারায়ণগঞ্জ জেলা শহরে কালীর বাজার সিরাজদৌল্লাহ রোডে অবস্থিত হিন্দু

ধর্মাবলম্বীদের কালী মন্দিরে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হানা দিয়ে আনুমানিক দশ লাখ টাকার সোনা ও রূপার অলংকার চুরি করে নিয়ে গেছে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত চুরির মাল উদ্ধার এবং দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করতে পারেন নাই।

● ২৬ জানুয়ারী ২০১১ গভীর রাতে, নারায়ণগঞ্জ জেলা শহরে শীতল(া এলাকায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সত্য নারায়ণ জিউর মন্দিরে মুসলিম দুর্বৃত্তর হানা দিয়ে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা মূল্যের সোনা, রূপা, তামা, পিতল, কাসা চুরি করে নিয়ে গেছে।

● ১ ফেব্রুয়ারী ২০১১ গভীর রাতে, মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ি উপজেলার বেউড়াপাড়া গ্রামের হিন্দু দম্পতি সুদেব দাস (৪০) ও কাঞ্চনী রানী দাসকে (৩২) মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। কাঞ্চনীর নীথর দেহ বিছানায় পড়ে ছিল। এলাকাবাসীর সন্দেহ উক্ত(দম্পতিকে ধ্বাস (দ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে।

● একশত বেত্রাঘাতে অসহ্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল হেনা বেগম (১৪) নামে এক মুসলিম কিশোরী। যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে সে। শত শত মানুষের উপস্থিতিতে এ ঘটনা ঘটেছে। প্রত্য(করেছে সবাই, কিন্তু মেয়েটিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে নাই কোন মানুষ। শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার চামটা গ্রামের দরিদ্র কৃষক দরবেশ খাঁর মেয়ে গত ২৮ জানুয়ারী ২০১১ সন্ধ্যায় চাচাতো ভাই মাহাবুবের (৪০) ধর্ষনের শিকার হয়। ঘটনা জানাজানি হলে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, মাদ্রাসা শি(ক, মসজিদের ইমাম ও সমাজপতিরা বিচারে শাস্তি নির্দ্ধারণ করেন, ধর্ষককে ১০০ দোররা (বেত্রাঘাত)। ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। ধর্ষিতাকে ১০০ দোররা (বেত্রাঘাত)। পিতামাতা গ্রামের মানুষের সম্মুখে শু(হয় যন্ত্রণাদায়ক বেত্রাঘাত। হেনার গগণভেদী আর্তনাদে এগিয়ে এলেন না কেউ। কয়েক ঘণ্টা বাদেই হেনার মৃত্যু হলো। কুৎসিত সমাজ থেকে মুক্তি(পেলো, ইসলাম র(ার নামে আর কত দিন মুসলিম সমাজের অসহায় মানুষদের অমানবিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?

● ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০১১, বান্দরবান জেলার নাই(াংছড়ি উপজেলার শিলেঝিড়ি পাড়ায় একটি খামারে কর্মরত অবস্থায়, সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এক গৃহবধু মুসলিম দুর্বৃত্তদের গণ সম্ভ্রম লুটের শিকার হয়েছেন। আদিবাসী গৃহবধু (২২) তিনবছর বয়স্ক সন্তানকে নিয়ে কাজ করছিলেন। এমন সময় পাঁচ মুসলিম দুর্বৃত্ত বলপূর্বক পালাত্র(মে সম্ভ্রম লুট করে। এর পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ওই গৃহবধুকে হত্যার চেষ্টা করে। অস্ত্রের আঘাতে তার ডান হাত কেটে গিয়েছে। (তস্থানে চিকিৎসক গোলাম কিবরিয়া আটটি সেলাই করেছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০১১, রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার তিনটিলা গ্রামের সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাসিন্দা সূর্য চন্দ্র চাকমাকে মুসলিম দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। স্থানীয় লংগদু থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ রাতে, টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলা সদরে কাকলী বিতান নামে একটি হিন্দু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে পাঁচ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়েছে।

● ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১১ রাতে, রাজশাহী বি(বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক হিন্দু মহেন্দ্রনাথ অধিকারীর বাসায় মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে প্রায় সাত লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

● ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১, ঢাকা জগন্নাথ বি(বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হিন্দু ছাত্র অ(প কুমার বি(্বাসকে মুসলিম দুর্বৃত্তরা বেদম প্রহারে গু(তর আহত করেছে।

● ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১১, রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার আমতলী গ্রামের সংখ্যালঘু খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী আদিবাসী কনেলিউস মার্ডির কিশোরী মেয়ে সিরাপিনা মার্ডি (১২) এক বছর পূর্বে মুসলিম দুর্বৃত্তদের ধর্ষনের শিকার হয়।

দীর্ঘ এক বছর পরও অপরাধীদের বি(দ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায়, এই দিনে রাতে সমস্ত শরীরে কেরসিন তেল ঢেলে, আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

● ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ রাতে, সুনামগঞ্জ জেলার গৌরারং এলাকায় হরিনগর গ্রামে অবস্থিত প্রাচীন কালীমন্দিরে হিন্দু ধর্মীয় হরিনাম কীর্তন শু(হয়। এলাকার মুসলিম দুর্বৃত্ত নোয়াগাও গ্রামের বাসিন্দা আবু বকর ও তার সশস্ত্র দলবল হামলা চালায়। কীর্তনে উপস্থিত হিন্দু মহিলাদের (ীলতাহানি করে। স্বর্ণালংকার ছিনতাই সহ বেদম প্রহারে নারী, শিশু সহ ১৫ জন হিন্দু গু(তর আহত হয়েছে। কীর্তন কমিটির সাধারণ সম্পাদক নগেন্দ্র কুমার দাস এলাকাবাসীদের সাথে নিয়ে পুলিশ সুপারের নিকট এ বিষয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন। অপরাধীদের বি(দ্ধে পুলিশ এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

● ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১১ রাতে, রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার গবছড়া গ্রামে আগ্নেয়াস্ত্রাধারী একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসী কেওলা প্রু মারমা (৫০) নামে এক উপজাতি নেতাকে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে।

● ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ রাত ১০টায়, বগুড়া জেলা শহরে সেউজগাড়ী রেল কোলনীর হিন্দু বাসিন্দা সুধীর রায়ের পুত্র সঞ্জিত রায় (২৫) মুসলিম দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। নিহত যুবক এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রকিব মিয়া (২৩) আটক করেছে। সঞ্জিত হত্যার প্রতিবাদে শহরে ২০০০ মানুষ বি(ো ভ প্রদর্শন করেছে।

● ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ মধ্যরাতে, সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার জাউয়াবাজার গ্রামীন ব্যাংকের স্টাফ কোয়ার্টারে, হিন্দু কিশোরী মিলি রানী দাসকে (১৫) মুসলিম দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। অপর হিন্দু মহিলা ডলি রানী তালুকদার (৩০) গু(তর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হত্যাকারীরা জানালার গ্রীল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে। ঘুমন্ত অবস্থায় কিশোরীও মহিলাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। মিলি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী বলে জানা গেছে।

● ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১১, মুসলিম মেয়ের সাথে প্রেম করার অপরাধে অ(ণ চৌহান নামে এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী পুলিশ সার্জেন্টকে তার চাকুরী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রাজশাহী সারদা পুলিশ একাডেমিতে প্রশি(ণরত অ(ণকে ওই বহিষ্কার পত্র দেওয়া হয়েছে। পুলিশ একাডেমির অধ্য(আমিনুল ইসলাম বলেন, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ও প্রশি(ণ মাঠে অমনোযোগিতার কারণে আইজি, ডি আই জি, সাথে পরামর্শ করে অ(ণকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

● ১৮ মার্চ ২০১১ রাতে, কুড়িগ্রাম জেলা শহরে পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়া এলাকায় জাতীয়তাবাদী হিন্দু কল্যান পরিষদের নেতা আহ্বায়ক দ্বিজেন্দ্রনাথ সাহাকে চাপাতি (ধারালো অস্ত্র) দিয়ে কুপিয়ে গু(তর আহত করা হয়েছে। আত্র(মণ কারীরা (মতাসীন আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছাত্র লীগের কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত প্রকাশ্যে এঘটনা ঘটিয়েছে। আশংকাজনক অবস্থায় দ্বিজেনবাবুকে কুড়িগ্রাম হাসপাতাল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

● ৫ মার্চ ২০১১, রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলার টিঅ্যাণ্ডটি বাজার এলাকায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখা সভাপতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসী বিলাস চাকমাকে পুলিশ মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করেছে।

● ৫ মার্চ ২০১১ রাতে, ময়মনসিংহ জেলার ঈ(রগঞ্জ উপজেলা সদরে অবস্থিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কালী মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে অষ্ট ধাতুরর একটি কালী মূর্তি, একটি রাধা কৃষে(র মূর্তি, পাঁচ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা সহ আনুমানিক পাঁচলাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ আবদুল হান্নান এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

● ২১ মার্চ ২০১১, পিরোজপুর জজ কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী হিন্দু রতন কুমার দাসের কাছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ৫ লাখ টাকা জিজিয়া কর বাবদ দাবি করেছে। এই টাকা অবিলম্বে না দিলে দাস পরিবারের সবাইকে অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে। বর্তমানে দাস পরিবারের সমস্ত সদস্য আতংকে রয়েছে।

● ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১১, রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার পৌর শহরে মুন্সিপাড়া এলাকার হিন্দু বাসিন্দা শংকর কুমার সরকারকে বিকালে স্থানীয় পুলিশ হয়রানী মূলক মামলায় গ্রেপ্তার করে। এরপর পুলিশ ৪০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করে। শংকরের বৌদি রত্না সরকার নগদ দশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে শংকরের মুক্তি(প্রার্থনা করেন। পুলিশ এর পরও ৩০ হাজার টাকার দাবিতে শংকরের ওপর শারিরিকভাবে অমানুষিক নির্যাতন করেছে বলে অভিযোগ। রাত্রি একটার সময় এ এস আই সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল পুলিশ শংকরের বাড়ির গেটও ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে। ঘরের ভিতর লোহার আলমারি ভেঙ্গে আড়াইভরি স্বর্ণালংকার সহ ল(াধিক টাকার মালপত্র পুলিশ লুটপাট করেছে। শংকর জামিনে মুক্তি(পাবার পর জেলা আদালতে বিচার প্রার্থনা করে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

● সম্প্রতি পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার মধুরাবাদ গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা ত(ণ মিস্ত্রী জানিয়েছেন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম সন্ত্রাসীদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট না দিলে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছে।

● ২২ মার্চ ২০১১ রাতে, ঢাকা শহরের কদমতলী এলাকার পশ্চিম জুরাইন খন্দকার রোডের হিন্দু যুবক গোপালচন্দ্র দাসকে (২৯) র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান গ্রেপ্তার করে। ২৩ মার্চ ১১ রাতে জুরাইন বটতলা ওয়াসা পুকুর পাড় এলাকায় নিয়ে যেয়ে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছে। র‍্যাব এর পর অপপ্রচার করে দেয়—উভয় প(র মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে গোপাল নিহত হয়েছে। র‍্যাব বিনা বিচারে এই হত্যাকাণ্ড সরকারী মদতে দীর্ঘদিন যাবৎ চালিয়ে যাচ্ছে।

● ২৪ মার্চ ২০১১ বেলা ১২টার সময়, চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার দমদমা গ্রামের সংখ্যালঘু আদিবাসী বৌদ্ধ বিহারের অধ্য(ধর্মকীর্তি মহাথেরোকে ছুরিকাঘাত ও লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে গু(তর আহত করা হয়েছে। সন্ত্রাসী বোমার আঘাতে কুশল ভি(ু, শিলানন্দ ভি(ু, নেলু বড়ুয়া আহত হয়। বৌদ্ধ শি(ার্থীদের পড়াশোনা করার দুটি ঘর ব্যাপক ভাংচুর করা হয়েছে। বৌদ্ধ বিহারের সামনে থাকা সুধীর বড়ুয়ার দোকান লুটপাট করা হয়েছে। পুলিশ এখন ও পর্যন্ত ঘটনার আভিযুক্ত(দের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

● ২৫ মার্চ ২০১১ রাতে, খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার রাজবাড়ী এলাকার মহামুনি পাড়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু আদিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, দরিদ্র দিন মজুরের স্ত্রী নাউবাই মারমাকে (২৮) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত গণ সম্ভ্রম লুটের পর তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে মোঃ সেলিম, মোঃ ফিরোজ ও মোঃ সাহাব উদ্দিনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

● ২৯ মার্চ ২০১১, পিরোজপুর জেলার সরূপকাঠি উপজেলার মুসলিম দুর্বৃত্ত ও আওয়ামী লীগ নেতা হাফিজ মোল্লার নেতৃত্বে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে ২৩টি হিন্দু দোকান ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানা গেছে।

● সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার কাদুচী উচ্চ বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রী, পিংকি রানী সরকার (১৩) অপহৃত হয়েছে। ৭ মার্চ সকালে স্কুলে যাবার পথে ফতেহপুর গ্রামের বাসিন্দা মোঃ সাদ্দাম হোসেন পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে কিশোরী পিংকিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। স্থানীয় থানায় একটি অপহরন মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ অপহৃতাকে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থাই অদ্যবধি গ্রহণ করেন নাই।

● ২২ মার্চ ২০১১, সিলেট জেলা শহরে অবস্থিত নাইওর পুলস্থ বঙ্গবীর ৯৮ নং বাসার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা দিলীপ কুমার দেব'র কিশোরী কন্যা, রামকৃষ(উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী দীপিকা রানী দেব (১৬) স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্তদের দ্বারা অপহৃত হয়েছে। স্থানীয় থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করা হলেও কিশোরীকে উদ্ধার করতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে।

● ৬ এপ্রিল, ১১ রাতে, রাজধানী শহর ঢাকার খিলগাঁও থানার অন্তর্গত নন্দীপাড়া বটতলার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু

বাসিন্দা বাবুরঞ্জনচন্দ্র মণ্ডলের বাসস্থানে ৩৫/৪০ জন সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। দোকান, বসতবাড়ি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। ফরহাদ উদ্দিন খস(র নেতৃত্বে হামলাকারীদের বেদম প্রহারে গৃহকর্তী মালতী রানী মণ্ডল (৩০), নিরঞ্জন মণ্ডল (২৫) শ্রীমতি জ্যোৎস্না মণ্ডল (২২) তোতা মণ্ডল (২১) শিমুল মণ্ডল (১৮), সুমন মণ্ডল (১৫), চিত্ত মণ্ডল (২৮) ও রিপণ মণ্ডল (১৯), গু(তর আহত হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ অদৃশ্য কারণে নীরব।

● ৫ এপ্রিল ২০১১, ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার গোলা কান্দাইলের সাওঘাট এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা সুবোধ চন্দ্র দাস ও সুবলচন্দ্র দাসের মালিকাধীন ১০৭ শতক জমি মুসলিম দুর্বৃত্ত আবদুল লতিফ ভুঁইয়া ও আবুল বাসার বলপূর্বক দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ি প্ত দুর্বৃত্তরা শেষ পর্যন্ত জমির মালিক সুবোধ ও সুবলকে বেদম প্রহারে গু(তর আহত করে। স্থানীয় থানায় এ ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ নীবর।

● সম্প্রতি সিলেট শহরে অবস্থিত হিন্দু ধর্মীয় মন্দির ৩০০ বছরের প্রাচীন গোপাল জিউর আখড়ার চার একর মন্দিরের জমি এলাকার (মতাসীন আওয়ামী লীগ দলের মুসলিম নেতারা বলপূর্বক দখল করে নিয়েছে। এ ঘটনায় হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন 'ইসকন' প্রতিবাদ জানালে, সমগ্র বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি অংশ ইসকন নামক সংগঠনটির বি(দ্ধে সাম্প্রদায়িক অপপ্রাচার শু(করে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ঢাকা প্রেস ক্লাবের সম্মুখে গত ২ এপ্রিল ২০১১ বি(ভ প্রদর্শন করেছে।

● খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার গুইমারা থানার বড়পিলাক এলাকার শনখোলা পাড়া এলাকায় ১০ একর জমির দখলকে কেন্দ্র করে, সংখ্যালঘু আদিবাসী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মধ্যে এক সংঘর্ষে তিনজন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়েছে। আদিবাসীদের শতাধিক ঘরবাড়ি লুটপাট হয়েছে। শনখোলা ও রেয় মরং পাড়ায় আদিবাসীদের ৩০টি ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে সুনীলচন্দ্র সরকার নামে এক সংখ্যালঘু হিন্দুও প্রাণ হারিয়েছে। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় গত ১৭ এপ্রিল ২০১১ এ ঘটনা ঘটেছে বলে আদিবাসীরা অভিযোগ করেছে।

● ১১ এপ্রিল ২০১১ গভীর রাতে, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার উলুকান্দি গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা ব্যবসায়ী হরিপদ দাস-এর বাড়িতে সশস্ত্র আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা হরিপদবাবুর নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার সহ প্রায় ১২ লাখ টাকা মূল্যের সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে।

● ২১ এপ্রিল ২০১১, সন্ধ্যায় যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার চন্দনগাতি গ্রাম এলাকায় বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে গোবিন্দ পাল (৫৫) নামে এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হয়েছে। কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত রাস্তা থেকে গোবিন্দকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গলা কেটে জবাই করে হত্যা করে।

● সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ জেলার তারাশ উপজেলা সদরে হিন্দু বাসিন্দা মিলু কর্মকারের পৌনে ৭ বিঘা কৃষি জমি, স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ও আওয়ামী লীগ নেতা জাকির হোসেন জুয়েল জাল দলিলের মাধ্যমে জবর দখল করে নিয়েছে। থানা-পুলিশ, আইন আদালত করে ও সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তদের নিকট জমি-হারিয়ে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে আসতে চাইছে।

● হত দরিদ্র, দিনমজুর হিন্দু হেমন্ত কুমার বেপারীর পরিবারকে গত সাত বছর একঘরে করে রেখেছে গ্রাম্য কতিপয় টাউট। অসামাজিক কার্যকলাপের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে টাউটরা ওই দরিদ্র পরিবারের সামান্য সম্বল বসত বাটি দখল করে নিতে চাইছে বলে অভিযোগ। পিরোজপুর জেলার নজিরপুর উপজেলার বলিবাবলা গ্রামে এ ঘটনা। স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানালে ও পুলিশ অদ্যবধি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

● ২৮ এপ্রিল ২০১১, বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার গোপালপুর ফুলতলা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সুনীল মৃধার বাড়িতে, মুসলিম দুর্বৃত্ত আওয়ামী লীগ নেতা সোনা মীরের নেতৃত্বে হামলা চালিয়েছে। হামলায় গৃহকর্তা সুনীল মৃধা (৫০) ও পুত্র শয়ন কুমার মৃধা (১৮) গু(তর আহত হয়েছেন। ইউ পি নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট না দেওয়ার অপরাধে এ হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

● ২৩ এপ্রিল ২০১১, বরগুণা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার চরদোয়ানী ইউ পি নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ প্রার্থী খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে ১নং ওয়ার্ডে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। হামলায় মহিলা সহ ১৫ জন হিন্দু গু(তর আহত হয়েছে। অর্দ্ধশতাধিক ঘর বাড়ি লুটপাট, ভাংচুর করা হয়েছে। হামলাকারীদের বেদম প্রহারে হিরেন মিস্ত্রী, শ্রীমতি মিনতি রানী, শেফালী রানী, অবলা রানী, ননী মিস্ত্রি, বাদল ব্যাপারী, স্বপন মিস্ত্রি ও গোপাল বৈরাগী গু(তর আহত হয়েছেন।

● ১৪ এপ্রিল ২০১১ রাতে, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ২নং ব্রীজ এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দু ছাত্র এইচ. এস. সি পরী(ার্থী পুলক পালকে (১৯) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। হত্যাকারী মোঃ এমরান হককে এখনও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেন নাই।

● প্রাইভেট কারের সঙ্গে ঘষা লেগেছে রিকশার চাকা। প্রাইভেট কারের মালিক মোঃ মাকসুদুল হাসান (ুব্ধ হয়ে দরিদ্র রিক্সা চালক হিন্দু অমূল্য বর্মনকে (৫০) আমানবিকভাবে প্রহার করে। গু(তর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অমূল্যর মৃত্যু হয়। নিহতর পুত্র রতন চন্দ্র বর্মণ রাজধানী ঢাকার সবুজবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করলে ও হত্যাকারীকে পুলিশ এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেন নাই। গত ১৪ এপ্রিল ২০১১ এ ঘটনা ঘটেছে।

● ১২ মে ২০১১ রাতে, সিলেট জেলা শহরে জিন্দাবাজারের হিন্দু ব্যবসায়ী চন্দন দেব এর 'স্বর্ণ জুয়েলার্সে' আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ৫৮৬ ভরি সোনা লুট করে নিয়ে গেছে। পুলিশ আলি হোসেন নামে এক দুর্বৃত্তকে আটক করেছে।

● ৪ মে ২০১১ রাতে, ঢাকা শহরের টঙ্গীর পাগার শিল্প এলাকায় সংখ্যালঘু খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী রিতা রোজারিও ও মাইকেল সুজয় রোজারিওর বাসস্থানে কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে তিনলাখ টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। দুর্বৃত্তদের গুলিতে উইলিভারসন নামে এক যুবক গু(তর আহত হয়েছে।

● ৬ মে ২০১১ গভীর রাতে, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার বারদীতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রমের দেবোত্তর সম্পত্তি চার দিকের মাঠ দখল করে নিয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলের নেতা মোশারফ হোসেনের দলবল। বাঁশ ও টিন দিয়ে তৈরী করা হয়েছে ছোট ছোট দোকান ঘর। ৮/১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ঘরগুলি চুক্তি(র মাধ্যমে বিক্রি(করে দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনকে এ বিষয়ে অভিযোগ জানানো হলেও তারা উদাসীন।

● ১২ মে ২০১১ বেলা ১২ টার সময়, নরসিন্দী ব্রাহ্মণী কে কে এম কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়ের হিন্দু মেধাবী ছাত্র দীপ চৌধুরী এসএসসি পরি(ায় বিশেষভাবে কৃতকার্য হওয়ার অপরাধে দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তার মুসলিম সহপাঠীদের সশস্ত্র আক্র(মনে গু(তর আহত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

● ১৩ মে ২০১১ সন্ধ্যায়, খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার কামুকাছড়া এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সুনিকা চাকমা (১৩) তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠরত আদিবাসী ছাত্রীকে গণসম্ভ্রম লুটের পর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এলাকার কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত(বলে জানা গেছে।

● ৮ মে ২০১১ দিনের বেলা, খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার নোয়াইতলা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা শ্রীমতি কালিদাসী সানা, মিঠুরানী সানা ও দীনবন্ধু সানা স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত জাহিদ শেখের আক্র(মণে গু(তর আহত হয়েছেন।

● ৩ মে ২০১১, গাজীপুর (জয়দেবপুর) জেলা সদরে মির্জাপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা সংখ্যালঘু ১০ টি হিন্দু পরিবারের ওপর আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজউদ্দিন ও নেত্রী হাসনা হেনার নেতৃত্বে একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। ঘটনাস্থলে শ্রীমতি রবিদাস (২৫), শ্রীমতি তারামনি রবিদাস ও শ্রীজিতেন্দ্র রবিদাস গু(তর আহত হয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, ৬০ শতক জমির ওপর ১০টি দরিদ্র হিন্দু পরিবার নিজ সম্পত্তিতে বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছে। উক্ত(জমি থেকে ১০ পরিবারকে উচ্ছেদ করে ছলে-বলে সম্পত্তি দখল করে নেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য।

● ১০ মে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার গয়হাটা গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু মনিতোষ দাসের পরিবারের ওপর স্থানীয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা ৮ লাখ টাকা মূল্যের ৫০টি গাছ, ঘরের আসবাব পত্র লুট করে নিয়েছে। দাস পরিবারকে অবিলম্বে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছে। অন্যথায় পরিবারের সবাইকে হত্যা করে লাশ গুম করে দেবার হুমকি দিয়েছে। হামলকারী মোঃ বিপ-ব আওয়ামী লীগের স্থানীয় এমপির ঘনিষ্টজন হওয়ায় প্রশাসন নীরব রয়েছে। অসহায় হিন্দু পরিবারটি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

● ৬ জুন ২০১১ গভীর রাতে, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া শহরের দ(িণ বাজার এলাকায় লাবণী ড্রাগ হাউসের ভেতর কতিপয় মুসলিম সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা উক্ত(প্রতিষ্ঠানের হিন্দু কর্মচারী অরবিন্দ চক্র(বর্তীকে (৩৫) নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ড্রাগ হাউসের ক্যাশবাক্স ভেঙ্গে ল(াধিক টাকা লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

● ৬ জুন ২০১১ সন্ধ্যায়, যশোর জেলার যশোর সদর উপজেলার চাঁচরা বর্মণ পাড়ার হিন্দু বাসিন্দা নিতাই বর্মণকে (৪০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত জবাই করে (গলা কেটে) নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ রাস্তার পাশে ফেলে রেখে যায়।

● ৭ জুন ২০১১ গভীর রাতে, চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়তলী থানার অন্তর্গত দ(িণ কাটালী এলাকার দরিদ্র হিন্দু যুবতী পান্না রানী দাসকে (২০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করেছে। যুবতীর সম্ভ্রম লুটের পর তাকে শ্বাস(দ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। প্রমাণ লোপ করতে লাশ স্থানীয় হরিমন্দির শ্মশানে দাহ করা হয়। কিন্তু অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় লাশ ফেলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পুলিশ উক্ত(লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মোঃ ইকবাল (২২) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

● সম্প্রতি বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার নাই(্যং মৌজায় আদিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লাইপুং মু(ং এর আনুমানিক ৩৫০০০০ টাকা মূল্যের সাতটি সেগুন গাছ, এলাকার প্রভাবশালী (মতাসীন আওয়ামী লিগ নেতা জাহিদুল ইসলামের দলবল লুট করে কেটে নিয়ে গেছে। জমির মালিক ও তার প্রতিবেশীরা বাধা দিতে যেয়ে দুর্বৃত্তদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন।

● ৬ জুন ২০১১ সকাল ৯টায়, দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার উত্তর কাজীপাড়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের একমাত্র কন্যা এইচ. এস. সি. পরি(ার্থী কলেজ ছাত্রী প্রিয়াংকা রায় (১৮) কলেজ যাবার পথে অপহৃত হয়েছে। এলাকার চিহ্নি(ত মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ নয়ন শেখ আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে উক্ত(কিশোরীকে লোকালয় থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। কিশোরীর আর্ত চিৎকার শুনে কোন মানুষ তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে নাই। স্থানীয় থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ অদ্যবধি কিশোরীকে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

● সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার বাচকান্দা হিন্দু পরিবারের ওপর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারী মোমতাজ আলী, কলিম উদ্দিন, ছলিম উদ্দিন আসাদ, সাদ্দাম, বাচ্চু মিয়া ও নজ(ল সেখদের বেদম প্রহারে পল্লী চিকিৎসক সুধীরচন্দ্র দাস ও সুবোধচন্দ্র দাস গু(তর আহত হয়েছে।

● ২ জুলাই ২০১১ রাতে, টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার মিরিকপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সঞ্জয় সূত্র ধরকে (৩৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র, দিয়ে (জবাই) করে গলা কেটে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

● ২৭ মে ২০১১ রাতে, দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার খাট্টাউমা গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে তিনটি পুজিত প্রতিমা ভেঙ্গে দিয়েছে। মন্দির কমিটির লোকজন স্থানীয় থানায় এবিষয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

● ২৯ মে ২০১১ বিকাল সাড়ে তিনটার সময়, রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে তালুকদার পাড়া এলাকায় আদিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শনীময় চাকমা (৩২) সশস্ত্র ইসলামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছে।

● ২৮ মে ২০১১ গভীর রাতে, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলা সদরে বাংলাদেশ অশ্বিনী সেবাশ্রম মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে তিনলাখ টাকা মন্দিরের সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে।

● ৭ জুন ২০১১ সন্ধ্যায়, গোপালগঞ্জ জেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকরা এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা সিলনা গ্রামে বসু মার্কেটে ২০টি হিন্দু দোকান লুটপাট করেছে, বেদম প্রহারে নারী ও শিশু সহ ২৫ জন গু(তর আহত হয়েছে।

● ১৯ মে ২০১১ সন্ধ্যায়, নড়াইল জেলার নড়াগাতি থানায় অন্তর্গত ঐ সোনা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ প্রাথী মোঃ ওহাব মোল্লার নেতৃত্বে একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত এলাকায় হিন্দু বাসিন্দাদের ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা নলামারা গ্রামের বিমল পাল, সুবোধ বালা, অপরেশ বিশ্বাসের দোকান ভাংচুর এবং লুটপাট করে। (িতিশ নন্দী, বিদ্যুৎ নন্দী, শংকর বিশ্বাস, সমর বিশ্বাস, পীযুষ দাস, ব(ণ পাল, প্রভাষ ব্যাপারী, শৈলেন দাস, অ(ণ বিশ্বাস ও নীতিশ বিশ্বাসের বাড়ী ঘর ভাংচুর লুটপাট চালিয়ে আনুমানিক দশ লাখ টাকার মালপত্র নিয়ে গেছে। দুর্বৃত্তদের আয়ত্বে আনতে পুলিশকে তিন রাউণ্ড শূন্যে গুলি ছুঁড়তে হয়েছে।

● ২১ মে ২০১১ মধ্য রাতে, মৌলভী বাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার হাবালুকি হাওরে ভাসমান জলে মৎস শিকার অবস্থায় হিন্দু যুবক সুজিত বিশ্বাস (৩০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ১০ জুন ২০১১ সন্ধ্যায়, যশোর জেলার কেশবপুর সদর এলাকায় হিন্দু বাসিন্দা সুবল পাল কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের হামলায় গু(তর আহত হয়েছে। স্থানীয় থানায় এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ৯ ও ১১ জুন ২০১১ দিবালোকে, মৌলভী বাজার জেলার শ্রীমঙ্গল ইউনিয়নের সবুজবাগ গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা পরিমল দাশ, জ্যোর্তিময় রায় ও রথীন্দ্রনাথ রায়ের মালিকানাধীন তিনটি পুকুর থেকে আনুমানিক ৯ লাখ টাকার মাছ একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত লুট করে নিয়ে গেছে।

● ২৯ মে ২০১১ রাতে, রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার তালুকদার পাড়ায় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রধারী দুর্বৃত্তদের গুলিতে আদিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সোহেল চাকমা (২৮) নিহত হয়েছে।

● ৭ জুন ২০১১ সন্ধ্যায়, রংপুর জেলা শহরে কারমাইকেল কলেজের অধ্য(হিন্দু দীপকেন্দ্র নাথ দাসকে হত্যার চেষ্টা করে। কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত বোমা ফাটিয়ে অধ্য(ে র ঘরের দিকে গুলি ছুঁড়ে হত্যার চেষ্টা করে।

● ৮ জুন ২০১১ দুপুরে, খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা প্রবাহ যশোর ব্যুরো প্রধান প্রদীপ ঘোষ ও রাজু আহামেদের ওপর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলায় দুই সাংবাদিক গু(তর আহতে হয়েছেন।

● ২৬ জুন ২০১১ ভোরে, রাঙামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার খিলাতলি গ্রামের আদিবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বিজয় সিংহ চাকমাকে (৩১) আগ্নেয়াস্ত্র ধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তগুলি করে হত্যা করেছে।

● ১০.১১.২০১১ সকালে, রাঙামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার ঘিলাতলা বাজার এলাকায় অমূল্য ধন চাকমা (৪৫) নামে এক আদিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকে, আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে। সমীরণ চাকমা (২০) নামে এক যুবক গুলিতে গু(তর আহত হয়েছে।

● গত ৯.১১.২০১১ সকাল ৮ টার সময়, রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার ভুঁইওছড়া এলাকায়, আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্তদের গুলিতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হৃতেশ দেওয়ান (৩০) নিহত হয়েছেন।

● গত ১৪.১১.২০১১ বেলা ১২ টার সময়, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার শিকারীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আবদুর সালাম পরাজিত হয়। পরাজিত প্রার্থীর ভাগনে আলমগীরের নেতৃত্বে ৫০/৬০ জনের একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হিন্দু সন্তোষ বর্মণের বাড়ীর ওপর হামলা করে। দুর্বৃত্তদের বেদম প্রহারে ঘটনাস্থলে সন্তোষ বর্মণ (৫৫) মারা গেছেন।

● সম্প্রতি গাজীপুর (জয়দেবপুর) জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার উত্তর ভাদার্ত্তী গ্রামের খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী অমল কাস্তা ১৫ শতক জমি ও গ্যাবিয়েল কস্তার ২৪ শতক জমি স্থানীয় আওয়ামী লিগ নেতাওমুসলিম দুর্বৃত্ত রফিকুল ইসলাম বলপূর্বক দখল করে নিয়েছে।

● ৫ নভেম্বর ২০১১, নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার ইটাখোলা এলাকায় হিন্দু ধর্মীয় গৌড়ীয় মিশনের এক একর পঁচিশ শতক দেবোত্তর জমি মুসলিম দুর্বৃত্তরা দখল করে নিয়েছে। স্থানীয় চিহ্(ত দুর্বৃত্ত শাহিনুর আলমসহ তার দলবল সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি দখলের প্রতিবাদে, হাজার হাজার হিন্দু জেলা শাসকের অফিস ঘেরাও, মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে।

● ৫ নভেম্বর ২০১১, গভীর রাতে, ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার ব্রাহ্মনদী গ্রামে হিন্দু ধর্মীয় রাধা-কৃষ(মন্দির অজ্ঞাত পরিচয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

● ১২ নভেম্বর ২০১১, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কালাইয়া বন্দর ধানহাট সংলগ্ন সার্বজনীন শ্যামা কালীবাড়ি মন্দিরের ৫টি মূল্যবান গাছ, আওয়ামী লিগ নেতা ও মুসলিম দুর্বৃত্ত লুট করে কেটে নিয়ে গেছে। মন্দির কমিটির সভাপতি কার্তিকচন্দ্র সাহা উত্ত(নেতা এ বি এম রেজা মোল্লার বি(দ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বর্তমানে বাজার অনুসারে পাঁচটি গাছের মূল্য আনুমানিক দশ লাখ টাকা বলে জানা গেছে।

● ৫ নভেম্বর ২০১১ গভীর রাতে, ঢাকা জেলার সাভার মডেল থানার অর্ন্তগত রাজকুলবাড়ীয়া এলাকায় 'মা র(াকালী মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। তারা দেব মূর্তি ভাংচুর সহ প্রতিমার স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে। মন্দির কমিটি সম্পাদক জানিয়েছেন লুণ্ঠিত অলংকারের মূল্য তিন লাখ টাকা।

● সম্প্রতি গাইবান্ধা জেলা শহরে পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছন দিকে, একটি পুকুর থেকে লক্ষ্মণ মোহন্ত (৩২) নামে এক হিন্দু ব্যক্তি(র মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। স্থানীয় মানুষের ধারণা তার সম্পত্তি গ্রাসের আশায় মুসলিম দুর্বৃত্তরা ল(ণকে শ্বাস(দ্ধ করে হত্যা করেছে।

● সম্প্রতি বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কুটক্তি(অজুহাত দেখিয়ে, চক্র(ান্তমূলক জালে জড়িয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু শি(কদের সরকার অনুমোদিত স্কুলে চাকুরী থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের পরিকল্পিত ভাবে উত্তেজিত করা হচ্ছে। ৫ নভেম্বর ২০১১ ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলা সদরে জর্জ একাডেমির হিন্দু শি(ক সমর বাগচীর বি(দ্ধে মুসলিমদের উত্তেজিত করা হয়। মানিকগঞ্জ, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে একইভাবে হিন্দু শি(ক-শি(িকার বি(দ্ধে উত্তেজনা ছড়িয়ে শি(ক শি(িকাদের চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে।

● সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড পৌর এলাকার মাধ্যম মহাদেবপুর গ্রামের হিন্দু মহিলা মালতি রানী দাসকে (৬৫) স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আক্ত(ার হোসেন (৪০) আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পুলিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার নয়নপুর এলাকা থেকে ৪০ দিন পর একটি ড্রামের ভিতর থেকে মালতি রানীর গলিত লাশ উদ্ধার করেছে।

● সম্প্রতি মামলা প্রত্যাহার না করায় ধর্ষক পিটিয়ে গু(তর আহত করলেন ধর্ষণের শিকার হিন্দু কিশোরী বাবা ও কাকাকে। গত ১৩ নভেম্বর ২০১১ দিবালোকে শতশত মানুষের সম্মুখে এ ঘটনা ঘটেছে। পটুয়াখালী জেলার সদর থানার পাশারিবুনিয়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা পলাশ বি(াসের ৭ বছরের শিশু কন্যাকে ২০০৬ সালে আগষ্ট মাসে স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত জহি(ল হক অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ করে।

● ১১ ডিসেম্বর ২০১১, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার বন্যাবাড়ি—মিত্র ডাঙ্গা খাল থেকে বালু উত্তোলন করে বেড়িবাঁধ নির্মাণ করছেন স্থানীয় আওয়ামী লিগ নেতা ঠিকাদার মোঃ ইমদাদ বি(াস। এ কারণে শতাধিক সংখ্যালঘু হিন্দুর বসতবাড়ি ধসে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। গত একমাস ধরে বালু উত্তোলন করা হলেও প্রশাসনের প(থেকে

কোন বাধা নিষেধ নেই। (তিগ্রস্থ পরিবারগুলো এ বিষয়ে আপত্তি জানালে তাদের বলা হয় "বেশী কথা বলবি না, এদেশে থাকতে হলে চুপচাপ থাকবি না হলে পিঠের চামরা তুলে ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেব।" ইতিমধ্যে ১৯টি হিন্দু বাড়ি ধসে ভেঙ্গে পড়েছে।

● ৯ ডিসেম্বর ২০১১, রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার কানাইগারা গ্রামে হিন্দু বাসিন্দা গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক, গৌরচন্দ্র প্রামানিক, গু(পদ প্রামাণিক, তারাপদ প্রামাণিক, নিরাপদ প্রামাণিক, ভক্ত(লাল প্রামাণিক, কানু প্রামাণিক, শ্যাম প্রামাণিক ও অধীর প্রামাণিককে তাদের পূর্বপু(ষের বাসস্থান থেকে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে উচ্ছেদ করেছে। বাড়ি ঘর গাছপালা লুট করে নিয়েছে। মহিলা ও শিশুদের ওপর দৈহিক নির্যাতন চালিয়েছে। নির্যাতিত পরিবারগুলি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দুর্বৃত্তরা (মতাসীন আওয়ামী লিগের স্থানীয় নেতা ও কর্মী বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে।

● ১৮ নভেম্বর ২০১১, লালমনির হাট জেলার আদিত্যমারী উপজেলার রজবপাড়া গ্রামের মুসলিম বাসিন্দা মমতাজ উদ্দিনের বাড়িতে বন্ধু হিসাবে বেড়াতে গিয়েছিল হিন্দু জলধর বর্মণ। ঘুমন্ত অবস্থায় জলধর বর্মনের গলা ধারালো অস্ত্রদিয়ে কেটে (জবাই করে) হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনার ২২ দিন পর পুলিশ মমতাজকে গ্রেপ্তার করেছে।

● ১৪ ডিসেম্বর ২০১১, পিরোজপুর জেলার নাজিপুর উপজেলার লেবুজিলবুনিয়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা হরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করবার তৎপরতা শু(করে দিয়েছে স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা। দুর্বৃত্তদের বি(দ্ধে মামলা করায়, জামায়াত নেতারা হরেন্দ্রনাথকে দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছে। অন্যাথায় তার পরিবারের সব সদস্যদের হত্যা করা হবে হুমকি দিয়েছে।

● ৬ ডিসেম্বর ২০১১ রাতে, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার বালুচর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা শম্ভু মণ্ডলের স্ত্রী শুভারানী মণ্ডলকে (৫০) গলা কেটে জবাই করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ রাকির হোসেন (২২) শুভারানীর নিকট ওই দুর্বৃত্ত ৫০ হাজার টাকা জিজিয়াকর বাবদ দাবি করেছিল। টাকা দিতে রাজী না হওয়ায় শুভারানীকে নির্মমভাবে খুনের শিকার হতে হয়েছে।

● ১৪ ডিসেম্বর ২০১১, রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি, খাগড়াছড়ি ও দীঘিনালা উপজেলার বিভিন্নস্থানে দলবদ্ধ মুসলিম দুর্বৃত্তদের হামলায় আদিবাসী মুকুট ত্রিপুরা, শংশাঙ্ক চাকমা গু(তর আহত হয়েছেন। চিগোনমিলে চাকমা (৪৭) নামে এক মহিলা নিহত এবং তার স্বামী জীতেন চাকমাও আহত হয়েছেন। সংবাদ সূত্র জানায় প্রশাসনের পরো(সহযোগিতায় তিন ঘণ্টা ধরে এই তাণ্ডব চলতে থাকে।

● ১৬ ডিসেম্বর ২০১১ বেলা তিনটার সময়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি(বি(বিদ্যালয়ের দুই শি(ার্থী মুসলিম খায়(ল কবির ও হিন্দু দিপঙ্কর ঘোষ অনিক পার্বেতী সুরমানদীতে নৌভ্রমণে বের হয়। চেঙ্গিরখাল এলাকায় একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত লাঠিসোটা নিয়ে ওই ছাত্রদের ওপর হামলা করে। দুর্বৃত্তদের বেদম প্রহারে ঘটনাস্থলে দুই ছাত্র নিহত হয়েছে।

● ২৩ নভেম্বর ২০১১ রাতে, বাংলাদেশ ইউনিভারসিটি অব বিজনেস এণ্ড টেকনোলজি এম. বি. এ. শেষ সেমিস্টারের ছাত্র হিন্দু সঞ্জীব কুমারকে (২৫) মুসলিম দুর্বৃত্তরা (াস (দ্ধ করে হত্যা করেছে।

● ২৫ নভেম্বর ২০১১ সকাল ১০ টায়, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আখাউড়া উপজেলায় হিন্দু সাংবাদিক দুলাল ঘোষের বাড়িতে মুসলিম দুর্বৃত্তরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আগুনে দু'টি ঘর ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আনুমানিক তিন লাখ টাকার মালপত্র (তিগ্রস্থ হয়েছে।

● ২১ নভেম্বর ২০১১ রাতে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার লোকনাইপুর বেলে মাঠ এলাকায় রাখাল শাহ

বাউল আশ্রমে আওয়ামী লিগের মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা বাউলদের বাদ্যযন্ত্র ভাংচুর, লুট ও অগ্নি সংযোগ করে চলে যায়। স্থানীয় থানা এ বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণে অস্বীকার করেন।

● ২৭ নভেম্বর ২০১১, দিনাজপুর জেলার বোদাগঞ্জ উপজেলার ধনঞ্জয়পুর গ্রামের খ্রীষ্টান আদিবাসী বাসিন্দা পাল সরেন (৪২) মুসলিম দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হয়েছে।

● ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও বাংলাদেশ সরকার পারিচালিত ২০১০ সালে আদমশুমারিতে ৭০ লাখ দলিত হিন্দুর নাম হিসাব নেই পরিসংখ্যান বইতে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান শারির হয়ে এ সংত্র(ান্ত জরিপে তথ্য প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান ডাঃ আবুল বরকাত।

● ২৮ নভেম্বর ২০১১ রাতে, রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার লাইল্যা ঘোনা গ্রামে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জ্যোতিবিকাশ চাকমাকে (৩০) মুসলিম দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে।

● সম্প্রতি সাত(ীরা জেলা প্রশাসকের কার্য্যালয়ের সামনে মুসলিম দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হলেন মানবাধিকার কর্মী শম্পা গোস্বামী। গু(ত্বপূর্ণ কাগজপত্র সেখানে জমা দিতে যাওয়ার সময় পূর্বে থেকেই উৎপেতে থাকা দুর্বৃত্তরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কাগজপত্রের ফাইলগুলি ছিনতাই করার চেষ্টা করে। শম্পা দেবী বাধা দিলে গলায় শাড়ী পেচিয়ে কিল-চড়-ঘুষি মেরে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ দুর্বৃত্তদের বি(দ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই।

● ১৮ জানুয়ারী ২০১২, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার কলাগাজী এলাকায়, মুসলিম দুর্বৃত্ত জালাল বাহিনীর সশস্ত্র হামলায় হিন্দু পুলিশ পরেশ কুমার কারবারী (৩২) নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৫ পুলিশ। বি(ুব্ধ মানুষ দুর্বৃত্তদের ৯টি বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

● ১৮ জানুয়ারী ২০১০, কুমিল্লা জেলা শহরে অবস্থিত রস মালাই খ্যাত মিষ্টির দোকান শীতল ভাণ্ডারে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের হিন্দু মালিক শীতলচন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন, ৫০ লাখ টাকা জিজিয়া করের দাবি জানিয়ে আসছিল হামলাকারীরা। তিনি এ বিষয়ে কর্ণপাত না করায় হামলার শিকার হলেন। এই সময় দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা বেদম প্রহৃত হন এবং নগদ ৭০ হাজার টাকা লুট করে নিয়েছে।

● ১৮ জানুয়ারী ২০১২, পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার আটঘর কুড়িয়ানা এলাকায় দ(িণ মাহামুদকাঠি গ্রামে হিন্দু বাসিন্দা অমল হালদার ও মিঠু হালদার মুসলিম দুর্বৃত্তদের আগ্নেয়াস্ত্রের ছোড়া গুলিতে গু(তর আহত হয়েছেন।

● ১৯ জানুয়ারী ২০১২ গভীর রাতে, মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ি উপজেলার পুরা বাজার এলাকায় ৩টি হিন্দু দোকান লুট করেছে মুসলিম দুর্বৃত্তরা। জয় চন্দ্র দাসের 'তন্ময় স্বর্ণ শিল্পালয়, শ্যামল ঘোষের' কৃষ(গোপাল স্বর্ণ শিল্পালয় এবং পলাশচন্দ্র দেবনাথের 'স্বর্ণ শিল্পালয়' থেকে নগদ তিন লাখ টাকা, ৩৬ ভরি সোনা ১৬০ ভরি রূপা লুট করে নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ১৯ জানুয়ারী ২০১২ গভীর রাতে, খাগড়াছড়ি জেলা সদরে কমলছড়ি হেডম্যান পাড়ায় মুসলিম দুর্বৃত্তদের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সবলেশ চন্দ্র চাকমা (৫০) নিহত হয়েছেন। শান্তিরঞ্জন চাকমা ও রঙু চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

● ১৪ জানুয়ারী ২০১২, গভীর রাতে, চট্টগ্রাম জেলা শহরে অন্দরকিল্লা এলাকায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গৌরাঙ্গ বড়ুয়ার বইয়ের দোকানে মুসলিম দুর্বৃত্তরা আগুন লাগিয়ে দিলে, ১৫ লাখ টাকার বই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

● ১৪ জানুয়ারী ২০১২ ঝিনাইদহ জেলা শহরে সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর হিন্দু ছাত্র অন্তর রায় চৌধুরীর (১৬) মুসলিম দুর্বৃত্তরা ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করেছে। হত্যার পর মৃতদেহ কম্বল জড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মুখ বিকৃত করা হয়। এর পর এই দেহ রাতের অন্ধকারে উত্ত(স্কুলের মাঠে ফেলে দিয়ে দুবৃর্ত্তরা চলে গেছে।

● ১২ জানুয়ারী ২০১২, গভীর রাতে, রাজধানী শহর ঢাকার পল্টন এলাকায় হিন্দু ব্যবসায়ী সত্যব্রত নাগের

সানফ্লাওয়ার জুয়েলারী দোকান লুট হয়েছে। মুসলিম দুবৃর্ত্তরা দেয়াল কেটে ১২০০ ভরি স্বর্ণালংকার, বর্তমান বাজার মূল্য সাত কোটি টাকা লুট করে নিয়েছে। ২০০১ সালে ওই দোকানে অনুরূপভাবে লুট হয়েছিল।

● ৯ জানুয়ারী ২০১২ সন্ধ্যায়, নড়াইল জেলা শহরে সীতারামপুর ব্রিজ সংলগ্ন একটি পুকুর থেকে হিন্দু সুমন কর্মকার (১৬) মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কতিপয় মুসলিম দুবৃর্ত্তরা সুমনের ইজিবাইক ছিনতাই করে নিয়ে, তার হাত পা বেঁধে গলা কেটে (জবাই) করে হত্যা করা হয়েছে। সুমন মহিষখোলা এলাকার সনাতন কর্মকারের ছেলে।

● ৮ জানুয়ারী ২০১২ সকালবেলা, ঢাকা শহরে কাকরাইল এলাকায় হিন্দু সাংবাদিক দীনেশ দাস (৪৭) নিহত হয়েছেন। মোটর সাইকেল যোগে তার কর্মস্থলে যাবার পথে, একটি বাস পিছন দিক থেকে ছুটে এসে দীনেশ বাবুকে পিষে দিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। অতি সূক্ষ্ম পরিকল্পনায় দীনেশ বাবুকে হত্যা করা হয়েছে বলে মানুষ মনে করছে।

● ৯ জানুয়ারী ২০১২ রাত ৮ টায়, মাগুরা জেলা শহরে নান্দুয়ালী এলাকায় প্রীতি রায় (২১) নামে এক হিন্দু শি(কার মৃতদেহ স্থানীয় পুলিশ উদ্ধার করেছে। একটি ভাড়া বাড়িতে থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শি(কতা করতেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ওই শি(কার ঘরে হানা দিয়ে নগদ পয়সা এবং সম্ভ্রম লুট করার পর শ্বাস (দ্ধ করে হত্যা করে। পুলিশ আত্মহত্যা বলে মামলাটি প্রচার করে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করতে চাইছে। ময়না তদন্ত না করে প্রীতির আত্মীয়দের দিয়ে স্বা(র করিয়ে দ্রুত লাশ দাহ করিয়েছে।

● ৬ জানুয়ারী ২০১২, খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার হাতির ভাঙ্গা গ্রামে হিন্দু বাসিন্দা ত(ন কুমার সরদারের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা তিন লাখ টাকার দ্রব্য লুট করে নিয়েছে।

● ৯ জানুয়ারী ২০১২ সকালে, খুলনা জেলার সদর উপজেলার সাহস গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা, হরিচন্দ্র দাশের ঘরের বারান্দায় কয়েকটি তাজা বোমা রেখে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত তিন লাখ টাকা জিজিয়া কর দাবি করে। হরিচন্দ্র জিজিয়া কর দিতে অস্বীকার করায় তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হবে বলে দুর্বৃত্তরা হুমকি দিয়েছে।

● সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার পুরাতন থানা গেইট এলাকায় শতাধিক ে রৗকার জীবী হিন্দু পরিবারের বসবাস ছিল। মুসলিম দুর্বৃত্তদের উৎপীড়ন এবং তাদের জমি দখলের ফলে ে রৗ জীবীরা ইতিমধ্যে নিশ্চিহ(হয়ে গেছে। তাদের শ্মশানটিও দখলকারীরা বলপূর্বক দখল করে নিয়েছে। বর্তমানে তিনটি পরিবার ওই এলাকায় বসবাস করছে। তাদেরকেও উৎখাত করতে দুর্বৃত্তরা তৎপরতা শু(করে দিয়েছে।

● ২৪ জানুয়ারী ২০১২ গভীর রাতে, কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলা সদর বাজার এলাকায় হিন্দু ব্যবসায়ী অজিত চন্দ্র কর্মকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চাঁদনী জুয়েলার্সে আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। দোকানের লোহার গেট ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে তিন লাখ টাকার স্বর্নালংকার লুট করে নিয়েছে।

● সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার কলাকোপা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা, প্রবীর কুমার ঘোষের স্ত্রী পার্বতীরানী ঘোষও তার কিশোরী এক কন্যাকে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করা হয়েছে। অপহরণকারী মুসলিম দুর্বৃত্ত সুবিলপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হা(ন—অর রশীদের বি(দ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অপহরকারী মা ও মেয়েকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করে। একটি বাড়িতে আটক রেখে ৭ দিন পার্বতীর সম্ভ্রম লুট করেছে। কৌশলে দুই অপহৃতা পালিয়ে এসে স্থানীয় পুলিশে অভিযোগ জানালে পুলিশ প্রকৃত তথ্য আড়াল করে মামলা বয়ান তৈরী করে পার্বতী ও তার মেয়েকে দিয়ে স্বা(র করিয়ে নিয়েছে।

● ২৯ জানুয়ারী ২০১২ সন্ধ্যায়, রংপুর জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার নাচনী ঘঘোয়া এলাকায় হিন্দু মানিকচন্দ্রকে (৩৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে জবাই করে (গলা কেটে) নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

● ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সন্ধ্যায়, গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার বালাসীঘাট এলাকায় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত,

বেগুনি রবিদাস (৬০) বছরের বৃদ্ধা হিন্দু মহিলাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ২৯ জানুয়ারী ২০১২ বেলা ১২টায়, খাগড়াছড়ি জেলার ল(ীছড়ি উপজেলার মানিকছড়ি এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এক ত(ণীকে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে সম্ভ্রম লুট করেছে। এ ঘটনায় পার্বত্য এলাকায় আদিবাসীদের মধ্যে বি(োভ ছড়িয়ে পড়েছে।

● ২২ ডিসেম্বর ২০১১ গভীর রাতে, রাজশাহী জেলা শহরে বোয়ালিয়া মডেল থানা সংলগ্ন হিন্দু বাসিন্দা অধ্যাপক রণজিত বি◌্বাসের বাড়িতে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা তিন লাখ টাকার মালপত্র লুটের পর, ঘরের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে বিছানাপত্র, জামাকাপড় ও আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

● ১৫ ডিসেম্বর ২০১১ গভীর রাতে, পুরান ঢাকার ৩৮ নং টিপু সুলতান রোডে-এ অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সম্প্রদায়ের শঙ্খনিধি মন্দির একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে উক্ত(স্থানে মন্দিরের কোন চিহ্(রাখা হয় নাই।

● ২৭ ডিসেম্বর ২০১১ গভীর রাতে, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার কুড়ালিয়া বাজার এলাকায় পুলিশ ফাড়ি সংলগ্ন হিন্দু ব্যবসায়ী স্বপন কুমার সমাদ্দারকে (২৫) স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় মুসলিম দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় হিন্দুরা এর প্রতিবাদে পুলিশ ফাঁড়ি ঘেড়াও করে বি(োভ প্রদর্শন শু(করলে, পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে ৯ হিন্দু গু(তর আহত হয়েছেন। পুলিশের অভিযোগ উত্তেজিত জনতার আত্র(মনে ৭ পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে ২১ রাউণ্ড শূন্যে গুলি ছোড়া হয়েছে।

● ২ জানুয়ারী ২০১২, পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলার কে সি (কলারন চণ্ডীপুর) টেকনিক্যাল অ্যাণ্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্য(এস এম ইউনুস আলীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তার অপরাধ বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের লেখা 'লজ্জা' নামক বইটি কলেজের লাইব্রেরিতে রেখে ছিলেন।

● ২৬ ডিসেম্বর ২০১১ রাতে, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার মাগুড়াডাঙ্গা গ্রামে হিন্দু বাসিন্দা প্রদীপ দাসের বাড়ির খাবারে গোপনে বিষ মিশিয়ে দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত বিষ মিশিয়ে দেয়। বিষত্রি(য়ায় ওই পরিবারের পাঁচ সদস্য গু(তর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

● ২৮ জানুয়ারী ২০১২ রাত ১০ টায়, যশোর জেলার বাঘার পাড়া উপজেলার ঘোড়ানাজ গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা আশুতোষ বি◌্বাসকে (৩৫) নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। পূর্বশত্রুতার কারণে মোঃ রনি ওই দিন ধারালো দাঁ দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। রনিকে পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেন নাই।

● ১৯ ডিসেম্বর ২০১১ গভীর রাতে, ঢাকা জেলার তুরাগ থানার অন্তর্গত তাকালিয়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা জগীন্দ্র সরকারের বাড়িতে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা বাড়ী-ঘর লুটের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কুপিয়ে জগীন্দ্র সরকার, গণেশ সরকার, নীলকান্ত চন্দ্র সরকার ও মহীন্দ্র সরকারকে গু(তর আহত করেছে, আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

● ২৭ জানুয়ারী ২০১২ সন্ধ্যায়, বরিশাল জেলার উজিপুর উপজেলার মশাং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের আয়োজিত সরস্বতী পূজার প্রতিমা ভাংচুর হয়েছে। মুখোশধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত সশস্ত্রভাবে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাংচুর ও পূজার মালপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় স্কুলের প্রধান শি(ক বাদী হয়ে উজিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

● ২৮ জানুয়ারী ২০১২ রাতে, চাঁদপুর জেলা শহরে জনবহুল প্রেস ক্লাব রোডে, 'স্বস্তিক সংঘ' আয়োজিত সরস্বতী প্রতিমা কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে চরম আতংক দেখা দিয়েছে। স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

● ২৮ জানুয়ারী ২০১২ রাতে, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার চোরমর্দ্দন গ্রামের মণিপাড়া এলাকায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কালী প্রতিমা কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছে। স্থানীয় থানার ওসি শেখ মাহবুবুর রহমান এলাকা পরিদর্শ করেছেন।

● ২৬ জানুয়ারী ২০১২ রাতে, পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার ধারীসাফা গ্রামে শিকদারদের পারিবারিক শ্মশানে সিমেন্ট দিয়ে নির্মিত শিব মূর্তি কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছে। গত পাঁচ মাসে ধরে ৯ ফুট উচ্চ দেব মূর্তি নির্মানের কাজ চলছিল বলে জানা গেছে।

● ২১ জানুয়ারী ২০১২ সকাল সাড়ে ৬টার সময়, মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার পাড়িল হিন্দু চর্মকার পাড়ায়, শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন চলাকালে কতিপয় সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্তদের হামলায় নারী, পুরুষ ১২জন ভক্ত গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আবদুল কাদের, প্রাক্তন সদস্য মোহাম্মদ আলী, মোঃ সালাম, মোঃ হজু, মোঃ আরফান ও মোঃ মজিবর হামলা চালায়। কীর্তনের কুঞ্জ, রাধা কৃষ্ণের মূর্তি হামলাকারীরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। স্থানীয় থানার ও সি শফিকুল ইসলাম এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

● ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল ১০টায়, নওগাঁ জেলা শহরে ৪০ বছরের প্রাচীন শ্রীশ্রী বুড়াকালী মন্দির ভেঙ্গে দিয়েছে। এলাকার মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ আশু তার পুত্র মোঃ ডিনার ও ভাই মোঃ সাফু সশস্ত্র হামলা চালিয়ে মন্দির ভাংচুর করে। এ ঘটনার সংবাদ পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ওই তিন দুর্বৃত্তকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করেছে।

● অপহরণের ৪ মাস পর আদিবাসী স্কুল ছাত্রী ময়নাকে উদ্ধার করা হয়েছে। মাইনরিটি ওয়াচের সভাপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষের সহায়তায় পুলিশ ৯ জানুয়ারী কিশোরী ময়নাকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের সময় রবীন্দ্র ঘোষের ওপর অপহরণকারী মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা করেও ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে।

● ২৭ জানুয়ারী ২০১২, নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানাধীন কুতুবপুর এলাকায় হরিপদ সরকারের পৌত্রিক বিপুল পরিমান জমি পেশী শক্তির মাধ্যমে স্থানীয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত দখল করে নিয়েছিল। ওইদিন গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস ডিফেন্সের চেয়ারম্যান রবীন্দ্র ঘোষ, হিন্দু মহাজোটের জেলা সভাপতি আইনজীবী রঞ্জিত চন্দ্র দে, মহাজোটের সিনিয়র যুগ্ম সচিব অনিলচন্দ্র সরকার মুক্তি যোদ্ধা কানাইলাল সরকার উপস্থিত হয়ে সাইনবোর্ড স্থাপন করে প্রকৃত মালিকের দখলেজমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

● ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল বেলা, দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার সানকা গ্রামের ইউক্লিপটাশ গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় হিন্দু আদিবাসী মণ্টু সোরেনের মৃত দেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত তাকে অপহরণ করে নিয়ে, শ্বাস রুদ্ধ করে হত্যা করে। এরপর মৃতদেহ মোটা রাশিতে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়।

● ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২, বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার উত্তর কাকচিরা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা পুলিন শীলকে জমি-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে এলাকার কুখ্যাত মুসলিম দুর্বৃত্ত সেলিম ও তার স্ত্রী ফেরদৌসী বেগম পায়তারা শুরু করেছে। এই দিন এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হিন্দু-মুসলিম এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

● সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার ছোট কুমিরা এলাকায় বংশানুক্রমে বসবাসকারী হিন্দু ত্রিপুরি আদিবাসী ১১০টি পরিবার তাদের বাড়ি ঘর ও জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আতংকে দিন গুনছেন। জহির মিয়া চৌধুরী পরিচালিত দি চিটাগাং এগ্রিকালচার ফার্ম আদিবাসীদের চলাচলের রাস্তাও সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে। পরিবার প্রতি বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা জিজিয়াকর বাবদ আদায় করছে। এই কর দিতে না পারলে অন্ধকার কুঠরীতে হাত-পা বেঁধে নির্মম দৈহিক নির্যাতন করা হয়। আগামী তিন মাসের মধ্যে পরিবারগুলিকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

● ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাত ১০টায়, ঢাকা শহরে সুত্রাপুর থানার ৯৮ নং কে. বি. দাস লেনের নিজ বাড়িতে হিন্দু

বাসিন্দা শ্রীমতি গৌরী ঘোষ (৩২) ও তার দেবর সুমন ঘোষ (৩০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তর আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে গু(তর আহত হয়েছেন। গত এক দশক যাবত ঘোষ পরিবারের সম্পত্তি বিক্রি(করে ভারতে চলে যাবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল বলে গোপন সূত্রে জানা গেছে।

● ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ গভীর রাতে, ঢাকা শহরে আজিমপুর এলাকায় হিন্দু উজ্জ্বল কুমার দেকে (৩৫) ধাস (দ্ধ করে মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মম ভাবে হত্যা করেছে।

● ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাতে, কিশোগঞ্জ জেলার কুলিয়াচর পৌর শহরে দাসপাড়ায় হিন্দু গৃহবধু লক্ষ্মী রানী দাস (২২) স্বামীর অনুপস্থিতিতে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের সম্ভ্রমহানির শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

● ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ গভীর রাতে, গাজীপুর (জয়দেবপুর) জেলার কালীগঞ্জ পৌরসভার নয়াবাড়ী এলাকা হিন্দু মহিলা লক্ষ্মীরানী চন্দ্রকে (৫৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত জবাই (গলা কেটে) হত্যা করেছে।

● ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাত্রি ১.৩০ মিনিটের সময়, সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার পাতিয়াবেড়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা দিলীপ কুমার বি(াসের ভ্রাতস কন্যা কলেজ ছাত্রী পল্লবী রানী বি(াসকে (১৮) নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এলাকার কুখ্যাত মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ আল আমিন (১৯) মোঃ আশিক (৩০) আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে পল্লবীকে অপহরণ করে নিয়ে গণ সম্ভ্রম লুটের পর ধাস (দ্ধ করে হত্যা করেছে। উল্লাপাড়া থানা কেস নং-১৯/১৪/০২/২০১২ ধারা ৩৬৪, ৩০২, ২০১ ও ৩৪ দঃ বিঃ অনুসারে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। (সূত্র ঃ বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ)

● ২০ ডিসেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা ৮ টার সময়, গোপালগঞ্জ জেলা সদর উপজেলার বেদগ্রামের হিন্দু বাসিন্দা অজিত মোহন্তর ৮ম প্রেণীতে পাঠরত ১৪ বছর বয়সী কন্যা লাকী মোহন্তকে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অপহরকারী মোঃ রানা মোল্লা, মোঃ রাজীব মোল্লার, মোঃ তারেক মোল্লা ও ফতু বেগমের বি(দ্ধে থানায় অভিযোগ জানালেও অদ্যবধি ওই কিশোরীকে উদ্ধার করতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। (সূত্র ঃ বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ)

● ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ বিকালে রাস্তা থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেল এক হিন্দু গৃহবধুকে, স্থানীয় থানার পুলিশ অফিসারের পাশবিক নির্যাতনে ৮ মাসের গর্ভবতী বধূর সন্তান প্রসব হয়েছে। ঘটনা স্থলে স্থানীয় শুভবৃদ্ধি সম্পন্ন মুসলিমদের গণ ধোলাইতে পালিয়ে আত্মর(া করলেন ওই লম্পট পুলিশ। বধু পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার বেতমোড় সেনাবাহিনী সদস্য পলাশ হাওলাদারের স্ত্রী।

● কোনো ধরণের পূর্নবাসন ছাড়াই খুলনা মহানগরীর প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো সুইপার কলোনী উচ্ছেদ করতে তৎপরতা শু(করে দিয়েছে খুলনা জেলা পুলিশ। ইতোমধ্যে কোলনীর ২০টি ঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে পুলিশ। হিন্দু সুইপারদের ২০ পরিবার এখন খোলা আকাশের নিচে। (সূত্র ঃ বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ)

● ১৩ জানুয়ারি ২০১২ সন্ধ্যায়, হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার হরিশ্যামা গ্রামের নির্বাচিত ইউ পি হিন্দু সদস্য জগন্নাথ দাসকে (৩৫) স্থানীয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত দা দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় পুলিশ মোঃ সাত্তার মিয়া, ধনু মিয়া, আবদুল আওয়াল মিয়া, শাহীন মিয়া ও সামছু মিয়াকে আটক করেছে।

● ২৪ জানুয়ারি ২০১২ গভীর রাতে, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার দ(িণপাড়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা অজিত কুমার ঘোষের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা ৩০ ভরি স্বর্ণ, নগদ ৩০ হাজার টাকা ৩টি মোবাইল ফোন লুট করে নিয়েছে। হামলাকারীদের বেদম প্রহারে গৃহ কর্তা অজিত ঘোষ তার স্ত্রী লক্ষ্মীরানী ঘোষ ও বৃদ্ধামাতা রেখা রানী গু(তর আহত হয়েছে।

● ১১ জানুয়ারি ২০১২ সকাল বেলা, রাঙামাটি জেলার বাগছড়া এলাকা থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসী নেতা অনিলচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যাকে অগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছে। এ ঘটনা সমগ্র জেলায় আদিবাসীরা বি(োভ প্রদর্শন করেছেন।

● ১ মার্চ ২০১২ বেলা ১১ টায়, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার তেঘুরিয়া কামারপাড়া এলাকায়, খ্রিস্টান মিশনারির একটি গাড়িতে মাদ্রাসা শি(ক ও ছাত্ররা হামলা করেছে। হামলায় ৩ মার্কিন নাগরিক গু(তর আহত হয়েছে। আহতরা হলেন, মিঃ রিট থ্রিচজন, বেনজামিন ফ্রাংকসও মিসেস এনরান থ্রিচজন। এ ঘটনায় উগ্র ধর্মান্ধ মাদ্রাসা অধ্য(আব্দুল বারী, শি(ক মোঃ জাকারিয়া ও ছাত্র অন্তর মিয়াকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

● সম্প্রতি বরিশাল জেলার আগৈলঝড়া উপজেলার জে এল ৯৯ বাগধা মৌজার এস এ ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮ দাগে ১৪ শতক জমিতে ১২৫ বছর পূর্বে দেবোত্তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের কালী মন্দির এখন বেদখল হয়ে গেছে। মন্দিরের জমি খালেক খান নামে এক মুসলিম দুর্বৃত্ত বলপূর্বক দখল করে নিয়েছে। গত তিন মাস ওই মন্দিরে কোন 'হিন্দু' পূজার অর্চনা করতে পারছে না। মন্দিরসংলগ্ন শ্মশানে কোন হিন্দু মৃতদেহ সেখানে দাহ করতে দিচ্ছেনা। মন্দির কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মজুমাদর প্রশাসনের নিকট অভিযোগ জানিয়েছেন। কোন প্রতিকার আজ পর্যন্ত হয় নাই।

● ২ ফেব্রুয়ারী ২০১২, রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার গোলারামদিয়া মৌজায় সুনীলা বালা সাহা, স্বরূপ কুমার সাহা ও সুভাষ কুমার সাহা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১৩ শতাংশ জমি স্থানীয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ ফা(ক মিয়া, জরিনা বিবি, নাজমুল হাসান ও রফিকুল আলম বলপূর্বক দখল করে নিয়েছে।

● ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ বেলা ৯টায়, বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার হোগলাপালা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা গৌতম মৃধার বাড়িতে ৬০/৭০ জন মুসলিম দুর্বৃত্ত সোহেল খাঁ নেতৃত্বে হামলা করেছে। গৌতমের স্ত্রী-হামলাকারীদের প্রহারে গু(তর আহত হয়েছে। তিন বছরের ছোট শিশুকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ঘর বাড়ি ভাংচুর এবং লুটপাট হয়েছে। একটি ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। দুটি পান বরজ থেকে তিন ল(াধিক টাকার পান লুট করে নিয়েছে। হামলাকারী সোহেল খাঁ এলাকায় আওয়ামী লিগ সংসদ সদস্যর প্রশ্রয়ে দীর্ঘদিন যাবত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করছে বলে অভিযোগ। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী এলাকার তিনহাজার সংখ্যালঘু হিন্দু এ ঘটনার প্রতিবাদে বি(াভ প্রদর্শন করেছেন।

● গত এক মাস পূর্বে বাসের চাকার তলায় ফেলে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয় হিন্দু সাংবাদিক গৌতম দাসকে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাতের অন্ধকারে তার পৈত্রিক বাড়ি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডে ৪ শতাংশ জমি জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে তৈরী করা হয়েচে আওয়ামী লিগ কার্য্যালয় ও বঙ্গবন্ধু ক্লাব।

● ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সন্ধ্যা ৮টায়, গাজীপুর (জয়দেবপুর) জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সাকিপুর বাজার এলাকায়, হিন্দু শি(ক গোবিন্দচন্দ্র অধিকারীর বাসায় কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা করেছে। হামলাকারীরা নগদ ৫০ হাজার টাকা ৫ ভরি স্বর্ণালংকার সহ পাঁচলাখ টাকার মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়েছে।

● ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাতে, রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার কামারপাড়া গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী সনজোলি সরেন (৫০) নামে এক আদিবাসী মহিলাকে জবাই করে (গলা কেটে) হত্যা করা হয়েছে। স্বামী এবং ছেলের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ওই মহিলাকে হত্যা করে। এ ঘটনায় আদিবাসীদের মধ্যে আতংক ছাড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় থানার এ এস আই তৌহিদুল ইসলাম সংবাদ মাধ্যমকে জানান, সনজেলিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

● ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ গভীর রাতে, মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলা সদরে থানার নিকট কর্মকার পাড়ায় হিন্দু ব্যবসায়ী চিত্তরঞ্জন কর্মকারের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা করেছে। ৭১ ভরি স্বর্ণালংকার ১০০ ভরি রূপা ও নগদ ১০ হাজার টাকা লুট করে কর্মকার পরিবারের সদস্যদের বেদম প্রহার করে চলে গেছে।

● ১৮ জানুয়ারী ২০১২, রাজশাহীতে এক খ্রীস্টধর্মাবলম্বী আদিবাসী কিশোরী এক মুসলিম দুর্বৃত্ত কর্তৃক ধর্ষণের ঘটনায়

তীব্র বিে ভ দেখিয়েছে। আদিবাসী পরিষদ, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, আদিবাসী যুব পরিষদ, আদিবাসী ছাত্র পরিষদ সহ ৭টি সংগঠন সম্মিলিতভাবে বিে ভে অংশগ্রহণ করেন।

● ১৮ জানুয়ারী ২০১২, নারায়ণ গঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার নয়াপুর বাজারে অবস্থিত হিন্দু ব্যবসায়ী তপন ধরের 'রিতা জুয়েলার্সে' আগ্নেয়াস্ত্র ধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা দোকানের নৈশ প্রহরী মোঃ চান মিয়াকে (৬৫) নির্মমভাবে হত্যা করে ৬০ ভরি সোনা নগদ ৮০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে চলে যায়।

● ২০ জানুয়ারী ২০১২, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কাছিপাড়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা জয়দেব পাল প্রাণনাশের আতংকে বাড়ি ঘর ফেলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তার শ্যালক কমল পালের এক একর জমি দেওপাশা মৌজায় রয়েছে। উক্ত জমি জয়দেব তত্ত্বাবধান করে থাকে। স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ নাসিম উক্ত জমি বিনা মূল্যে লিখে দেবার দাবি জানিয়ে শ্যালক ও ভগ্নিপতির ওপর চাপ সৃষ্টি করে আসছে। অন্যথায় তাদের দু'জনকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে।

● ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২ বেলা ১২টার সময়, ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলার আটঘর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান সংখ্যালঘু হিন্দু মলয় বসুকে (৪৫) প্রকাশ্যে হত্যা করেছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। মোটর সাইকেল যোগে তার কার্য্যালয়ে যাওয়ার পথে রণকাইল নামক স্থানে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা তার গতিরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতারি কুপিয়ে মলয়কে হত্যা করে।

● হিন্দুরা আমাদের ভোট দেয় নাই এই কথা বলে তাঁদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লিগের মুসলিম সমর্থকরা। বাড়ি ঘর ভাংচুর, লুট ও পিটিয়ে আহত করা হয়েছে কয়েকজন সংখ্যালঘু নাগরিককে। ২ জুলাই ০১১, সন্ধ্যা সাতটায় এ ঘটনা ঘটেছে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার ফুলসুতি ইউনিয়নের রামপাশা গ্রামে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লিগের পরাজিত প্রার্থী সিরাজ খানের ৫০ জন সমর্থক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালালে চিত্ত সাহা (৫৮), চঞ্চল সাহা (৩৬) ও শচীন কুমার সাহা (৫০) গু(তর আহত হয়েছে। আনুমানিক ৬ লাখ টাকার সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● জোর করে তোলা আপত্তিকর ভিডিও চিত্র মোবাইল ফোনে ছড়িয়ে দেওয়ায় ে ভ ও ঘৃণায় আত্মহত্যা করেছেন স্নাতক ছাত্রী ও হিন্দু গৃহবধু সুপর্ণা বালা (২২)। বরিশাল ব্রজমোহন বি এম কলেজের গণিত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন আত্মহননকারীনি। ভিডিও চিত্র ধারণকারী দুই মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ নজ(ল ইসলাম ও তার ভাই আবদুর রাজ্জাককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সুর্পনার বাড়ি খুলনা জেলার আশাশুনি উপজেলার ল ীখালী গ্রামে। গত ১৮ জুলাই ২০১১ বরিশাল শহরে কলেজ রো লেচু শাহ রোডে এ ঘটনা ঘটেছে।

● ১৫ জুলাই ২০১১, নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন (লাঙ্গলবন্ধ) মহাত্মা গান্ধী মন্দিরের পূজারী হিন্দু রমেশচন্দ্র চত্র(বর্ত্তীর ছেলে বাবু চত্র(বর্ত্তী প্রেম করে ভিন্ন বর্ণের একটি মেয়েকে আদালতের মাধ্যমে রেজেষ্ট্রী বিবাহ করে। এলাকার মুসলিম দুর্বৃত্তরা ি প্ত হয়ে এঘটনায় প্রহসন মূলক বিচার সভায় তিনশত লোকের সামনে বাবুর শরীরে ৩০ বার বেত্রাঘাত করে। এরপর বাবুর গোপন অঙ্গে ইঁটের টুকরো বেঁধে ২ কিঃ মিঃ প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য করা হয়। এ ঘটনা সাংবাদিকদের জানানোর অভিযোগে বাবুর আত্মীয় বিমল রায় ও সুকুমার রায়কেও বেদম প্রহার করেছে দুর্বৃত্তরা।

● ১০ জুলাই ২০১১, রাজশাহী জেলার গোদাগারী উপজেলার সিমলা দিঘীপাড়া গ্রামের আদিবাসী খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ও শি ি কা মরিয়ম সূর্যকে (৫৫) নির্মমভাবে হত্যা করেছে কতিপর মুসলিম দুর্বৃত্ত। তার সঞ্চিত অর্থ ও স্বর্ণলংকার লুট করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা উক্ত মহিলার সম্ভ্রম লুটের পর শ্বাস(দ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর বিবস্ত্র অবস্থায় লাশ একটি গাছে ঝুলিয়ে দেয়। এই বিভৎস হত্যাকাণ্ডে এলাকায় আদিবাসীদের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে।

● ১১ আগস্ট ২০১১, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউরা উপজেলার ঢুলিপাড়া এলাকায় একটি সেতুর নিচ থেকে নীলিমা দেব (৮০) নামে এক হিন্দু মহিলার লাশ পুলিশ উদ্ধার করেছে। ওই মহিলা চুনঘর গ্রামে একটি মন্দিরের সেবাইত ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে উত্ত(মহিলাকে ধ্বাস(দ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর মুসলিম দুর্বৃত্তরা লাশ উত্ত(স্থানে ফেলে দিয়ে চলে গেছে।

● ১৭ই আগষ্ট ২০১১, লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর পৌর শহর এলাকায় মুড়িহাটায় অবস্থিত হিন্দু সম্প্রদায়ের 'জগন্নাথ দেব' মন্দিরে মুসলিম দুর্বৃত্তদের একটি দল হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীদের ছোড়া ইঁট পাটকেলের আঘাতে দুটি প্রতিমা চুর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে। এ ঘটনায় মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

● ২১ জুলাই ২০১১, চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত হিন্দু ছাত্র তন্ময় পালকে মুসলিম দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। স্কুল থেকে ফেরার পথে তাকে অপহরণ করা হয়। ২২ জুলাই স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ অদ্যবধি তাকে উদ্ধার করতে পারেন নাই।

● ৪ আগষ্ট ২০১১ গভীর রাতে, ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার ইয়ারপুর এলাকায় এক হিন্দু বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র ধারী মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা ৫০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার ও নগদ ৫ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। হামলা কারীদের বেদম প্রহারে গৃহকর্ত্তা ব্যবসায়ী আশু দাস, তুষ্ট দাস, বাসুদেব দাস ও বীথিকা দাস নামে এক মহিলা গু(তর আহত হয়েছে। স্থানীয় থানায় এ ঘটনায় অভিযোগ জানাতে গেলে ও সি ১৫০ গ্রাম স্বর্ণালংকার লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ।

● ২ আগষ্ট ২০১১, গোপালগঞ্জ জেলা শহরে বসবাসকারী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী বাবলু বি(শ্বাসের বাড়ি-ঘর বল পূর্বক দখল করে নিয়েছিল গোপালগঞ্জ শহর আওয়ামী লিগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুসলিম দুর্বৃত্ত মাহবুবুর রহমান ডিগল মিয়া। এর প্রতিবাদ জানাতে গেলে স্থানীয় থানার ভিতর পুলিশের সামনে প্রহৃত হন এক খ্রীস্ট ধর্মজাক। এর পর প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিনের হস্ত(পে দখলীয় বাড়ি ছেড়ে চলে যায় আওয়ামী নেতা।

● ৮ আগষ্ট ২০১১, জাহাঙ্গীর নগর বি(বিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের ৩৭ তম ব্যাচের হিন্দু ছাত্র পিনাকপাণি ভট্টাচার্য বেদম প্রহৃত হলেন ছাত্রলীগ নেতা মুসলিম দুর্বৃত্ত আজগর আলীর হাতে। বেলা ১২টার সময় প্রকাশ্য স্থানে শত শত লোকের সম্মুখে।

● ২০০১-২০১১ সালের বাংলাদেশ সরকারের জনগণনা তথ্য অনুসারে ১৫টি জেলায় ৯ লাখ ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক নিখোঁজ। প্রকৃতপ(ধর্মান্ধ ইসলামী মৌলবাদীদের অমানবিক উৎপীড়নে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন।

● ২ অক্টোবর ২০১২ গভীর রাতে, হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার বাসুরা গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক লিটন ভট্টাচার্যের বাড়িতে দুর্গা মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা নির্মিয়মান দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ মূর্তি ভাংচুর করে। গৃহকর্তা এবং মূর্তি নির্মাণ কারিগরদের বেধরক মারধোর করেছে। এই হামলার নেতৃত্বদানকারী মৌলবাদী দুর্বৃত্ত তাজুল ইসলাম (৪৫) বি(দ্ধে স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ২ অক্টোবর ২০১২ গভীর রাতে, টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার ধনবাড়ী গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বজনীন রাধাগোবিন্দ আশ্রমে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত পরিকল্পিত ভাবে হামলা চালিয়েছে। শারদীয় উৎসবের জন্য নির্মিয়মান দেবী দুর্গা, কার্তিক, গনেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অসুর মূর্তি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে, পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি চিত্তরঞ্জন সরকার ও সম্পাদক (িতিশচন্দ্র দত্ত বাদী হয়ে স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

● ৩ অক্টোবর ২০১২ গভীররাতে, গাজীপুর (জয়দেবপুর) জেলার শ্রীপুর উপজেলার ধলজোর গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক রবীন্দ্রনাথ সরকারের পারিবারিক মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা মন্দিরে

পূজিত লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি সহ ৬টি দেব মূর্তি ভাংচুর করে। পুজার আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘুদের মনে আতংক দেখা দিয়েছে। স্থানীয় পুলিশ মোঃ সজীব ইসলাম নামে এক দুর্বৃত্তকে আটক করেছে।

● 'জলে বসবাস করে কুমিড়ের সাথে যুদ্ধ করা যায় না বাবা! আমরা তো সংখ্যালঘু। বাংলাদেশেই আমাদের বসবাস করতে হবে। তাই শত অন্যায় অত্যাচার মুখ বন্ধ করে সইতে হবে। না হলে মেয়েতো মরেছে, আমাদের পরিবারশুদ্ধ মরতে হবে'(অশ্রুসজল চোখে একথা বলেন বরিশাল জেলা শহর সংলগ্ন মহিলাড়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা অমূল্য মণ্ডল। গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ বেলা ১১টার সময় অমূল্য কন্যা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সেতু মণ্ডল স্কুলে যাওয়ার পথে ওই গ্রামের মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ ইমন মিয়া আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে সেতুকে অপহরণ করে নিয়ে পার্শ্ববর্তী বাঘার গ্রামে তিন দিন একটি বাড়িতে আটক রেখে সম্ভ্রম লুট করে ছেড়ে দেয়। সেতু অপমানের জ্বালায় আত্মহত্যা করে। বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদে অপরাধীর শাস্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। সেতুর পিতা আত্মহত্যার জন্য দায়ী ইমনের বি(দ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন। এরপর সেতুর পিতার ওপর মামলা প্রত্যাহার করার জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি(রা চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সদস্য মোঃ কামাল হোসেন, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতা সুশিল করাতি, প্রভাষক আলমগীর কবিরাজ সহ ১৪ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি(র শালিশীতে ইমনের দুইলাখ টাকা জরিমানা করা হয়। অমুল্যকে মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। এলাকায় এই শালীশীকে মানুষ 'বাংলাদেশী বিচার' রসিকতা করে বলছে'।

● ২৯ আগষ্ট ২০১২, নওগাঁ জেলার ধামইর হাট উপজেলার সংখ্যালঘু আদিবাসী কৃষক জাম্বু চড়ের হত্যার প্রতিবাদে প্রচণ্ড বি(োভ ও রাস্তা অবরোধ হয়েছে। ২৭ আগষ্ট সন্ধ্যায় হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত তার গলা কেটে (জবাই করে) হত্যা করে, এর প্রতিবাদে সহস্রাধিক আদিবাসী বি(োভ প্রদর্শন এবং নির্বাহী কর্তার নিকট হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

● ২৩ আগস্ট ২০১২ রাতে, ঢাকা শহরে মহাখালী ব(ব্যাধি হাসপাতাল এলাকায়, স্টাফ কোয়ার্টারে সংখ্যালঘু হিন্দু বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের নেতা ডা. নারায়ণচন্দ্র দত্ত নিতাইকে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পুলিশ এ ঘটনায় পাঁচ দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

● ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ দিবালোকে, সংখ্যালঘু খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সম্পত্তি বরিশাল ব্যাপ্টিস্ট মিশনে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে ৪৪টি খ্রীষ্টান পরিবারকে তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করে জমির দখল নিয়েছে। তাণ্ডব চালানোর সময় দুর্বৃত্তরা প্রধান পলকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে।

● ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ বেলা ১১টায়, গোপালগঞ্জ জেলা শহরে কুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যাণ্ড এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু কলেজ ছাত্রী চামেলী বি(্বাস এক মুসলিম দুর্বৃত্তর হাতে প্রহৃত হয়েছেন।

● ২৬ আগষ্ট ২০১২, খাগড়াছড়ি জেলার দিঘিনালা উপজেলার জামতলী এলাকায় একটি পুকুর থেকে আদিবাসী হিন্দু কিপিন্দ্র ত্রিপুরায় বস্তাবন্দি লাশ পুলিশ উদ্ধার করেছে। বৈ(পা ব্রজকুমার কার্বারীপাড়ার বাসিন্দা কৃষি কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

● ২৬ আগষ্ট ২০১২, খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ির অমরপুর এলাকায় এক আদিবাসী সংখ্যালঘু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ত্রিরত্ন চাকমার জমি এক মুসলিম পরিবার বলপূর্বক দখল করতে গেলে, আদিবাসী পরিবারটি বাধা দেয়। এ সময় মুসলিম পরিবারটির সশস্ত্র হামলায় আদিবাসী পরিবারের ৩ সদস্য গু(তর আহত হয়।

● সম্প্রতি মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার বাঘরা বাজারে শতাধিক সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের চারটি দোকান লুট করে নিয়েছে। নরেন্দ্র কর্মকারের স্বর্ণের দোকান থেকে ৮৩ ভরি স্বর্ণালংকার নগদ এক লাখ টাকা। মাধব পালের ২৫ ভরি স্বর্ণ ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা, বিমল পালের ৩০ ভরি স্বর্ণ এক লাখ টাকা, মদন দাসের ২৬ ভরি স্বর্ণ ও ৬৭ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।

● ১৯৭১ স্বাধীনতা যুদ্ধে, বাগেরহাট জেলার শাখারীকাঠি বাজারে ৪০ জন অসহায় সংখ্যালঘু হিন্দু হত্যার যুদ্ধপরাধীদের বি(দ্ধে মামলা করায় বাদী সংখ্যালঘু হিন্দু নিমাইচন্দ্র দাসকে সম্প্রতি হত্যার হুমকি দিয়েছে স্থানীয় জামায়াত নেতারা।

● ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২, দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর উপজেলার উত্তরা পলাশবাড়ি এ এস এম উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর সংখ্যালঘু হিন্দু ছাত্রী দিতি রানী দাস (১৩) এক মুসলিম দুর্বৃত্তর যৌন হয়রানীর শিকার হয়ে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

● ১৪ পেপ্টেম্বর ২০১২ রাত্রি একটায়, ঝিনাইদহ জেলা সদর উপজেলার কোরাপাড়া-বটতলা সংখ্যালঘু হিন্দু বাড়িতে হামলা চালিয়ে ১৪/১৫ জনের সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত দল ব্যাপক লুটপাট চালিয়েছে। দুর্বৃত্তদের বোমা ও ছুরির আঘাতে সুবাস সাহা, শ্যামল সাহা, শিপ্রা সাহা, লাবণী সাহা ও বৃদ্ধা কোমারানী সাহা গু(তর আহত হয়েছে, স্বর্ণালংকার সহ ৫ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে দুর্বৃত্তরা চলে গেছে।

● ১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ গভীর রাতে, টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার ডুবাইল ইউনিয়নের বাথুলী পালপাড়া গ্রামে সংখ্যালঘু মহিন্দ্র নাথ পালের বাড়িতে নির্মিয়মান দুর্গাপ্রতিমা কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছে। সার্বজনীন এই দুর্গাপূজা কমিটির সভাপতি সীতানাথ সূত্রধর এ ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

● ৪ অক্টোবর ২০১২ গভীর রাতে, বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানী ছহেরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শি(ক সুনীল বি(াস ও স্ত্রী ঝর্ণা বি(াসের ওপর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। অস্ত্রের আঘাতে শি(ক দম্পতি গু(তর আহত হয়েছেন।

● ১০ অক্টোবর ২০১২ গভীর রাতে, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার ছোট শিকারপুর গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সার্বজনীন মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা দূর্গা পূজার জন্য নির্মিয়মান দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ও অসুর মূর্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়।

● ১২ অক্টোবর ২০১২ সন্ধ্যায়, কুস্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার হিড়িমদিয়া দ(িণপাড়া গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩টি পরিবারের ওপর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা উত্তম দেবনাথ, অমল দেবনাথ ও রাজিব দেবনাথের বাড়িতে প্রবেশ করে তিন লাখ টাকা জিজিয়াকর বাবদ দাবী করে। এই টাকা দিতে অস্বীকার করায় সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা দলবদ্ধভাবে বাড়ি-ঘর ভাংচুর ও লুটপাট শু(করে দেয়। এ সময় বাধা দিতে গিয়ে রাজিব দেবনাথ গু(তর আহত হয়। দুর্বৃত্তরা আনুমানিক পাঁচ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে চলে যায়। কুস্টিয়া জেলাশাসক বণমালী ভৌমিক ও উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২, কক্সবাজার জেলার রামু উখিয়া, পটিয়া ও টেকনাফ এলাকায় পরিকল্পিত ভাবে সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক হামলা চালালো ধর্মান্ধ ইসলামী মৌলবাদীরা। ঘটনার সূত্রপাত ওই দিন সন্ধ্যায় ফকিরবাজার অবস্থিত 'ফা(ক কম্পিউটার টেলিকম' নামক দোকানে এসে সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী উত্তম কুমার বড়ুয়ার ফেসবুক ট্যা গ করে মুসলিম ছাত্র দুধর্ষ মোঃ আব্দুল মুত্ত(াদির আলিফ। একটি বিতর্কিত ছবির শতশত কপি প্রিন্ট করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করে মুত্ত(াদির আলিফ। এই ছবিকে অজুহাত করে জামায়েতে ইসলামের সদস্যরা ইসলাম অপমানের কথা বলে উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে থাকে। শত শত ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জমায়েত হয়। এক পর্যায়ে রাত্রি ১১টার পর থেকে সশস্ত্র ধর্মান্ধ মানুষ দলবদ্ধ ভাবে সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাড়ি-ঘর দোকান লুটপাট, ভাংচুর, মহিলাদের (ীলতাহানি ও শতাধিক বছরের প্রাচীন মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ২৯ ও ৩০ দুই দিন ধরে দফায়-দফায় এক তরফা হামলা চললেও স্থানীয় প্রশাসন ছিল নীরব। পুলিশ ঘটনার শু(থেকেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল, ফলে, ১২টি বৌদ্ধ মন্দির, ৩টি হিন্দু মন্দির, ৪০টি সংখ্যালঘু বাড়ি-হামলাকারীদের গান পাউডার

ও পেট্রোল ছড়িয়ে লাগিয়ে দেওয়া আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। শতাধিক সংখ্যালঘু বাড়ি লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা নেত্রী এলাকা পরিদর্শন করেছেন। শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যাণ্ড সহ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রতিবাদ বি(োভ সংগঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে অভ্যন্তরে সমস্ত জেলা শহরে সংখ্যালঘুরা বি(োভে ফেটে পড়েছে।

● ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২, রাঙামাটি সরকারী কলেজে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু আদিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছাত্র ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় ৫০ জন গু(তর আহত হয়েছে। এ সময় সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করা হয়। আদিবাসী ছাত্ররাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ছাত্র, শি(ক, সাংবাদিক ও পথচারি গু(তর আহত হওয়ার ঘটনায় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেন ও সেনা টহলের ব্যবস্থা করা হলে সন্ধ্যায় অবস্থা স্বাভাবিক হয়।

● ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল ৮ টার সময়, খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার দুদুকছড়ি এলাকায় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সুনীতি চাকমা ও পীযুষ কুমার চাকমা নিহত হয়েছেন।

● ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২, কক্সবাজার জেলার কুয়াকাটা এলাকায় সংখ্যালঘু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আদিবাসী নেতা উকো রাখাইন দুই মুসলিম দুর্বৃত্তর প্রহারে গু(তর আহত হয়েছে। এলাকার চিহ্নি(ত দুর্বৃত্ত সাগর মোল্লা ও তোফায়েল আহামেদ উকো'র ওপর হামলা চালায়।

● ৯ নভেম্বর ২০১২ গভীর রাতে, সুনামগঞ্জ পৌর শহরে মল্লিকপুর এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শ(্মোন কালিমন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা সাতটি পূজিত দেব মূর্ত্তি ভাংচুর করে চলে যায়। সুনামগঞ্জের এ ডি এম মমতাজ উদ্দিন, পৌর মেয়র আয়ুব বখত জগলু ও পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ১১ নভেম্বর ২০১২ গভীর রাতে, দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার শারঘরীয়া সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দুর্গা মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা মন্দিরে পূজিত ৪টি দেব মূর্তি ভাংচুর করে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। জেলা পুলিশ সুপার মোঃ ময়নুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহি অফিসার রোখসানা বেগম ও থানার অফিসার ইনচার্জ নাসির উদ্দিন মণ্ডল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● সম্প্রতি নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিরাহিমপুর গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা সঞ্জিব কুমার ভৌমিকের স্ত্রী শ্রীমতি অনামিকা ভৌমিক (২৩) ও তার দুই বছরের বয়সী কন্যাকে, দশ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ নন্দন শাহ, মোঃ লিটন শাহ আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অনামিকার বাবা নিকুঞ্জ দেবনাথ কন্যা ও নাতনী উদ্ধারের দাবি জানিয়ে মামলা করলে, পুলিশ দীর্ঘ টালবাহানার দেড় মাস পর তাদের উদ্ধার করেছে।

● ১২ নভেম্বর ২০১২ গভীর রাতে, বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার খুন্না বাজার সংলগ্ন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সেবাশ্রমের সর্বজনীন কালী মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারিরা পূজার জন্য নির্মিত কালী প্রতিমা ভাঙচুর করে ও আসবাবপত্র লুঠ করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে।

● ১ নভেম্বর ২০১২ সন্ধ্যায়, খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বারদোনা গ্রামের সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রূপায়ন চাকমাকে (২০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। ওই দিন সন্ধ্যায়, দোকান থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্র(য় করে বাড়ি ফেরার পথে রূপায়ন অপহৃত হয়। পরবর্তী দিন সকাল বেলা হাজরাছড়ি মুখ এলাকা থেকে (ত বি(ত গলা কাটা রূপায়নের মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় থানায় খবর দেয়। পুলিশ লাশ নিয়ে গেছে।

● ১৩ অক্টোবর ২০১২ গভীর রাতে, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার আতশখালী গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু দাসবাড়িতে দুর্গামণ্ডপে হামলা চালিয়েছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা দুর্গা, সরস্বতী, কার্তিক, গনেশের মূর্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় পূজাকমিটির সভাপতি শংকরচন্দ্র স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। ওসি জুলফিকার মোঃ গাজ্জালী বলেন, দুর্বৃত্তদের খুঁজতে ইতিমধ্যে পুলিশ কাজ শু(করে দিয়েছে, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।

● ১৩ অক্টোবর ২০১২ গভীর রাতে, লালমণির হাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার পূর্ব নত্তদাবাস গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজিত রাধাকৃষ(মন্দিরে এক দুধর্ষ চুরি হয়েছে। কতিপয় মুসলিম চোর মন্দিরের লোহার গেট ভেঙ্গে রাধাকৃষ(ও বাল গোপালের দেড় কেজি ওজনের তিনটি রৌপ্য মূর্ত্তি নিয়ে চম্পট দিয়েছে। এ ঘটনায় মন্দির কমিটির সভাপতি শ্রীমতি মুক্ত(ারানী বাদী হয়ে স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। স্থানীয় থানার ওসি তাপস সরকার জানান তদন্ত শেষে উপযুক্ত(ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

● ১৩ অক্টোবর ২০১২ রাত্রি ১২ টার সময়, রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার পলাশী গ্রামে সংখ্যালঘু আদিবাসী হিন্দু বাসিন্দা রবি দাস মার্ডি ও ফণি কিস্কুর ওপর দুই সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে রবি ও ফণির গলা কেটে (জবাই করে) হত্যা করে। ১৪ অক্টোবর রাজশাহী বি(বিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু ছাত্ররা প্রতিবাদে বি(ভ প্রদর্শন করেছেন।

● ২০ অক্টোবর ২০১২ সন্ধ্যায়, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার সুলতানা মন্দির গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা রিটু আইচকে (২৮) গলা কেটে (জবাই করে) হত্যা করা হয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত তাকে অপহরণ করে নিয়ে কালী মন্দিরের সামনে তাকে গলা কেটে (জবাই) করে হত্যা করা হয়। নিহত ব্যক্তি(জিপি এইচ এ চাকরি করতেন বলে জানা গেছে। এলাকায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয়েছে।

● চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হলো এক সংখ্যালঘু হিন্দু যাত্রীকে। ১৮ অক্টোবর ২০১২ রাতে এ ঘটনা ঘটেছে। জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী স্টেশন থেকে যমুনা ট্রেন ছাড়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। কতিপয় সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত ওই গাড়িতে ওঠে অবাধ লুটপাট শু(করে। ধুতি কাপড় পরিহিত হিন্দু বারই পটল পালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রেবতি পালকে (৪০) চার দুর্বৃত্ত চ্যাং দোলা করে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে।

● ১৮ই অক্টোবর ২০১২ রাতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের কান্দিপাড়া এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা সুনীল কর্মকারের ছেলে সুমন কর্মকারকে (৩৫) সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে নিয়ে নির্মমভাবে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। আখউড়া জি.আর.পি সুমনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে প্রেরণ করেছে।

● ২০ অক্টোবর ২০১২ বেলা ১২টায়, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার নায়ারকান্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হিন্দু প্রধান শি(ক অনাথ বন্ধু হালদারকে বেদম প্রহার করে জুতার মালা গলায় দিয়ে ঘোড়ানো হয়, অফিস সহকারী নিয়োগ না পেয়ে ওই অযোগ্য প্রার্থী শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও মৌলবাদী প্রভাব খাটিয়ে এই অমানবিক ঘটনা ঘটিয়েছে।

● ১৪ অক্টোবর ২০১২ সন্ধ্যায়, বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার চর সোনাকুর গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের সাইফুল ইসলামের স্ত্রী, তিন সন্তানের জননী নিলুফাকে ৪০ বার বেত্রাঘাত করে স্বামী সন্তানসহ গ্রাম থেকে বিতাড়িত করলো স্থানীয় ইউ পি চেয়ারম্যান ও মৌলনা। নিলুফার অপরাধ তার খালাতো (মাসতুতো ভাই) এর সাথে রাস্তায় প্রকাশ্যে কথা বলছিল, এই কারণে পরকীয়ার অপবাদ দিয়ে তার ওপর নির্মম নির্যাতন করা হয়।

● ১৮ অক্টোবর ২০১২, বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সোমাইরপাড় গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু কলেজ-ছাত্রী-মিতালী বাড়ৈ (১৮) বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। সূত্র জানায় গত কয়েকদিন যাবৎ কলেজে যাওয়ার পথে কয়েকজন মুসলিম দুর্বৃত্ত তাকে নানাভাবে কুপ্রস্তাব দিয়ে বিরক্ত(করতো এবং তাকে অপহরণ করবে বলে হুমকি দিত। লজ্জা ঘৃণায় মিতালী শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে তার নিজের মুক্তি(র পথ বেছে নিয়েছে বলে জানা যায়।

● ১৯ অক্টোবর ২০১২ বেলা একটার সময়, বরিশাল জেলা শহরে নতুন বাজার এলাকায় নিজ জমিতে সাইনবোর্ড লাগাতে গেলে সংখ্যালঘু হিন্দু এ্যাডভোকেট উত্তম কুমার কর মুসলিম দুর্বৃত্তদের হাতে বেদম প্রহৃত হলেন। তাকে গু(তর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

● ১৬ অক্টোবর ২০১২, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার কর্তব্যরত সংখ্যালঘু হিন্দু পুলিশ সদস্য নৃপেন চন্দ্র ধরকে (নং ৩৬৮) কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্রাধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে যায়। তিন দিন পর তাকে অচৈতন্য অবস্থায় সরকার বাজার এলাকা থেকে পুলিশ উদ্ধার করে, স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা দিয়েছে। উক্ত(পুলিশ সদস্যর বাড়ি সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার জাঙ্গাইল গ্রামে।

● ১৮ অক্টোবর ২০১২ গভীর রাতে, গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড় উপজেলার বান্ধাবাড়ি গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় ধর্মীয় উৎসবের দুর্গা প্রতিমা কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ভাংচুর করেছে। পূজা কমিটির সভাপতি সূর্যকান্ত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক রতন সরকার বাদী হয়ে স্থানীয় থানায় একটি মামলা করেছেন।

● ১৬ অক্টোবর ২০১২, গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি উপজেলার ভগবানপুর গ্রামের নুড়িপাড়ার হত দরিদ্র মুসলিম মহিলা বিলকিস বেগম অমানবিক ফতোয়ার শিকার হলেন। পরকীয়ার অসত্য অভিযোগ তুলে গ্রাম্য মৌলবাদী মুসলিমরা তার ওপর মধ্যযুগীয় কায়দায় অমানবিকভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায়। এক ঘরের মধ্যে বন্ধ করে ওই মহিলাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে ১০-১২ জন মৌলবাদী তার গোপন অঙ্গ, পেটে, বুকে অবাধে লাথি, ঘুষি মারতে থাকে। এক পর্যায়ে বিলকিস অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তাকে আশংকাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

● ২৪ নভেম্বর ২০১২ বেলা ৩টায়, বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচের সভাপতি, মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী ও আইনজীবি সংখ্যালঘু হিন্দু রবীন্দ্র কুমার ঘোষ পিরোজপুর জেলা পুলিশ সুপার অফিসের মধ্যে, পুলিশ সুপার আখতা(জ্জমানের হাতে শারিরীকভাবে নিগৃহীত হলেন। তার জামার কলার ধরে গালে চরথাপ্পর, বুকেও পেটে লাথি মারা হয়। তিনি একটি সংখ্যালঘু নির্যাতনের মামলা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। গত ১১ মে ২০১২, তার পরিবারের ওপর মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। ঘোষ পরিবার আতংক রয়েছেন।

● ৩ নভেম্বর ২০১২, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ছড়ান নামক গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা হৃদয় মোহন্তের বাড়ি ও দোকান দখলের জন্য মুসলিম দুর্বৃত্ত গোলাম মোস্তাফার নেতৃত্বে সশস্ত্র ৩০/৩৫ জন দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীদের বেদম প্রহারে ৮ জন শিশু ও নারীসহ ২০ জন হিন্দু গু(তর আহত হয়েছে।

● ১০ নভেম্বর ২০১২ গভীর রাতে, সুনামগঞ্জ পৌর শহরে মল্লিকপুর এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ৭টি পূজিত দেব মূর্তি ভাংচুর করেছে।

● ৬ নভেম্বর ২০১২ গভীর রাতে, গোপালগঞ্জ জেলার কোটালী পাড়া উপজেলায় বিখ্যাত হিন্দু সাধক 'গণেশ পাগল সেবাশ্রমে' কতিপয় সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চলিয়ে পূজিত দেব দেবীর মূর্তি ভাংচুর করেছে। এ ঘটনায় এলাকায় সংখ্যালঘুদের মনে আতংক সৃষ্টি হয়েছে।

● ১১ নভেম্বর ২০১২, বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলা সদরে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরের জমি দখলের হুমকি দিয়েছে রাজনৈতিক প্রভাবশালী মৌলবাদী মুসলিম নেতা। বাধা দিলে ওই এলাকার সমস্ত হিন্দুদের ভারতে চলে যেতে বাধ্য করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে।

● ৯ নভেম্বর ২০১২ গভীর রাতে, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনার গাঁ উপজেলা সদরে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত দুর্গা ও রাধাকৃষ(মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আগুন লাগিয়ে দিলে, মন্দির দু'টি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

● ১ অক্টোবর গভীর রাতে, কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলার মহম্মদপুর গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় ধর্মীয় উৎসবের দুর্গা প্রতিমা কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চলিয়ে ভাংচুর করেছে।

● ১১ নভেম্বর ২০১২ আনুমানিক রাত্রি ১২ টার সময়, কুমিল্লা জেলার জাফরগঞ্জ এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু বনমালী আচার্য্যের বাড়িতে কালী মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে পূজিত কালী প্রতিমা ভাংচুর করেছে।

● ৯ নভেম্বর ২০১২, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলা সদরে সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা মাখন পাল বৈরাগীকে তার বসত বাড়ি থেকে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত উচ্ছেদের হুমকি দিয়েছে। বৈরাগী পরিবার আতংকে রয়েছে।

● ৬ নভেম্বর ২০১২, বগুড়া জেলার দুবরা এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দু নরেশচন্দ্র দাসের কন্যা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীকে এলাকার মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ দুলাল হোসেনের ছেলে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। নরেশবাবু থানায় অভিযোগ জানানোর অপরাধে অপহরণকারীরা দাস পরিবারের সমস্ত সদস্যদের হত্যার হুমকি দিয়েছে।

● ২২ নভেম্বর ২০১২ সন্ধ্যায়, নাটোর জেলা শহরে 'জামায়াতে ইসলামের' উগ্র সাম্প্রদায়িক মিছিলেনর পর, ওই দলের সমর্থকরা সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের পুজিত কালী মন্দিরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

● ১৭ নভেম্বর ২০১২ রাতে, সুনামগঞ্জ জেলা শহরে মধ্যপাড়া এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত কালী মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে।

● ২২ ডিসেম্বর ২০১২ ভোর রাতে, ফেনি জেলার সদর উপজেলার দ(িণ গোবিন্দপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা পণ্ডিত বসন্ত কুমার শীলের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলো ইসলামী মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা। ৫টি ঘরে, কেরসিন তেল ছড়িয়ে একযোগে ঘরগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। কেরসিন তেলের গন্ধ ও আগুনের উত্তাপে ঘরের মধ্যে শীল পরিবারের সদস্যদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারা দ্রুত ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে কোনরকমে প্রাণ র(া করেছেন। ৫টি ঘর সহ আসবাবপত্র ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ২০ ডিসেম্বর ২০১২ গভীর রাতে, মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলা সদরে, কালীবাড়ি বাজারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দিরে পূজিত কালীমূর্তি ইসলামী মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা ভাংচুর করেছে। রাজৈর থানার ওসি মোফাজ্জল হক সহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ৪ জানুয়ারি ২০১৩, মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার বুনাগাতি গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক নিশিকান্ত সরকারের ওপর হামলা চালালো ইসলামী মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা। পার্শ্ববর্তী হাটবাড়িয়া গ্রামের দুর্বৃত্ত মোঃ মোস্তাফা ও ওবায়দুর রহমান নিশিকান্তর নিকট এক লাখ টাকা জিজিয়া কর বাবদ দাবি করলে, তিনি ওই টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপরই নিশিকান্তর ওপর হামলা চালায়। গু(তর আহত নিশিকান্তকে শালিখা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুনাগাতি, কুয়াতপুর, ছাবাড়ি, নরপতি, রাধাডাঙ্গা সহ ১০ গ্রামের হিন্দুরা বি(োভ প্রদর্শন করেছেন।

● সম্প্রতি ভিটে-মাটি সর্বস্য ফেলে, চোখের জল একমাত্র সম্বল নিয়ে রাতারাতি ভারতে পালিয়ে এলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু কমলেশের পরিবার। বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার হিন্দু বাসিন্দা কমলেশ-এর স্ত্রীর সম্ভ্রম লুট করেছে উপজেলা নির্বাচিত চেয়ারম্যান শেখ মহাফুজুর রহমান। এই কথা প্রকাশ করলে ওই পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হবে বলে ইসলামী মৌলবাদী দুর্বৃত্ত মহাফুজুর হুকমি দেয়। ১৬দিন আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে আশ্রয়ে লুকিয়ে থেকে স্ত্রী, একমাত্র পুত্রকে নিয়ে কমলেশ জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হয়। কচুয়া উপজেলা মুক্তি(যোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমাণ্ডার মোঃ শুকুর আলী এই ঘটনা জানতে পেরে ওই চেয়ারম্যানের বি(দ্ধে বাদী হয়ে একটি ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছেন। ওই দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকায় বি(োভ অব্যাহত রয়েছে। ১৩ জানুয়ারী ২০১৩ অর্দ্ধদিবস হরতাল পালিত হয়েছে।

● ৭ নভেম্বর ২০১২, সিলেট জেলার বি(নাথ উপজেলার সাদুল্লাপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক শশাংক দাসের কন্যা শিল্পী রানী দাসকে (১৪) ইসলামী মৌলবাদীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অপহৃতা স্থানীয় জনকল্যাণ হাইস্কুলের ছাত্রী। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে, ইসলামী মৌলবাদী মোঃ ফৈজুল মিয়া, জাহাঙ্গীর হোসেনও মহিবুর রহমান আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। শিল্পীর মা কল্পনা দেবী ও পিতা শশাংক দাস বাদী হয়ে বি(নাথ

থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং ৯৯/১০/২০১২। ৭/৩০ধারা অনুসারে নারী ও শিশু নির্যাতন ধারা ২০০৩।

● সম্প্রতি বাউফল জেলার সদর থানার কুম্ভকালী গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক বিপেন দাসের বাড়িতে দিনের বেলা সশস্ত্র ইসলামী দুর্বৃত্তরা হামলা চালালো। হামলাকারীরা ওই পরিবারের গৃহ বধু আরতি রানী দাস (৩৫) কে বিবস্ত্র করে উল্লাস করেছে। পরিবারের শিশু ও মহিলাসহ সবাইকে মারধোর করে নগদ ল(াধিক টাকা ও প্রয়োজনীয় আসাবাবপত্র ১০লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। পার্শ্ববর্তী ঝিলনা গ্রামের চিহ্নি(ত সন্ত্রাসী মোঃ লিটন শিকদারের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী এই হামলা চালায়।

● ১২ জানুয়ারী ২০১৩, রাজধানী শহর ঢাকা শাহবাগ এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক, জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী 'কৃষ(কলিকে' তিন লাখ টাকা জিজিয়াকর দেবার জন্য ফোনে ইসলামী মৌলবাদীরা হুমকি দিয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

● ৯ ডিসেম্বর ২০১২, রাজধানী শহর পুরাতন ঢাকার জগন্নাথ বি(েবিদ্যালয় এলাকায় নিরীহ টেলারিং দোকানের মালিক, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক বি(েজিত দাসকে (২৮) পিটিয়ে-কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করলো ইসলামী মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা। প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনে এ ঘটনা ঘটলেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে পুলিশ। বাংলাদেশের প্রাক্ত(ন রাষ্ট্রপতি হুসেন মুহাম্মদ এরশাদ নিহতর মা বাবার সাথে সা(াত করে সমবেদনা জানিয়ে ৫০ হাজার টাকা হস্তান্তর করেন। বি(েজিত যে স্থানে প্রান হারিয়েছে ওই স্থানের নাম বি(েজিত চত্বর করার দাবি জানিয়েছেন। শীর্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আকবর সোবাহান বি(েজিতের পরিবারকে ১০ লাখ টাকা সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

● ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা ৭.৩০ সময়, গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার ভাটিকামারী গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক কলেজ ছাত্রী বাসনা চক্র(বর্ত্তী (১৬) নামে এক কিশোরীকে ইসলামী মৌলবাদীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। উক্ত(কিশোরীকে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে মোঃ জয়নাল শেখ (২০) মোঃ তারা শেখ (২৭) অপহরণ করে। বাসনার পিতা অরূপ কুমার চক্র(বর্ত্তী স্থানীয় থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। মুকসুদপুর থানা কেস নং -০২ তারিখ ৮.১.২০১৩।

● ১৫ জানুয়ারী ২০১৩ গভীররাতে, সুনামগঞ্জ জেলা শহরে অবস্থিত শতাধিক বছরের প্রাচীন কালীমন্দির আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দিলো ইসলামী মৌলবাদীরা। আশেপাশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিকরা নিয়মিত পূজা অর্চনা করতো বলে জানা গেছে। স্থানীয় জামায়েতে ইসলামী দলের কর্মীরা উক্ত(মন্দির নিয়ে মাঝে মধ্যে প্রকাশ্যে কূটউক্তি(করতো। এ ঘটনা তাদেরই কাজ বলে এলাকার মানুষ সন্দেহ করছে।

● ১ জানুয়ারী ২০১৩ বিকাল ৫টায়, খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গাড়িটানা এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিকদের পূজিত কালী মন্দিরে ইসলামী মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। হামলকারীরা মন্দিরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পূজিত কালী মূর্তি ভাংচুর করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মঞ্জুর হোসেন (৪০) নামে এক ব্যক্তি(কে এ ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে আটক করেছে।

● ২১ ডিসেম্বর ২০১২ রাতে, চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার পূর্বগুজরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের জ্ঞানাংকুর বিহার (মন্দিরের) জমি দখলের চেষ্টা করলো ইসলামী মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা। ১৯ ডিসেম্বর গভীর রাতে শাহ আমানত সিণ্ডিকেট বায়না সূত্রে অত্র সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ মালিক বলে দাবী করে।

● ৫ জানুয়ারী ২০১৩, রাঙামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার আদিবাসী মারমা কোলনীর ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নাগরিক টমকিং মারমাকে (১৪) অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ পার্শ্ববর্তী কোলনীর ইসলামী মৌলবাদী দুর্বৃত্ত আলাউদ্দিনকে কাউখালী থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

● ২১ জানুয়ারী ২০১৩ গভীর রাতে, পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার ছনেট গাবুয়া গ্রামের, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক মনোরঞ্জন বাঘমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল ইসলামী মৌলবাদীরা। মনোরঞ্জনের ৩ একর ৩৮ শতাংশ জমি, স্থানীয় ইসলামী মৌলবাদী, জামায়াত ইসলাম সদস্য মোঃ আজিবুর রহমান, মোঃ আনোয়ার হোসেন, জাহাঙ্গীর হাওদার জালদলিলের মাধ্যমে জবর দখল করে নিয়েছে। মনোরঞ্জন এ ঘটনায় আদালতে মামলা দায়ের করায় উক্ত(দুর্বৃত্তরা গভীর রাতে হামলা চালিয়ে বাড়ি ঘর লুট পাট করে। ওই সময় উক্ত(পরিবার ও প্রতিবেশীদের বেধরক মারধোর করে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, দুর্বৃত্তরা চলে যাবার সময় পরিবারের এক কিশোরীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আগুনে ৭টি হিন্দু পরিবারের ঘর-অসবাবপত্র ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● গত ছয় মাসে বাংলাদেশে ১৭ জন আদিবাসী নারী ও কিশোরী ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। চারজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, আর যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে দুজন। তিন পার্বত্য জেলাসহ চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরে এসব ঘটনা ঘটেছে। আদিবাসী নারীদের ওপর সহিংসতার এই চিত্র তুলে ধরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন এবং এর ১০৬ টি অঙ্গ-সংগঠন। পার্বত্য এলাকায় কর্মরত সহযোগী সংগঠনগুলোর পাঠানো তথ্য অনুযায়ী, সহিংতার শিকার এসব নারীর অধিকাংশেরই বয়স ১৪ থেকে ২৫। অভিযুক্ত(দের বি(দ্ধে মামলা হলেও কেউ কেউ রাজনৈতিক দলের ও বিশেষ বাহিনীর সদস্য হওয়ায় তাঁদের বি(দ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দোষী ব্যক্তি(দের বি(দ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো দাবি জানিয়েছে।

● ১৪ জুন ২০১৩ গভীর রাতে, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার শাহমীরপুরের জেলেপাড়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালীমন্দিরে হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারী মোঃ মোহাম্মদ মিয়া, মোঃ টিপু, মোঃ ইউনুস ও মোঃ জসিম মন্দিরে ঢুকে সমস্ত পূজিত মূর্তি ভাংচুর করে, কেরসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে সম্পূর্ণ মন্দির ভস্মীভূত হয়ে গেছে। প্রায় ছয় লাখ টাকার মন্দিরের সম্পত্তি (তিগ্রস্ত হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকেয়া পারভিন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হবে জানিয়েছেন।

● ২ মার্চ ২০১৩ বেলা ২টায়, সুনামগঞ্জ জেলা পৌরশহরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপাসনালয় রামকৃষ(আশ্রম মন্দিরের ওপর জামায়াত ইসলাম সদস্যরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা মন্দিরের ওপর নির্বিচারে ইটপাটকেল নি(েপ করতে থাকে। পার্শ্ববর্তী হিন্দু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান লুটপাট ও ভাংচুরের শিকার হয়েছে।

● ১৪ মার্চ ২০১৩ সকাল ৮ থেকে, সিলেট জেলা শহরে ঈদগাহ এলাকায় কুমারপাড়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু খ্রীষ্টান মিশনারীদের মালিকাধীন কবরস্থানের মাটি লুট করে নিয়েছে কতিপয় মুসলিম মৌলবাদী। ১২ জন মৌলবাদী মুসলিম খ্রীষ্টান কবরস্থানের টিলা কর্তন করার সময় পুলিশ তাড়া করলে মৌলবাদীরা পালিয়ে যায়।

● ১৩ মার্চ ২০১৩ সকাল ৯ টায়, বগুড়া জেলার শান্তাহার উপজেলা শহরে রোডস এ্যাণ্ড হাইওয়ে ওয়ার্কশপ মসজিদের সামনে থেকে এক ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু শি(ি কাকে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে গেছে। উৎরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শি(িকা পুষ্পিতা ভৌমিক (২২) স্কুলে যাবার পথে ফিল্মি স্টাইলে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। ওই শি(িকার আর্ত চিৎকার শোনার পরও কোন মানুষ তাকে উদ্ধার করতে সাহস করেন নাই। স্থানীয় থানায় অপহৃতার পিতা সুবোধ ভৌমিক একটি অপহরনের মামলা দায়ের করেছেন।

● ৫ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার দ্বি'পাশা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু রনজিত হালদারের পরিবারের একমাত্র কন্যা বীথিরানী হালদারকে (১৫) অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গেছে কতিপয় মৌলবাদী মুসলিম দুর্বৃত্ত। গ্রামের মৌলবাদী জামায়াত সদস্য ফিরোজ বয়াতি (২২) তার দলবল নিয়ে হামলা চালিয়ে ওই কিশোরীকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তদের বেদম প্রহারে রনজিত ও তার স্ত্রী গু(তর আহত হয়েছেন। স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানালে ও পুলিশ অপহৃতাকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেন নাই।

● ১২ মার্চ ২০১৩ রাত্রি ৯ টায়, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার মশাখালী ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত মুখী গ্রামে, পুতিয়া নদীর পারে অবস্থিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রাচীন হিন্দু মন্দিরে মৌলবাদী জামায়াত ইসলামের সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। উত্ত(কালীমন্দিরের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে, পূজিত দেবী মূর্তি ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়।

● ১২ মার্চ ২০১৩ দুপুর ১২.৩০ সময়, রাঙ্গামাটি জেলার দীঘিনালা উপজেলার দঝরপাড়া এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্রধারী দুর্বৃত্তদের ব্রাশ ফায়ারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চার আদিবাসী প্রাণ হারিয়েছে। নিহতরা হলেন সুদীর্ঘ চাকমা (৩৯) , জীবন চাকমা (৩৪) জ্ঞানেন্দু চাকমা (২৫) ও সুপেয় চাকমা (২৪)। আলো চাকমা ২৪ গু(তর আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

● ২ মার্চ ২০১৩ রাত দশটায়, সিলেট জেলা শহরে আখালিয়া তপোবন এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ছাত্র নেতা জগৎ জুতি তালুকদারকে (২২) মৌলবাদী জামায়াত ও ছাত্র শিবির কর্মীরা নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে। বাড়ি ফেরার পথে, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড সদর দফতরের সামনে, চার দিক থেকে ঘেরাও করে নিয়ে ধারাল অস্ত্র দিয়ে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে জগৎজুতিকে হত্যা করে।

● ৭ মার্চ ২০১৩ রাত ৮ টায়, যশোর জেলা সদর উপজেলায় সুড়ো বাজার এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক সরবিন্দু মজুমদার (২০) মৌলবাদী জামায়াত সদস্যদের হামলায় নিহত হয়েছে। ওই সময় বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।

● ৭ মার্চ ২০১৩ বিকাল ৩টায়, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার নিশানবেড়িয়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের ওপর মৌলবাদী জামায়াত সদস্যরা হামলা চালিয়েছে। সামান্য ত্রি(কেট খেলার বিরোধকে কেন্দ্রকরে জামায়াত সদস্য মোঃ হেলাল, মোঃ শেখর, মোঃ টিপু মিয়ার নেতৃত্বে ১৫ জন দুর্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লুটপাট, ভাংচুর শু(করে । এ সময় বাধা দিলে, হামলাকারীদের প্রহারে সুমন শিকদার (১৬), অ(ন শিকদার (২৫), অসিত শিকদার (১৮) ও তিন বছরের শিশু অপর্ণা শিকদার গু(তর আহত হয়েছে। গ্রামের মানুষ আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে।

● ৮ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার হেলাচিয়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা উমেশ চন্দ্র সরকারের বাড়িতে হামলা চালালো মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা। আগ্নেয়াস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা ২৫০ গ্রাম স্বর্ণালংকার, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও একটি লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক লুট করে। দুর্বৃত্তদের বেদম প্রহারে আহতদের ওই থানার ওসি আশরাফ-উল-ইসলাম মানিকগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে দিয়েছে।

● ৮ মার্চ ২০১৩ রাত একটায়, খুলনা জেলার ডুমুড়িয়া উপজেলার শাহপুর বাজারে হামলা চালিয়েছে একদল আগ্নেয়াস্ত্রধারী মৌলবাদী সন্ত্রাসী দুর্বৃত্ত। বাছাই করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। শিল্পী জুয়েলার্স, জয় মা জুয়েলার্স, তনুশ্রী জুয়েলার্স, বাসন্তী বস্ত্রালয় ও নিলয় স্টোর্স থেকে নগদ টাকা। সোনা এবং (পা সহ আনুমানিক ৬০ লাখ টাকার সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে।

● ৪ মার্চ ২০১৩ সন্ধ্যায়, ময়মন সিংহ জেলা সদরে শিববাড়ি এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ী সুখরঞ্জন বণিককে নগদ এক লাখ টাকা জিজিয়া করের দাবিতে প্রকাশ্য রাস্তা থেকে মৌলবাদী ছাত্র শিবিরের সদস্যরা অপহরণের চেষ্টা করে। তার আর্ত চিৎকারে পথচারীরা এসে সুখরঞ্জনকে উদ্ধার করে।

● ১৫ এপ্রিল ২০১৩ গভীর রাতে, খুলনা জেলার বৈঠাঘাটা উপজেলার বিত্তশলুয়া গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু হারান মণ্ডলের বাড়িতে হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা। আগ্নেয়াস্ত্রধারী জামায়াতে ইসলামী সদস্যরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে ওই পরিবারের লোকদের বেধরক মারধোর করে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও রৌপ্যলংকার সহ

আনুমানিক তিন লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। এলাকায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে। স্থানীয় থানার পুলিশ কর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ২৫ জুলাই ২০১৩ গভীর রাতে, নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলা সদরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কেন্দ্রীয় মন্দিরে হামলা চালালো একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা পূজিত দুর্গা ও বাসুদেব মন্দিরে ১০টি মূর্তি ভাংচুর ও পূজার ল(াধিক টাকার উপকরণ লুট করে নিয়ে চলে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় থানার ওসি একরামুল হক সরকার ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ২৬ জুলাই ২০১৩ রাতে, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার টাকিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত দেউপাসা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের দুর্গা মন্দিরে হামলা চালালো মুসলিম দুর্বৃত্তরা। হামলাকারীরা সর্বজনীন পূজিত দুর্গা মূর্তি সহ ১১টি দেব মূর্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। এলাকায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

● ১৭ জুন ২০১৩, শত বছরের প্রথা ভেঙ্গে ফরিদপুর জেলার মধুখালীতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের গঙ্গা স্থানের মেলা বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। মধুখালী উপজেলার জাননগর গ্রামে সার্বজনীন মন্দিরে পূজা উপল(কয়েকলাখ হিন্দু গড়াই নদীতে স্নান করেন। স্নানকে কেন্দ্র করে ৭ দিনের গ্রামীন মেলা বসে। প্রশাসন এবার মেলা বন্ধ করে দিয়েছে। পূণ্যার্থীরা কোনরকমে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেরে বিষন্ন মনে বাড়ি ফিরে গেছেন।

● ২০ জুন ২০১৩ গভীর রাতে, গোপালগঞ্জ জেলার কাশীয়ানী উপজেলার ভাদুলিয়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত সর্বজনীন শ(্মোন ঘাট কালীমন্দিরে হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। তারা পূজিত কালীমাতার দেবীমূর্তি ভাংচুর করে, প্রণামী বাক্সের দানের টাকা, এবং তামা-পিতল-কাঁসা পূজার আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে চলে যায়। উপজেলা চেয়ারম্যান সুব্রত ঠাকুর ও থানার ইন্সপেক্টর বেলায়েত হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ২৪ জুন ২০১৩ গভীর রাতে, কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার ভোগবেতাল এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ৫০০ বছরের প্রাচীন শ্রীশ্রীগোপীনাথ মন্দিরের নির্মানাধীন প্রাচীর ভেঙ্গে ফেললো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। গত ৪ দিন পূর্বে মন্দির কমিটি ১৫০ ফুট প্রাচীর নির্মান করে। ওই দিন গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়। খবর পেয়ে অতিরিক্ত(পুলিশ সুপার জিয়াউল হাসান তালুকদার, এএসপি আনোয়া(ল হক, ইউ এন ও ফারাহগুল নিঝুম ও ওসি এমদাদুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ২২ জুন ২০১৩ রাত্রি ৩ টায় ঢাকা শহরে, সাভার থানার অন্তর্গত আশুলিয়া দ(িণ গাজীর চট এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাভার বনবিহার বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা চালালো একদল সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা দান বাক্সের টাকা, স্বর্ণ ও রৌপ্যলংকার সহ পূজার জন্য র(িত তামা, পিতল, কাসার আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে ধর্ম আনন্দ নামে এক সন্ন্যাসী গু(তর আহত হয়েছেন। জেলা পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্ত্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ১৪ জুন ২০১৩ গভীর রাতে, মাদারীপুর জেলা উপজেলার কালীর বাজার এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দিরে হামলা চালালো এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী মোঃ আবুল সরদার। ওই দিন বিকালে মন্দিরে প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়, রাতে মন্দিরে ঢুকে পূজিত দুর্গা, গণেশ, সরস্বতী মূর্তি ভাংচুর করে। প্রতিবাদে ও অপরাধীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সমস্ত হিন্দু ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ রাখে। পুলিশ অভিযুক্ত(কে গ্রেপ্তার করেছে। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

● ১৪ জুন ২০১৩ গভীর রাতে, শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার চান্দেরকান্দা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক নিহার চন্দ্রের অর্দ্ধশত বছরের প্রাচীন কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে পূজিত কালীমাতার মূর্তি ভাংচুর করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। এ খবর পেয়ে নকলা থানার ও সি একে এম ফসিউর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। স্থানীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

● ১ জুলাই ২০১৩ গভীর রাতে, নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর পৌর এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী মন্দিরে হামলা করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা পূজিত কালী মূর্তি ভাংচুর করেছে। এ খবর পেয়ে, দুর্গাপুর থানার ওসি আলমগীর হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

● ২ জুলাই ২০১৩ মধ্যরাতে, সিরাজগঞ্জ জেলার তারাশ উপজেলা সদরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ১৬ শতাব্দী ঐতিহ্যবাহী রাধাগোবিন্দ মন্দিরে হামলা করলো একদল সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা ৮টি কস্টি পাথরের পূজিত দেব মূর্তি, স্বর্ণালংকার, তামা, পিতল, কাসার আসবাব পত্র এবং বিপুল পরিমান রৌপ্যলংকার লুট করে নিয়ে গেছে। লুণ্ঠিত দ্রব্যের আনুমানিক মুল্য এক কোটি টাকা বলে জানা গেছে। এ খবর পেয়ে উপজেলা অফিসার শরীফ রায়হান কবীর ও স্থানীয় থানার ওসি আব্দুর রফিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ১৬ জুলাই ২০১৩ রাতে, ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার টিউকান্দা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী মন্দিরে হামলা করলো একদল সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা পূজিত কালী মূর্তি মন্দির থেকে রাস্তায় বের করে নিয়ে ভাংচুর করে ফেলে রেখে যায়। তারাকান্দা থানার ওসি আব্দুল ওদুদ এখবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

● ২০ জুলাই ২০১৩ দিনের বেলা, খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরংগা উপজেলার গোমতি এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসীদের ওপর হামলা চালালো একদল সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা আদিবাসীদের ঘর-বাড়ি ব্যাপক লুটপাটের পর এক পর্যায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। ৪০টি আদিবাসী পরিবার তাদের মহিলা ও শিশুদের নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এ ঘটনায় আদিবাসী সংগঠন ইউ পি এফ গোমতি বাজারে তীব্র বিে ভ প্রদর্শন করতে গেলে প্রশাসন ১৪৪ ধারা বলবৎ করে বিে ভ বন্ধ করে দেয়।

● ৯ জুলাই ২০১৩ রাতে, নোয়া খালী জেলার চন্দ্রগঞ্জ এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা চালালো একদল আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা বাড়ি-ঘর লুটপাট শেষে ওই পরিবারের সদস্যা স্কুল ছাত্রী সীমা রানী দাস (১৫) আগ্নেয়াস্ত্রে মুখে অপহরণ করে নিয়ে, গণসভ্রম লুটের পর তাকে হত্যা করে মৃতদেহ বাড়ির পাশে ফেলে রেখে যায়। ওই এলাকার হিন্দুরা বাংলাদেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবর এসেছে।

● ২৭ জুলাই ২০১৩ সন্ধ্যায়, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার মান্দারী বাজার এলাকা থেকে নেসলে কোং জেলা বিপনন প্রতিনিধি ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু তমালচন্দ্র দেবনাথকে (৪৬) আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে জামায়াত বি এন পি সমর্থিত মুসলিম দুর্বৃত্ত বাবুল বাহিনী অপহরণ করে নিয়ে যায়। তমালের পিতা জমি বিক্রি(করে চারলাখ টাকা মুক্তি(পণ দিয়ে তমালকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

● ৩১ মে ২০১৩ দিনের বেলা, নরসিংদি জেলার ভৈরব উপজেলার গাছতলাঘাট এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু কিষানা দেবনাথের বাকপ্রতিবন্ধী কিশোরী কন্যা সভ্রম লুটের শিকার হলো। এলাকার দুর্ধষ মৌলবাদী মোঃ রবীন আহমেদ রকি ও মোঃ বুলবুল আহামেদ তাকে অপহরণ করে নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে ভিতি প্রদর্শন করে সম্ভ্রম লুট করে। এঘটনায় কিশোরীর মা কাকলী দেবনাথ বাদী হয়ে স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ দুই ধর্ষককে গ্রেপ্তার করেছে।

● ১৫ জুন ২০১৩ রাতে, চট্টগ্রাম জেলা শহরে আকবর শাহ থানাধীন কৈবল্য ধাম এলাকা থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু প্রিয়ম আচার্য নামে এক যুবককে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করলো। হাজারী লেনের মিয়া শপিং কমপে-ক্সের নিকট এ ঘটনা ঘটেছে।

● ২৩ জুন ২০১৩ রাতে, নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার ভগবানপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু আদিবাসী, কৃষ(মহাতোকে (২৮) অপহরণ করে নিয়ে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত।

● সম্প্রতি সাতি(রা জেলা সদর উপজেলার গাঙনিয়া গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু কিশোরী তপতী মণ্ডলের ওপর শারীরিক নির্যাতনের বি(দ্ধে উত্তাল হলো সাতি(রা। কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণে ব্যর্থ হয়ে কিশোরীর শরীরে কেরসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। দুর্বৃত্তরা থানার ওসিও বিএনপি নেতার মদত পুষ্ঠ। এ ঘটনার বি(দ্ধে ১২ টি মানবাধিকার সংগঠন আন্দোলনে সাতি(রা উত্তাল হয়ে উঠছে।

● সম্প্রতি খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার ডেউয়াতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ছাত্রী, রাখী রায়কে (১২) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আব্দুর রহিম, শাকির সেখ, সালাম মিয়াও হাফিজুর রহমান আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে ওই ছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়েছে।

● ২৮ জুন ২০১৩ রাত ৯টায়, রাঙামাটি আধুনিক হাসপাতালের চিকিৎসক ধর্মীয় সংখ্যালঘু তুষার কান্তি নাথকে রাস্তা থেকে অপহরণ করে নিয়ে বেধরক পিটিয়ে আহত করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যায়।

● সম্প্রতি নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার এড়েন্দা গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের জমি এখন হরিলুটের মাল হিসাবে গণ্য হচ্ছে। ওই গ্রামের ১৫টি হিন্দু পরিবারের ১৭ একর জমি, বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা। এলাকার কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত জাল দলিলের মাধ্যমে জমি দখলের পায়তারা করছে। প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা সবার কাছে আর্জি জানিয়ে কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে ওই সমস্ত পরিবার বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

● ৩ জুন ২০১৩ রাতে, বগুড়া জেলা সদর উপজেলার শেখের কোলা পালপাড়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু মৃৎশিল্পি রমেশ চন্দ্র পালকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। তার গলা কেটে (জবাই করে) হত্যা করা হয়।

● ২ জুন ২০১৩ গভীর রাতে, চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার ইডেন ভট্যরহাট শিংকুরে ব্রজহরি দাসের বাড়ি শীল পাড়ায় বিমল শীলের বাড়িও আচার্য্য পাড়ার সুশীল আচার্য্যের বাড়িতে সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে পাঁচ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। (তিগ্রস্ত তিন হিন্দু পরিবার আতংকে রয়েছে।

● ৫ জুন ২০১৩ বেলা দশটায়, বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপজেলা হাউসপুর গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সুগত দেবনাথের স্ত্রী হিন্দু গৃহবধু পিংকি দেবনাথ তার জায়ের ৯ বছরের মেয়েকে নিয়ে স্থানীয় চাপাপুর বাজারে ওষুধ কেনার জন্য যাচ্ছিলেন। এ সময় প্রকাশ্য রাস্তায় চিহি(ত পাঁচ মুসলিম দুর্বৃত্ত ওই গৃহবধুর (ীলতাহানী করে। তার শাড়ি টেনে খুলে উল্লাস করে ও জাপটে ধরে স্বর্ণালংকার লুট করে। গৃহবধুর আর্ত চিৎকার লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে। মোঃ রহিদ, (২৪), মোঃ (বেল (২২) ও মোঃ মজিবর (২৭) আসামী করে স্থানীয় থানার একটি (ীলতাহানির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ১ জুন ২০১৩ বেলা একটায়, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার কোটগাঁও গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু লিটন ঘোষ (৪৬) ও গোবিন্দ ঘোষ (৩৮) প্রতিবেশী মুসলিম দুর্বৃত্ত দেলোয়ার হোসেনের সশস্ত্র আত্র(মণে গু(তর আহত হয়েছেন।

● স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে, ১৩ বছর বয়সী ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গেল ৩ মুসলিম দুর্বৃত্ত। এ ঘটনা ঘটেছে ঢাকা শহরে টঙ্গী থানার সিরাজ উদ্দিন সরকার উচ্চ বিদ্যালয়ের গেটের সম্মুখে। অপহৃতার মা কৃষ(া মণ্ডল থানায় অভিযোগ জানায়। ওই ছাত্রীকে কক্সবাজার এলাকায় নিয়ে ধর্মান্তরিত করে নাম রাখা হয় আয়েশা আক্ত(ার। মোঃ মানিক নামে এক (২০) বছরের যুবকের সাথে নিকা দেওয়া হয়। পুলিশ অপহরণ কারীদের মোবাইল ট্রেকিং করে দুই মাস পর ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করেছে।

● ৮ জুন ২০১৩ গভীর রাতে, নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার মধ্য মদনচক গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু রবীন্দ্র

সরকারের বাড়িতে হামলা চালালো সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্তরা। রনজিৎ সরকার ও সনজিত সরকার সহ পরিবারের সব সদস্যদের বেধরক মারপিট করে প্রায় তিন লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

● ২ মে ২০১২, সুনামগঞ্জ জেলার দ(িণ সুনামগঞ্জ উপজেলার জয়কলস গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা বাবুল বি(্বাসের ১৩ বছর বয়স্ক ছেলে টিটু বি(্বাসকে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে। তাকে (্বাস(দ্ধ করে হত্যার পর মৃতদেহ স্থানীয় নাইন্দা নদীতে ফেলে দিয়ে দুর্বৃত্তরা চলে যায়।

● ২২ এপ্রিল ২০১২, গভীর রাতে, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার কালাবিলা গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা হিমান্ত বেপারির বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হিমান্ত ও তার স্ত্রী বাসন্তীকে বেদম প্রহার করে গু(তর আহত করে। স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা সহ ল(াধিক টাকা ও জমিজমার দলিলপত্র দুর্বৃত্তরা লুট করে নিয়ে গেছে।

● সম্প্রতি সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দাদের বাড়িতে চুরির ফলে রাতের ঘুম বন্ধ হয়ে গেছে। সংঘবদ্ধ চোরেরা বাবুল দেবনাথ, শশীকান্ত গোপ, সাধন চন্দ্র দাস, মানিক চন্দ্র চন্দ ও শি(িকা মাধবী রানী নাথের বাড়ি থেকে ১৫ লাখ টাকার মালপত্র চুরি করে নিয়েছে।

● ২৫ এপ্রিল ২০১২ গভীর রাতে, দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার মাগুড়াবান গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা ঋষিকেশ রায়ের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা ওই বাড়ির নৈশ প্রহরী আদিবাসী লম্ব মুর্মুকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে তিন লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়েছে।

● ১৩ মে ২০১২ বেলা ১২টার সময়, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর বাজারে স্বর্ণ ব্যবসায়ী সংখ্যালঘু হিন্দু চৈতন্য বসাকের 'নিলা স্বর্ণ নিকেতনে' আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। দোকান মালিককে বেদম পিটিয়ে গু(তর আহত করে ৫ লাখ টাকার সোনা ও রূপা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

● ৫ মে ২০১২, বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া কাঠিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই সংখ্যালঘু ছাত্রী হিন্দু কেয়া কির্ত্তনীয়া (১৫) ও খ্রীস্টান ডলি বাইনকে (১৪) কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে গেছে। স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানো সত্বেও পুলিশ অপহৃতদের এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেন নাই।

● ৯ মে ২০১২, রাঙ্গামাটি জেলার সংগদু উপজেলার সাদাছড়া গ্রামের সংখ্যালঘু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আদিবাসী চাকমা কিশোরী সুজাতা চাকমাকে (১০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তার দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্(রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। সুজাতা উল্টাছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী বলে জানা গেছে।

● ৭ মে ২০১২, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার তারাবাড়ি গ্রামের স্কুল শি(িকা সংখ্যালঘু খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী মেরি মিস্ত্রীর (৩৫) ওপর এ্যাসিড ছুড়ে তার দেহ ঝলসে দেওয়া হয়েছে। এলাকার চিহ্নি(ত দুর্বৃত্ত মোঃ সাকিল মাহমুদ বাচ্চু স্কুলে যাবার পথে এ ঘটনা ঘটায়। দুর্বৃত্তদের বি(দ্ধে থানায় মামলা করায় তারা ওই সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর আবার হামলা করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত(দের এখনও গ্রেপ্তার করে নাই।

● ৯ মে ২০১২, নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার পোড়াদিয়া বাজারে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের জমি দখলে ব্যর্থ হয়ে দুই হিন্দু যুবককে বেদম পিটিয়ে গু(তর আহত করা হয়েছে। প্রদীপ সরকার ও রতন সরকার তাদের নিজ জমিতে টিনের ঘর নির্মাণ করতে গেলে স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ আব্দুল খালেক ও তার দলবল হামলা চালায়। নির্মিত ঘরটি ভেঙ্গে দেয়। শতশত লোকের সামনে ওই দুই যুবককে প্রহার করে গু(তর আহত করেছে।

● ৭ মে ২০১২ সন্ধ্যায়, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলার জিন্দপুর গ্রামের সংখ্যা লঘু হিন্দু স্বর্ণ ব্যবসায়ী রঞ্জিত কর্মকারকে (৩৮) অপহরণ করে নিয়ে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হত্যা করেছে। তার মৃতদেহ গোমতি নদীর জল থেকে উদ্ধার করে পুলিশ ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

১১ মে ২০১২, ইংরাজি দৈনিক ইণ্ডিপেন্ডেন্টের সিনিয়র সাংবাদিক সংখ্যালঘু হিন্দু বিভাস চন্দ্র সাহা ও মতবাদ পত্রিকার ফটো সাংবাদিক শহীদুজ্জামান টিটুকে ঢাকা শহরে ধানমণ্ডি ও শাহাবাগ এলাকায় পরিকল্পিতভাবে বাসের চাকার তলায় পিস্ট করে হত্যা করা হয়েছে।

● ১২ মে ২০১২, নরসিন্দী জেলার পলাশ উপজেলার বড়িবাড়ি গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু পরিতোষ রায়ের কলেজ পাঠরত ছাত্রী, বাড়ি থেকে কলেজ হোস্টেলে ফেরার পথে, ছাত্রী জুঁই রায়কে (১৯) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পুলিশ জানিয়েছে জুঁই-এর দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্(রয়েছে। চিনিশপুরস্থ বাসাইল রেলগেট থেকে ওই ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

● অপহরণের চার মাস পরও উদ্ধার হয় নাই সংখ্যালঘু হিন্দু কিশোরী অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ফুলবালা সরদার। রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, প্রশাসনিক কর্মকর্ত্তার 'পায়ে ধরে' কান্নাকাটি করে মেয়ের কোন সন্ধান পায়নি অপহৃতার মা-বাবা। থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ পরামর্শ দিয়েছে 'আপনাদের ভারতে চলে যাওয়া ভালো—এদেশে থাকলে এমন ঘটনা ঘটতেই পারে।' ১৩ জানুয়ারী ২০১২, প্রতিবেশী মুসলিম দুর্বৃত্ত হাসান সরদার ও তার দলবল ফুলবালার মুখ বেধে অপহরণ করে। সাতী(রা জেলার শ্যামনগর উপজেলার পূর্ব কালিনগর গ্রামের বাসিন্দা খগেন্দ্র নাথ সরদার অশ্রুসজল চোখে মানবাধিকার সংস্থা স্বদেশ কার্যালয়ে তার মেয়ে ফেরত দেবার দাবি জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

● ১৪ মে ২০১২, সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া পৌর এলাকার ঝিকিড়া মহল্লার সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা ব্যবসায়ী আশীষ কুণ্ডুকে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছে। অপহরণ-কারীরা মোবাইল ফোন যোগে মুক্তি(পণ বাবদ দশ লাখ টাকা দাবি করেছে।

● ১৮ মে ২০১২ সন্ধ্যায়, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার ভিংরাবো গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা সন্তোষ কুমার মল্লিকের বাড়িতে কতিপয় সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা অর্দ্ধ শতাধিক মানুষের সম্মুখে সন্তোষের বিবাহিতা কন্যা স্মৃতি মল্লিককে (২০) গলা টিপে শ্বাস(দ্ধ করে হত্যা করেছে। অভিযুক্ত(দুর্বৃত্ত মোঃ জামান মিয়া, মোঃ শরীফ হোসেন, মোঃ (বেল মিয়া, মোঃ বাচ্চু মিয়াও আশরাফুল ইসলামের বি(দ্ধে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করলেও স্থানীয় থানার একাংশ পুলিশ আত্মহত্যা মামলা বলে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে চাইছে।

● সম্প্রতি বরিশাল পৌর এলাকার ৩০ নং ওয়ার্ডে গণপাড়া এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা স্বপন কুমার বিশ্বাস, নিমাই চন্দ্র বিশ্বাস, সুমন চন্দ্র বিশ্বাস, সুব্রত চন্দ্র বিশ্বাস, আভারানী বিশ্বাস, পুষ্প রানী বিশ্বাস ও উজ্জ্বল বিশ্বাসদের চার একর ২০ শতক জমি, আনুমানিক মূল্য সাড়ে তিন কোটি টাকা। উক্ত(সম্পত্তি জাল দলিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টির (বিএনপির) সংসদ সদস্য মুজিবর রহমান সরোয়ার এমপির ছোট ভাই মিজানুর রহমান ওয়াহিদ বলপূর্বক দখলের চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে। ওই জমিতে বংশাত্র(মে কালী ও শিতলা মন্দির রয়েছে। ২০ এপ্রিল ২০১২ গভীর রাতে দুর্বৃত্ত মিজানুর শতাধিক সশস্ত্র দলবল নিয়ে মন্দির ভাংচুর করার অপচেষ্টা পুলিশ (খে দিয়েছে।

● সম্প্রতি মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়ায় অবস্থিত ৬৮ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যালঘু হিন্দুদের শ্রীশ্রী প্রণব মঠ ও মন্দিরের ৯ শতক জমি স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আব্দুল সামাদ মোল্লা জবর দখল করে নিয়ে গৃহ নির্মাণ করেছে। মন্দিরের সন্ন্যাসীরা জমি দখল মুক্ত(করার জন্য প্রশাসনের সর্বত্র আবেদন নিবেদন করেও প্রতিকার পাচ্ছে না।

● ২৭ এপ্রিল ২০১২, বন্দর নগরী চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ এলাকায়, ফরহাদ ম্যানশনের ছাদে নিয়ে নির্মমভাবে এক ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। সংখ্যালঘু ছাত্র হিমু মজুমদারকে তার সহপাঠী মুসলিম ছাত্ররা ওই বাড়ির ছাদে নিয়ে যায়, এরপর শারীরিক নির্যাতনের পর হিংস্র প্রকৃতির ৫টি জার্মানি ডোবারম্যান কুকুর লেলিয়ে দেয়া হয়। কুকুরের এলোপাতাড়ি কামড়ে গু(তর আহত হলে, হিমুকে ছাদ থেকে নিচের দিকে ছুড়ে ফেলা হয়। হিমুর বাবা প্রবীর

মজুমদার ও মামা প্রকাশ দাস একটি খুনের মামলা দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত(শাহ সেলিম, জুনায়েদ আহমেদ, রিয়াদ, মোঃ সাজু মিয়া, মোঃ ডেনি মিয়া ও মোঃ শাওন মিয়া। পুলিশ অভিযুক্ত(দের এখন গ্রেপ্তার করে নাই।

● ২৪ মে ২০১২ গভীর রাতে, বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলার কুসুম্বী গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা গৌরচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রধারী ১৪/১৫ জন সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা গৃহকর্তা গৌরচন্দ্র ঘোষ, স্ত্রী মিনতি ঘোষও ছেলে অপু ঘোষকে হাত পা বেঁধে এলোপাতাড়ি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গু(তর আহত করা হয়। এরপর পারিবারিক মন্দিরে হামলা চালিয়ে দেবীপ্রতিমা ভাংচুর করে ৯ লাখ টাকার সোনা, রূপাসহ বিভিন্ন মূল্যবান সম্পদ লুট করে নিয়ে চলে যায়।

● ২২ মে ২০১২ গভীর রাতে, নড়াইল সদর উপজেলার হাতিয়ারা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হতদরিদ্র হিন্দু গৃহবধু কল্পনা বি(াসকে (৪৮) ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছে।

● ২০ মে ২০১২ সন্ধ্যায় রাঙামাটি জেলা শহরে কল্যাণপুর এলাকায় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তর ছোড়া বোমার আঘাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু আদিবাসী মং সাং চিং (২০) নিহত হয়েছে। ওই যুবক কাপ্তাই সুইডিশ পলিটেকনিক্যাল কলেজের ইলেকট্রিক বিভাগের ছাত্র ছিল। নিহত যুবক কাপ্তাই রাইখালী বগিছড়া গ্রামের ক্যাচিং মারমার ছেলে বলে জানা গেছে।

● ৮ মে ২০১২ রাতে, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা, রমেশ হালদার (৪০) ও যোগেশ হালদারকে (৪৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গু(তর আহত করেছে। স্থানীয় শিকারী পাড়া বাজারে কাপড়ের দোকান বন্ধ করে বাড়ী ফেরার পথে তারা আত্র(ান্ত হয়। এসময় তাদের নিকট থেকে নগদ ৬০ হাজার টাকা দুর্বৃত্তরা ছিনিয়ে নেয়। নবাবগঞ্জ থানার পুলিশ এ ঘটনায় যুক্ত(থাকার অভিযোগে মোঃ আহাদ (২২) নামে এক অভিযুক্ত(কে গ্রেপ্তার করেছে।

● ৪ মে ২০১২ সকাল বেলা, নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার চকগোপাল গ্রামে ৫০ জন সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালালো। ঘটনাস্থলে ৩ আদিবাসী দরিদ্র কৃষি শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তিন একর বিরোধপূর্ণ জমিতে ধান কাটার জন্য ওই আদিবাসী শ্রমিকদের মোঃ ডালিম মিয়া নীয়োগ করেন। জমিতে শ্রমিকরা ধানকাটা শু(করলে প্রতিপ(মোঃ আনোয়ার মিয়ার নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্র(মণ করে। অস্ত্রের আঘাতে ঘটনাস্থলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী মদন মার্ডি (৪৬), ইলিয়াছ মার্ডি (৪২) নিহত হন। মহারাম মার্ডি (৪৯) ও কৃষ(মার্ডি গু(তর আহত অবস্থায় নওগাঁ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে মহারাম মার্ডি মারা যায়। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার পুঙ্গি গ্রামের উক্ত(শ্রমিকরা বাসিন্দা। উক্ত(জমি বিরোধপূর্ণ এ বিষয়টি শ্রমিকদের জানা ছিল না বলে জানা গেছে।

● ২৪ মে ২০১২ বিকালে, সুনামগঞ্জ জেলা শহরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মীয় কালী মন্দিরের পুরোহিত আশুতোষ গোস্বামীকে (৬৫) আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অপহরণকারীরা মূর্ত্তিপূজা বিরোধী /জমায়াতে ইসলামের সদস্যরা ওই পুরোহিতকে মূর্তি পূজা বন্ধ করার জন্য হুমকি দিয়েছিল। এই হুমকি অমান্য করায় আহুতোষ বাবুর শেষ পরিণতি কি হয়েছে এখনও অজ্ঞাত।

● ৩০ জুন ২০১২ সন্ধ্যা ৭টায়, নাটোর জেলা সদর উপজেলার হালসা গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা অশোক কুমার চত্র(বর্ত্তী পুত্র স্কুল ছাত্র অনন্ত কুমার চত্র(বর্ত্তীকে (১১) আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত পাঁচ লাখ টাকা মুক্তি(পন বাবদ দাবী করে। এ ঘটনা থানায় জানানোর অপরাধে শিশু অনন্তকে (াস রোধ করে দুর্বৃত্তরা হত্যা করে। এ ঘটনায় মোঃ আশরাফ হোসেন, মোঃ মামুন (৩০) ও মোঃ শাজাহানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত(রা হালসা মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন বাসিন্দা ও হিজবুত তওহিদ নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য বলে জানা গেছে। পুলিশের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত(রা অনন্ত হত্যার কথা স্বীকার করেছে।

● ২৭ মে ২০১২ সকাল ৯টায়, সিলেট জেলা সদর উপজেলার (স্তমপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু আদিবাসী দুলু কুরমীর বাড়িতে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে বসতবাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। এর পূর্বে হামলাকারীদের নেতা রাজনৈতিক প্রভাবশালী স্থানীয় মোঃ জাহাঙ্গীর ওই আদিবাসী পরিবারের এক একর ছয় শতক জমি জাল দলিল তৈরী করে দখল নিয়েছে। উল্লেখ্য দুলু কুরমী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তি(যুদ্ধের একজন বীর মুক্তি(যোদ্ধা। আদিবাসী পরিবারটি জমি বাড়ি হারিয়ে এখন খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছেন।

● ৩০ মে ২০১২ বেলা ১২টার সময়, বরগুনা জেলার আমতলী পৌর শহর এলাকার ব্যবসায়ী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নেতা অমল কৃষ(পালের (৫৭) ওপর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা প্রকাশ্য দিবালোকে অমলকে দুই পায়ে, হাতে ও বুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে এবং বুকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা নগদ দশ লাখ টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে দুর্বৃত্তরা চম্পট দেয়।

● ২৫ মে ২০১২, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার কুণ্ডুলিয়া গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা সুধীর মধুর কিশোরী কন্যা পপি মধু (১০) ও আগৈলঝাড়া উপজেলার নাকার গ্রামের পুলিন হালদারের কিশোরী কন্যা তৃপ্তি হালদারকে (১২) স্থানীয় আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করেছে। একই স্কুলে একই শ্রেণীতে পাঠরত দুই কিশোরীর মধ্যে বন্ধুত্ব রয়েছে। উভয়ে রাস্তায় চলার সময় ধর্মীয় মৌলবাদী জামায়তের ৪ সদস্য আগ্নেয়াস্ত্র উচিয়ে দুই কিশোরীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

● ২৬ মে ২০১২ রাত ৮টার সময়, সিলেট জেলা শহরতলীর দলইরপাড়ায় এক ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু আদিবাসী পরিবারের ওপর সশস্ত্র কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা আদিবাসী গৃহবধু সুমি বারীকে ধর্ষণ করে। তার স্বামীকে বেদম প্রহারে দুর্বৃত্তরা গু(তর আহত করে। বাড়ী ঘর ভাংচুর লুটপাট করেছে। স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানালেও অভিযুক্ত(দের বি(দ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

● সম্প্রতি বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার বাগদা গ্রামের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাসিন্দা সুনিতি দাসের পারিবারিক মন্দির থেকে একটি অস্ট ধাতু নির্মিত বুদ্ধ মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত মন্দিরের দরজার তালা ভেঙ্গে মূর্তিটি চুরি করে। স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানালে ওই পরিবারের সদস্য হরিপদ দাসকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করেছে। প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করতে পুলিশের অপচেষ্টা বলে স্থানীয় মানুষ তীব্র নিন্দা করেছেন।

● ২০ জুলাই রাত ৮টায়, গোপালগঞ্জ জেলা শহরে মানিকহার এলাকায় জাগরনী চক্র(ফাউণ্ডেশনের অফিস ক(ধর্মীয় সংখ্যালঘু দুই হিন্দু কুমারেশ বি(্বাস (৩০) ও দেবু বি(্বাসকে (২৭) আটক রেখে মধ্যযুগীয় কায়দায় দৈহিক নির্যাতন করেছে। ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় ওই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ইসলাম ধর্মাবলম্বী আবদুর রশিদ দৈহিক নির্যাতন চালায়। তিন দিন পর গু(তর আহত অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে ও ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করেছে।

● ১১ জুলাই ২০১২, বরিশাল কোর্ট পুলিশ কনস্টেবল ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু খোকন রায়কে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। অপহরণের ৮ দিন পর নলছিটি থানার পুলিশ সুগন্ধা নদীর চর থেকে খোকনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।

● ৯ জুলাই ২০১২ বেলা একটার সময়, যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলি গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা স্বপন সাহার শিশু পুত্র ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সৌরভ সাহাকে (১০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে দশ লাখ টাকা মুক্তি(পণ বাবদ দাবি করে। স্বপন বাবু এই মোটা অংকের টাকা দিতে অপারগতা জানালে দুর্বৃত্তরা শিশু সৌরভকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করেছে। শিশুর লাশ বাড়ির পাশে একটি পাট ে(তে ফেলে রেখে যায়। এ ঘটনায় পুলিশ মোঃ অমল মিয়া, মোঃ বিল্লাল মিয়া, মোঃ শ্যামল মিয়া ও মোঃ আশরাফুল মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা নির্মম হত্যার কথা পুলিশের নিকট স্বীকার করেছে।

● ৭ জুলাই ২০১২ রাতে, রাঙ্গামাটি জেলা শহরে ভেদভেদীর উলুছড়ি এলাকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলিমিলে চাকমাকে (৪২) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। নিহত মহিলা অতি দরিদ্র বলে জানা গেছে। পুলিশ হত্যাকারী মোঃ সোহেলকে (২৪) গ্রেপ্তার করেছে।

● ৮ জুলাই ২০১২ রাতে, নারায়ণগঞ্জ জেলা শহরে নিতাইগঞ্জ ঋষিপাড়া এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা রাজকুমার রাজনকে (২৫) বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। দুর্বৃত্তরা শ্(ড্রাইভার দিয়ে খুঁচিয়ে রাজনকে হত্যা করে। নিহত ব্যক্তি(র দেহে ৬টি মারাত্মক আঘাতের চিহ্(রয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় যুক্ত(থাকার অভিযোগে মোঃ পলাশ মিয়া, মোঃ সোহাগ মিয়া ও মোঃ মুন্না মিয়াকে আটক করেছে।

● সম্প্রতি পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার ধানীসাফা গ্রামের মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ কবির হাওলাদারের অত্যাচারে এলাকায় বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে হিন্দু সম্পত্তি বাড়ি-জমি দখল করা তার প্রতিদিনের কাজ হয়ে উঠেছে। গত ৯ জুলাই এক সংখ্যালঘুর দুই একর জমি দখল করতে গেলে, এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলিম ও হিন্দু সম্মিলিতভাবে ধাওয়া করে ওই দুর্বৃত্তকে এলাকা ছাড়া করে দিয়েছে।

● ৩০ জুন ২০১২ গভীর রাতে, রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার রামদিয়া ভাটুপাড়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সার্বজনীন কালীমন্দিরে কতিপয় ধর্মান্ধ জামায়েত ইসলামের সদস্য হামলা চালিয়েছে। হামলাকারী দুর্বৃত্তরা কালী মূর্তি, মহাদেব মূর্তি, সাপ মূর্তিসহ ছটি পূজিত মূর্তি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে তীব্র (্যোভ দেখা দিয়েছে।

● ১ জুলাই ২০১২ সকালে, বরিশাল জেলা শহরে শেরে বাংলা সড়ক এলাকায় একটি পুকুর থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু গৃহবধু কাজল রানী দাস (২০) মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। সকালবেলা কলসী নিয়ে পুকুরে জল আনতে গেলে পরিকল্পিত ভাবে ওৎ পেতে থাকা কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত তাকে (্বাস(দ্ধ করে হত্যা করেছে। ইতিপূর্বে ঘাতকরা কয়েকবার কাজলের নিকট কু প্রস্তাব পেশ করেছিল। এ ঘটনায় কাজল তীব্র প্রতিবাদ জানায়। শেষ পরিণতি তার অপমৃত্যু হয়।

● সম্প্রতি পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার রোঙ্গাকাঠি এলাকায় মুক্তি(যোদ্ধাসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের জমি, জাল দলিলের মাধ্যমে এলাকার কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত দখল করে নিচ্ছে বলে সংবাদ সূত্র জানিয়েছে। পরিতোষ চত্র(বর্ত্তী, কামিনী রঞ্জন মুখোপাধ্যায়েরও মুক্তি(যোদ্ধা মন্মথ নাথ বেপারীর ৪.৮৯ শতাংশ জমি, এলাকার কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত মাহামুদ গাজী, রহমত আলীখান, আবদুল বারেক শেখ, হেমায়েত উদ্দিন হাওলাদার ও পুলিশ সদস্য হাবিবুর রহমানের নামে ৬টি জাল দলিল রেজেষ্ট্রী করে জমি দখলের পাঁয়তারা করছে।

● গত ৩ জুলাই ২০১২ রাত্রি ৯টার সময়, ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলার দড়ি চাঁদপুর গ্রামের চৌপল্লী হরিমন্দির সংলগ্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা বাবুল চন্দ্র দাসের মেয়ে বিথিকা রানী দাস (১৩) পড়ার টেবিলে বসে পাঠরত অবস্থায়, কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত জানালা দিয়ে এ্যাসিড নি(্যেপ করে। বিথিকা এ্যাসিড দগ্ধ হয়ে গু(তর আহত হয়। এ ঘটনায় পুলিশ মোঃ সালাউদ্দিন, মোঃ সেলিম ও মোঃ মিরাজকে গ্রেপ্তার করেছে।

● ১০ জুন ২০১২ সকালবেলা, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার আমিলাইশ মৌজায় ৯৪৬ নং খতিয়ানের রেকর্ডভুক্ত(অনুসারে ২৪৬৪ ও ২৪৬৫ দাগে ৩১ শতক জমি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের শবদাহ করার জন্য ২০০ বছরের প্রাচীন (্মশান রয়েছে। এলাকার মুসলিম দুর্বৃত্ত ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সরোয়ার উদ্দিন চৌধুরী (্মশানের পাকা প্রাচীর ভেঙ্গে ওই জমিতে যাত্রী ছাউনি ও দোকান নির্মাণ করে (্মশানভূমি দখল করতে অপতৎপরতা শু(করেছে।

● সম্প্রতি রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার বৈদ্যপুর গ্রামের শিকারপুর এলাকায়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী আদিবাসীদের ঘর রাতের অন্ধকারে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। একই গ্রামের দুর্বৃত্ত

কোরবান আলী ও আনা(ল সহ আরো কয়েকজন রাতের অন্ধকারে আদিবাসীদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে ৩৫টি পরিবারের ঘর ও আসবাব পত্র ভস্মীভূত হয়ে যায়। এ ঘটনায় পুলিশ দুর্বৃত্তদের বি(দ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

● সম্প্রতি ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার ভাষাণচর ইউনিয়নের ৩৩ নং ডিভ্রি(র চর গ্রামের অসহায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু কুমুদ রঞ্জন চত্র(বর্ত্তীর ১৮ নং সুকদেবপুর মৌজায় আর এস ১৫৫ এস এ ১৯৭ নং খতিয়ানে ৫৫, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯৭, ১০১, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৮৩, ৭৯৪ নং দাগে ৫ একর ২৬ শতাংশ জমি, এলাকার মুসলিম দুর্বৃত্ত জমির মোল্লা ও তার দলবল জাল দলিলের মাধ্যমে দখল নিয়ে ৭টি অসহায় হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদের পায়তারা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

● ২৮ জুন ২০১২, চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু, সঞ্জয় ঘোষ, তার স্ত্রী অপু ঘোষ ও মেয়ে অন্বেষা ঘোষ আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার পথে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হলেন। দুর্বৃত্তরা সঞ্জয় বাবুর ওপর এলোপাতারি ছুরিকাঘাত করে নগদ এক লাখ টাকা ও ৫ ভরি স্বর্ণালংকার ছিনতাই করে চম্পট দিয়েছে।

● ২৫ জুন ২০১২ রাতে, নরসিংদী জেলা শহরে ঘোড়াদিয়া এলাকা থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ী শান্তি বণিককে (৪০) কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃতর ছোট ভাই সবুজ বণিক কুড়ি লাখ টাকা মুক্তি(পণ দিয়ে শান্তি বাবুকে ৩ দিন পর উদ্ধার করেছে।

● সম্প্রতি গাজীপুর (জয়দেবপুর) জেলার শ্রীপুর উপজেলার আকতাপাড়া গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু আদিবাসী নারী সরস্বতী রানী বর্মনের জমি দখলে বাধা দিলে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তদের প্রহারে সরস্বতী গু(তর আহত হয়। টেংরা ও বরসী ভিটিপাড়া গ্রামে ৫টি আদিবাসী পরিবারের জমি জাল দলিলের মাধ্যমে দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা।

● ১৪ জুন ২০১২, নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার শিমলা গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু শীতেন্দ্রনাথ দাসের মেয়ে শীলা দাস (১৪) স্কুলে যাওয়ার পথে, এলাকার চিহি(ত মুসলিম দুর্বৃত্ত মোস্তাফিজুর রহমান (৩২) আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। পুলিশ অদ্যবধি অপহৃতাকে উদ্ধার করতে পারেন নাই।

● ২৮ জুন ২০১২ রাত্রি ৯টার সময়, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার চাকমা পল্লীতে আসামী ধরার নামে পুলিশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধদের ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। শুকনা আমতলী গ্রামে ৯টি চাকমা বসতবাটি ভাংচুর ও লুটপাট করেছে। ত(ণীদের বেধরক পিটুনীর পর (ীলতাহানি ও যৌন নির্যাতন করে জখম করেছে বলে পুলিশের বি(দ্ধে অভিযোগ উঠেছে। ৮ মাসের গর্ভবতী মহিলা মালাইমে চাকমাকে (৩০) বেধরক পেটালে সেখানেই তার গর্ভপাত হয়। এছাড়া তারা রই মে চাকমা (৮৫), উ ছা কিং চাকমা (৫৫), রিমা ছাং চাকমা (৫০), উইছ চাকমা (১০) , ছাইন মিং চাকমাকে (৯) বেধরক পিটিয়ে গু(তর আহত করে। ১২০ জনের একটি পুলিশ সদস্য দলবদ্ধ ভাবে এই হামলায় অংশগ্রহণ করেছিল বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ।

● সম্প্রতি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা প্রশাসনের দুই প্রধান কর্তা মোটা অংকের টাকা ঘুষ নিয়ে—ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু মন্দিরের জমি স্থানীয় এক সন্ত্রাসী মুসলিমের নামে ইজারা দিয়েছে। এ ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুর আলম প্রধান ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেওয়ান মাহবুবুর রহমানের বি(দ্ধে এলাকার হিন্দুরা ি(প্ত হয়ে উঠেছে।

● সম্প্রতি ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলার ব্যবসায়ী অ(ণ কুমার দাসকে কয়েকজন আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে গেছে। মুক্তি(পণ বাবদ ১৮ লাখ টাকা অ(ণের ছোট ভাই সাংবাদিক ত(ণ দাসের নিকট অপহরণ কারীরা দাবি জানিয়েছে।

● ২০ জুন ২০১২ রাত্রি ১০টার সময়, ফেনি পৌরসভার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু শ্রমিক, জুটন সরকারকে (২৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে, জবাই (গলা কেটে) হত্যা করা হয়েছে।

● ১৩ জুন ২০১২ সন্ধ্যায়, চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার মিঠাছড়া এলাকায় নিজ কর্মস্থল থেকে অপহৃত হলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ী নান্টু নাথ। আগ্নেয়াস্ত্রধারী তিন মুসলিম দুর্বৃত্ত নান্টুকে অপহরণ করে এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত নান্টুর কোন সন্ধান পুলিশ দিতে পারেন নাই।

● ১৬ জুন সকাল বেলা, মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার চাঠাতি পাড়াগ্রামে মন্দিরের জমি দখলের বি(দ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্থানীয় হিন্দুরা। স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আফজাল ঢালী মন্দিরে ঢুকে পূজিত দেবদেবীর মূর্তি ভাংচুর শু(করলে, স্থানীয় হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। এক পর্যায়ে উভয় প(ের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বেধে যায়। এ ঘটনায় অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন বলে সংবাদে জানা গেছে।

● গত ১৬ জুন ২০১২ রাত ৯টায়, বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বার্থী বাজারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ী উজ্জ্বল দাসকে (২৯) অপহরণ করে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে হাত পা বেঁধে তাকে বেদম মারধোর করে এক লাখ টাকা মুক্তি(পণ বাবদ দাবি করে স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ লিটন মিয়া। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ৭ জুন ২০১২ সকাল বেলা, খুলনা জেলা শহরে শামসুর রহমান রোডে, জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতনে ৫ বছরের শিশু কন্যার সামনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু উজ্জ্বল কুমার সাহাকে (৩৫) লোহার রড দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা। শিশু কন্যা তানসিকে স্কুলে দিতে যান উজ্জ্বল বাবু। স্কুলের গেটে দুর্বৃত্তরা ঝাঁপিয়ে পরে। শত শত মানুষের সামনে উজ্জ্বল বাবুকে পিটিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা, শিশুটি বাবার এই অবস্থা দেখে অসুস্থ হয়ে পরেছে বলে জানা যায়।

● ১৩ জুন ২০১২, সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সাংবাদিক প্রদীপ কুমার ভৌমিককে হত্যার হুমকি দিয়েছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত।

● গত ১২ জুন ২০১২ রাতে, পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা পৌর শহরে, পৌর মঞ্চ সংলগ্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা ডা. সমরেশ দাসের বাড়িতে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। ছেলে উদয় শংকর দাসকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গু(তর আহত করে তিন লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়েছে।

● গত ১০ জুন ২০১২ বিকালে, সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার নিমগাছি বাজারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু আদিবাসী মার্কেটে হামলা চালিয়ে ভাংচুর লুটপাট করলো কতিপয় সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত। ৮ দোকান ঘর ভাংচুর চালিয়ে আনুমানিক দশ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

● ২ আগস্ট ২০১২, কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার বড়ুয়াপাড়া এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এক গাড়ি চালকের বসতবাটী বলপূর্বক দখল করে নেয় কুখ্যাত জামায়াত নেতা মোঃ আলম। এই দলের অন্যতম নেতা পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ প্রশি(িত মোঃ ধোলাই মিয়াও উপস্থিত ছিল বলে জানা গেছে। ওই দিন রাতে ২৫-৩০ জন সশস্ত্র জামায়াত ও শিবির কর্মী হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘুর বাড়ি-ঘর ভাংচুর, লুটপাট করে বাড়ি দখল করে নেয়। এ ঘটনায় বৌদ্ধ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সুপ্ত বড়ুয়া ও ধুমধাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের হস্ত(েপে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাড়ি উদ্ধার এবং ধোলাই মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে।

● ৪ আগস্ট ২০১২, দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু অধ্যুষিত বলাই বাজার, রাজপুর ও কবিরাজ পাড়ায় কুখ্যাত জামায়াত ইসলামের নেতা ঘুঘরাতলী জামে মসজিদের ইমাম মওলানা আল আমিনের নেতৃত্বে ব্যাপক হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। ৪৫ বাড়ি ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। আগুনে পুড়ে ও হামলায় আহত হয়েছেন ৫০ জনের বেশি। (ীলতাহানি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৩ মহিলা। ওই দিন সকাল থেকে ১৪৪ ধারা

জারি, করা সত্বেও ২ শতাধিক পুলিশ, ২ প-াটুন বিজিবি ও ২ গাড়ি র‍্যাব মোতায়েন করার পর ও মন্দিরের জমিতে মসজিদ নির্মাণের অজুহাতে সারা দিন দফায় দফায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চলে। নিরাপত্তা র(ীদের সামনে এ হামলা সংগঠিত হলেও তারা ছিল নির্বিকার। বাংলাদেশ সফররত ভারতের পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসেডিয়াম সদস্য সতীশ চন্দ্র রায় ও বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচের সভাপতি রবীন্দ্র ঘোষ এলাকা পরিদর্শন করে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

● ২ আগস্ট ২০১২ রাত ৮টায়, খুলনা নগরীর ৩/৩ রূপসা এপ্রোচ রোডে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা, এ্যাডভোকেট মনোরঞ্জন দাস (৬৫) স্ত্রী শ্রীমতি রিনা দাস (৫৫) ও কন্যা শতরূপা দাস (২২) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের হামলায় গু(তর আহত হয়েছেন। এলাকার চিহ্নি(ত দুর্বৃত্ত মোঃ শরীফ মোল্লা, মোঃ হাফিজ উল্লা ও মা(ফ হোসেন মোল্লা সশস্ত্র হামলা চালায়। বাড়ি ঘর ভাংচুর লুটপাট করে। আহত তিনজনকে খুলনা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

● ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ গভীর রাতে, মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার সর্দারপাড়া (বুনোপাড়া) গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা পবন সরকারের বাড়িতে কতিপয় মৌলবাদী মুসলিম হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা পূজিত কালী মূর্তি ও মন্দির ভাংচুর করে চলে যায়।

● ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ গভীর রাতে, মাদারীপুর জেলার কালকিনি পৌরসভা এলাকায় ঝাউতলা গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা সুধীর বিশ্বাসের বাড়িতে কতিপয় সশস্ত্র মৌলবাদী মুসলিম হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা পারিবারিক মন্দিরে প্রবেশ করে পূজিত শিব, কালী ও শিতলা মূর্তি ভাংচুর করেছে। এ ছাড়া আরও সাতটি দেব-দেবী মূর্তি মন্দিরের বাইরে এনে ভাংচুর করা হয়েছে। চারটি তুলসী গাছ তুলে ফেলা হয়েছে।

● ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সন্ধ্যায়, টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার ভোরপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক সুমন সাহা (২৩) ওপর ইসলামী মৌলবাদী দল জামায়াতে ইসলামের সদস্যদের বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন,। এ ঘটনায় পুলিশ ৮০ জন জামায়াত সদস্যর বি(দ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

● ৩১ জানুয়ারী ২০১৩ গভীর রাতে, গাজীপুর (জয়দেবপুর) জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার বড়াইতলী গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বজনীন কালী মন্দিরে কতিপয় সশস্ত্র মৌলবাদী মুসলিম হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা পূজিত কালী মূর্তি ভাংচুর করেছে। স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

● ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ গভীর রাতে, বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার উত্তর সিহিপাষা গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা জয়দেব পালের বাড়িতে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা পূজার জন্য নির্মিত ৩৫টি সরস্বতী মূর্তি ভাংচুর করেছে। পুলিশ এলাকার সন্ত্রাসী জয়নাল সর্দার নামে এক মুসলিম যুবককে এ ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেফতার করেছে।

● ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ গভীর রাতে, খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার ষোলদানা পশ্চিম কাইনমুখী গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সর্বজনীন রাধেশ্যাম মন্দিরে একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা মন্দিরে পূজিত রাধ্যেশ্যাম মূর্তি ভাংচুর ও পূজার আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সন্ধ্যায়, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জ বাজারে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর জামায়াতে ইসলাম ও বাংলাদেশে ন্যাশনাল পার্টি বি এন পি সদস্যরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা মিছিল করে এসে বাড়ী ও দোকান লুটপাট চালিয়ে ভাংচুর করে। এ ঘটনায় হিন্দুদের ১৫ বাড়ি এবং ২০ দোকান (তিগ্রস্থ হয়েছে। সর্বস্য হারিয়ে হিন্দুরা পথে বসেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সন্ধ্যায়, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলা শহরে জামায়াতে ইসলামের দুই

শতাধিক নারী সদস্য 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি দিয়ে, ৫টি সংখ্যালঘু হিন্দু বাড়ি লুটপাট ভাংচুর করে ও দুইটি মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুর ও মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাত ৯টায়, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার বাগালিয়া এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু সন্ন্যাসী জ্যোতিশরানন্দ পুরী মহারাজের আশ্রমে জামায়াত ইসলামের সদস্যরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা আশ্রমে পূজিত দেব-দেবীর মূর্তি ভাংচুর লুট করে। আশ্রমের পার্শ্ববর্তী হিন্দু বাসিন্দা ৫টি পরিবারের সর্বস্য লুট করে নিয়ে ভাংচুর চালায়, এ সময় সংখ্যালঘু বৌদ্ধদের একটি মন্দির জামায়াত সদস্যরা ভাংচুর করে চলে যায়।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সন্ধ্যায়, কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলা সদরে জামায়াত ইসলাম দলের কর্মীরা সংখ্যালঘু হিন্দুদের তিনটি মন্দির ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয়। তিনটি মন্দিরই ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাতে, কুমিল্লা জেলা শহরে ব্রাহ্মণপাড়ায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের একটি মন্দিরে ওপর জামায়াত ইসলামের সমর্থকরা হামলা চালিয়ে, পূজিত দেব মূর্তি ও মন্দির ভাংচুর করে। আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভস্মীভূত করা হয়।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সন্ধ্যায়, চট্টগ্রাম জেলার বাশখালী উপজেলায় দ(িণ জলদী গ্রামের হিন্দুদের বাড়ি ঘরে জামায়াত ইসলাম ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বি এন পি) সমর্থকরা সশস্ত্র মিছিল নিয়ে হামলা চালায়। হামলাকারীরা হিন্দু বাড়িঘর লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দেয়। ২০টি হিন্দু বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে আগুনে দগ্ধ হয়ে ১৬জন হিন্দু গু(তর আহত হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এর মধ্যে দু'জন মারা যায়। অদ্বৈতানন্দ ঋষি ধাম, অদ্বৈতানন্দ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ওপর হামলা ও লুটপাট চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। এখন সেখানে শুধু আগুনে পোড়া ছাই আর ছাই। উক্ত(আশ্রমের অন্যতম সেবাইত দয়াল হরি সিংকে সন্ত্রাসী মৌলবাদীরা নির্মমভাবে হত্যা করে। এ ঘটনায় বি এন পি উপজেলা চেয়ারম্যান আলমগীর কবিরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাত ১১ টায়, ল(ীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা সদরে একটি সংখ্যালঘু হিন্দু মন্দিরে জামায়াত ইসলাম সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দিলে, সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ গভীর রাতে, বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার ডুমুড়িয়া গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সর্বজনীন পূজা মণ্ডপে জামায়াত ইসলাম সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দিলে মণ্ডপটি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাত্রি ১০টায়, দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার রানীগঞ্জও উত্তর মহেশপুর গ্রামে জামায়াত ইসলাম সমর্থকরা সংখ্যালঘু হিন্দুদের১৫টি বাড়ি লুটপাটের পর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ গভীর রাতে, সিরাজগঞ্জ জেলার এনায়েতপুর উপজেলার গোপিনাথ পুর গ্রামে ২টি, বৈতিলে ২ টিও রূপসীগ্রামে ২টি সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দির জামায়াত ইসলাম সমর্থকরা ভাংচুর করেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার হোয়েনক এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু পাড়ায়, জামায়াত ইসলাম সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা ব্যাপক লুট পাটের পর, ২০ পরিবারের সমস্ত ঘর গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে। টাইমবাজার এলাকায় ১৫টি হিন্দু বাড়ী লুটপাট ভাংচুর করা হয়েছে। কিরনতলী মন্দির ও প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাতে, লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার গাইয়ার চর গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ণ ব্রহ্ম হরিচাঁদ গু(চাঁদ সেবাশ্রম ও রাধা গোবিন্দ মন্দির পেট্রোল ঢেলে জামায়াত সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে সেবাশ্রম ও মন্দির ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাতে, বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার পিংলাকাঠি গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ৩টি মন্দির জামায়াত সমর্থকরা ভাংচুর করেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ গভীর রাতে, খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার আমাদি ইউনিয়ন পরিষদের রজক পাড়ায়

সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। ২৫টি দোকান লুট করা হয়। ২০ বাড়ি লুটের পর গান পাউডার ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দিলে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, কুমিল্লা জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার মালীবাড়ি এলকায় একটি শিব মন্দিরে জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, নোয়াখালী জেলার চাটখীল উপজেলার করটখীল গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা চিন্তাহরণ দেবনাথের বাড়িতে জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা শতাধিক বর্ষের প্রাচীন হরিসভা মন্দির পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, নাটোর জেলার সিংরা উপজেলার শেয়াইর গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের হরিমন্দির ও দেবমূর্তি ভাংচুর করে জামায়াত সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দিলে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার লাখিরপাড় ও সাতকান্দি মন্দিরে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করে জামায়াত সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দেয়।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সন্ধ্যায়, বরিশাল জেলার বানরীপাড়া উপজেলার গুটিয়া নামক এলাকায়, সংখ্যালঘু হিন্দু মালাকার বাড়িতে শতবর্ষীয় প্রাচীন কালী মন্দিরে পেট্রোল ঢেলে জামায়াত সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দেয়। মন্দিরটি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সন্ধ্যায়, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা, উপজেলার কবীরপুর গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা, সুনীল কর্মকারের বাড়িতে জামায়াত ইসলাম সমর্থকরা বোমা হামলা চালিয়েছে ও লুটপাট করেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাতে, জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার কড়ইকান্দি গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা, শোভনচন্দ্র দেববর্মন ও সুশান্ত দেববর্মনের বাড়িতে জামায়াত সমর্থকরা লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দেয়। দু'টি পরিবারের সাতটি ঘর ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাতে, জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ২৫টি দোকান জামায়াত সমর্থকরা ব্যাপক লুটপাট করে ভাংচুর করেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাতে, জয়পুরহাট জেলার পাচবিবি উপজেলার পশ্চিম রামচন্দ্রপুর গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দুদের একটি কালী মন্দিরে জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। মাজিনা বাজার নামক স্থানে চারটি হিন্দু দোকান লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়েছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাতে, ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার সাহা ভি(ারী গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ৬টি বাড়িতে জামায়াত সমর্থকরা ব্যাপক লুটপাট ও ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে দুটি পরিবারের সমস্ত ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাতে, ফেনী জেলার দাঁগন ভুঁইএ(া উপজেলার সমাজপুর গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা মুকুল মহাজনের বাড়িতে জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়ে লুটপাট করে ও আগুন লাগিয়ে দিয়ে ৪টি ঘর পুড়িয়ে দেয়।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাতে, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার গোয়ালী মান্দ্রা মনিপাড়া এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের একটি কালী মন্দিরে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে জামায়াত ইসলাম সমর্থকরা।

● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রাতে, চট্টগ্রাম জেলার মিরে(রাই উপজেলার আসানটোলা গ্রামে জামায়াত সমর্থকরা সংখ্যালঘু হিন্দু নারায়ণ মাস্টারের বাড়ি লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে ৩টি ঘর ছাই হয়ে যায়।

● ৮ মার্চ ২০১৩ রাতে, রংপুর জেলা শহরে আমসুকু(লে এলাকায় সংখ্যালঘু আদিবাসী হিন্দুদের 'বুড়ি মা মন্দিরে' (ভগবতী মন্দির) জামায়াত সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে।

● ৮ মার্চ ২০১৩, ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার করল(ী গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা মিনা স্বর্ণকারের বাড়িতে জামায়াত সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দিলে ভস্মীভূত হয়েছে।

● ৮ মার্চ ২০১৩ রাতে, বগুড়া জেলার শেরপুর পৌর এলাকায় ঘোষ পাড়ায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ১৫টি দোকান বাড়ি লুটপাট করে, আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে জামায়াত সমর্থকরা।

● ৮ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, লালমনির হাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার বেজাকগ্রামে সংখ্যালঘু আদিবাসী হিন্দুদের কালী মন্দিরে জামায়াত সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দিলে, ভস্মীভূত হয়ে যায় মন্দিরটি।

● ৮ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, বগুড়া জেলার বাসনা উপজেলার বাটাজোর গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা কলিঙ্গ খয়রাতির পারিবারিক রাধাকৃষ(মন্দির জামায়াত সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দিলে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

● ৮ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার খালকোনা গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত ২৩টি শিব মূর্তি জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে।

● ১৭ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, বগুড়া জেলার নাকতলী উপজেলার কাগইল গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালীমন্দির বি এন পি ও জামায়াত সমর্থকরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

● ১৮ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার মার্তা গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত কালী প্রতিমা জামায়াত সমর্থকরা ভাংচুর করেছে।

● ১৮ মার্চ ২০১৩ রাতে, খুলনা জেলার দৌলতপুর উপজেলার বনিকপাড়া এলাকায় জামায়াত সমর্থকদের হামলায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দির, দোকান, বাড়ী সহ ২০ টি স্থাপনা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

● ১৮ মার্চ ২০১৩ রাতে, নেত্রকোনা জেলা সদর উপজেলার বোবাহলা গ্রামে সংখ্যালঘু মিঠুন চন্দ্রর বাড়ীর সম্মুখে হিন্দুদের হরি মন্দির ও পঞ্চতত্ত্ব প্রতিমা জামায়াত সমর্থকরা ভাংচুর করেছে।

● ১৮ মার্চ ২০১৩ মধ্যরাতে, ময়মনসিংহ জেলা সদরে দোভাষীয়া গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী মন্দির ও পূজিত প্রতিমা জামায়াত সমর্থকরা ভাংচুর করেছে।

● ১৮ মার্চ ২০১৩ রাতে, বাগের হাট জেলার কচুয়া উপজেলার উত্তর গোপালপুর গ্রামে, সংখ্যালঘু হিন্দুদের সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টির সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। প্রতিমা ও মন্দির ভাংচুর করে, পেট্রোল ঢেলে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দিলে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

● ১৯ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, বগুড়া জেলার সোনারায় ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত, সাবেকপাড়া, কর্মকার পাড়া, বাসুনিয়া ও রামে(র ইউনিয়নের কামার চট্টগ্রাম এলাকায় জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়ে ৪টি হিন্দু মন্দিরের প্রতিমা ও মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে।

● ২০ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলার আমুয়া বাজার এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত দুর্গা মন্দির জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে।

● ২০ মার্চ ২০১৩ ভোররাতে, রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার ছোট ঝিনিয়াগ্রামের বাসিন্দা সংখ্যালঘু হিন্দু নীলকান্ত রায়ের বাড়িতে জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা গান পাউডার ছিটিয়ে এই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ২টি বড় টিনের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একটি দুগ্ধবতী গাভী, ২০টি হাঁস ও ৫টি মুরগী ঘটনাস্থলে আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যায়।

● ২০ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার ধিনজানী পশ্চিম পাড়ায় সংখ্যালঘু হিন্দু অশ্বিনী রায় ও রসরঞ্জন রায়ের বাড়িতে জামায়াত সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দেয়।

● ২০ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, নীলফামারী জেলার সদরে রামগঞ্জে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সর্বজনীন কালী মন্দিরে জামায়াত সমর্থকরা হামলা করেছে। হামলাকারীরা পূজিত কালী মূর্ত্তি ও মন্দির ভাংচুর করেছে।

● ২২ মার্চ ২০১৩ রাতে, নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের র(াকালী মন্দিরে জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা মন্দিরের তালা ভেঙ্গে নগদ প্রণামীর টাকা, দেবী মূর্তির স্বর্ণালংকার সহ ল(াধিক টাকার সম্পদ লুটকরে নিয়ে মূর্তি ভাংচুর করেছে। একই সময়ে রাজগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত কালীর হাট এলাকায় কালী মন্দিরের নির্মানাধীন প্রাচীর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়।

● ২২ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, গাজীপুর জেলা সদর উপজেলার কেত্তারিকা মধ্যপাড়া এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত লক্ষ্মীমাতা মন্দিরে জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা পেট্রোল ঢেলে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়। কয়েকটি দেবমূর্তিসহ মন্দিরটি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

● ২৩ মার্চ ২০১৩ সন্ধ্যায়, লালমণিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার মধ্য গাড্ডিমারী গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর জামায়াত সমর্থকরা ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। এক মুক্তি(যোদ্ধা সহ ২০ জন হিন্দু আহত হয়েছেন।

● ২৪ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, হবিগঞ্জ জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ফারাউড়া চা বাগানে ৯নং সেকশনে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দিরে জামায়াত সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা দুর্গা মন্দির ও দেবী মূর্তি ভাংচুর করেছে।

● ২৪ মার্চ ২০১৩ ভোররাতে, মাদারীপুর পৌর এলাকার কুনপাদ্য গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা উত্তম কুমার মালোর বাড়িতে জামায়াত সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দিলে তিনটি ঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়।

● ২৭ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার রাজারামপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের দু'টি মন্দির আগুন লাগিয়ে দিয়ে কতিপয় মাদ্রাসা ছাত্র পুড়িয়ে দিয়েছে। হরি ঠাকুর মন্দির ও গিরিধারী মন্দির, ধর্মীয় পুস্তকসহ ছয়টি দেবমূর্তি ভস্মিভূত হয়ে গেছে। স্থানীয় থানার ওসি এবং জেলা পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ২৮ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার চালনা হরিসপুর গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু উত্তম রায়ের বাড়িতে কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা ওই পরিবারে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার লুট করে পালানোর সময় গ্রামের মানুষ এক দুর্বৃত্তকে ধরে গণধোলাই দিলে, হাসিকুল শেখ (৩২) নিহত হয়েছে।

● সম্প্রতি পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার কলাচানপাড়া এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনদের একমাত্র পুকুর, স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালী মুসলিম বলপূর্বক দখল করে নিয়ে বহুতল মার্কেট নির্মাণ করেছে। ওই পুকুরের জল ৪০০ রাখাইন পরিবার রান্না, খাওয়া ও স্নানের জন্য ২০০ বছর ধরে এলাকার মানুষ ব্যবহার করে আসছে।

● ২৯ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, মাদারীপুর জেলা শহরে কুলপদ্ধী এলাকায় বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু উত্তম মালোর বাড়িতে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ফলে চার লাখ টাকার মালপত্র ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ২২ মার্চ ২০১৩ সন্ধ্যায়, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার রাজবন্দ গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা রমেশ মণ্ডলের ছেলে রাজীব মণ্ডল (১৫) নবম শ্রেণীর ছাত্রকে, কতিপয় মৌলবাদী মুসলিম দুর্বৃত্ত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে রাজীবকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। তার ডান দিকের চোখ তুলে ফেলা হয়েছে ও দেহে আঘাতের চিহ্ন আছে বলে ডুমুরিয়া থানার ওসি মসিউর রহমান জানিয়েছেন।

● ১৯ মার্চ ২০১৩, খাগড়ছড়ি জেলার রামগড় পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু লিটন দাশকে (৩০) পৌর মেয়র মোঃ শাজাহান রিপনের ক্যাডার বাহিনীর হামলায় গু(তর আহত হয়েছে। ৬০ লাখ টাকার ভূয়া বিলে স্বা(র করতে অস্বীকার করায় তাকে বাসস্থান থেকে টেনে বের করে এনে নির্মমভাবে প্রহার (রা হয়। আশংকাজনক অবস্থায় তাকে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে।

● ২০ মার্চ ২০১৩, মাগুড়া জেলা সদর উপজেলার জগদল সম্মিলনী উচ্চবিদ্যালয়ের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু শি(ক

অশোক কুমার দত্তকে চাকুরিচ্যুত করতে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে স্থানীয় জামায়াত ইসলাম নেতৃত্ব। তার বি(দ্ধে কোরান ও মহানবী অবমাননার অজুহাত তুলে স্কুলের ছাত্রদের উত্তেজিত করা হচ্ছে বলে সংবাদে জানা গেছে।

● ২০ মার্চ ২০১৩ গভীর রাতে, খুলনা মহানগরীর দৌলতপুর থানার পাবলা বনিকপাড়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের সার্বজনীন কালী মন্দির ও গাছতলা মন্দিরে জামায়াত ইসলাম দলের সদস্যরা হামলা চালিয়ে পূজিত প্রতিমা ভাংচুর করেছে। এসময় হিন্দুদের বাড়ি-ঘর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভাংচুর এবং লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

● ২০ মার্চ ২০১৩ সন্ধ্যায়, নেত্রকোনা সদর উপজেলার বোবাহলা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের হরিমন্দিরে স্থানীয় মাদ্রাসা ছাত্ররা হামলা চালিয়েছে। পাইকুরিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও বাইরকান্দা কওমী মাদ্রাসার অর্দ্ধশতাধিক মৌলবাদী মুসলিম ছাত্র হামলা চালিয়ে পূজিত দেব-দেবীর ৬টি মূর্ত্তি ভাংচুর করেছে। অন্যদিকে শ্রীপুর উপজেলার মারতা গ্রামে জামায়াত ইসলাম দলের সদস্যরা শ্রীকৃপাময়ী কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে ৫টি পূজিত দেব মূর্তি ভাংচুর করে।

● ২০ মার্চ ২০১৩ সন্ধ্যায়, সাত(ীরা জেলা শহরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ী আনন্দ কর্মকারের সরকারী কলেজ মোড়ে অবস্থিত ক(নাময়ী স্টোর্সে হামলা চালিয়েছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টির (বি এন পির) মুসলিম সমর্থকরা। হামলাকারীরা দোকান ভাংচুর ও লুটপাট করে চলে যায়।

● ১৭ মার্চ ২০১৩ সকাল ৯টায়, গাজীপুর (জয়দেবপুর) জেলা শহরে বোর্ডবাজার এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ী রতন মালিকের আরপি ট্রেডার্সে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা দিনের বেলা গুলি ছুরে ৪০ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

● ১৬ মার্চ ২০১৩ রাত্রি ৯টায়, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার কচুয়াই এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সমীর চৌধুরীর ছেলের বিবাহ উপল(ে বৌভাত অনুষ্ঠানে হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলা কারীরা নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও মোবাইল সেট সহ ১০ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে দুর্বৃত্তরা চম্পট দিয়েছে।

● ১লা এপ্রিল ২০১৩ মধ্য রাতে, নেত্রকোনা জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের দেশওয়ালী পাড়া এমকেপিএম পাইলট সরকারী হাইস্কুল সংলগ্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ঋষিপাড়া দুর্গামন্দির কতিপয় মৌলবাদী মুসলিম ভাংচুর করেছে। ওই দিন সকাল ১১ টায় উত্ত(স্কুলের সহকারী শি(ক মোত্ত(ার উদ্দিন ও আলমগীর হাসানের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক মুসলিম ছাত্র সাথে নিয়ে পূজিত কালী প্রতিমা ও মন্দির ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। স্কুলের প্রধান শি(ক এ কে এম মোস্তাকিজুর রহমান ঘটানা সম্পর্কে অভিযুক্ত(দের নিকট জানতে চাইলে তারা অকপটে স্বীকার করেন এবং বলেন মসজিদের পাশে মন্দির থাকতে পারে না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

● ১লা এপ্রিল ২০১৩ মধ্য রাতে, রাজবাড়ী জেলা শহরে পশ্চিম ভবানীপুর এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সরজিৎ বি(্বাসের বাড়িতে অবস্থিত শ্রীশ্রীকালীমন্দিরের তালা ভেঙ্গে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত পূজার সরঞ্জামাদি লুট করে নিয়ে গেছে। লুণ্ঠিত সরঞ্জামাদির আনুমানিক মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা। খবর পেয়ে স্থানীয় থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ১লা এপ্রিল ২০১৩ রাতে, টাঙ্গাইল জেলার ভূএ(াপুর উপজেলার ফলদা বাজারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের শতাব্দী প্রাচীন কালীমন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আগুন লাগিয়ে দিলে প্রতিমা ও মন্দির ভস্মীভূত হয়ে যায়। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি উত্ত(স্থান পরিদর্শন করেছেন।

● ২৯ মার্চ ২০১৩ দিনের বেলা, ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে ১৯৪৩ সালে নির্মিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের রামকৃষ(আশ্রমের প্রাচীর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ভেঙ্গে দিয়েছে। এলাকার (ব্ধ হিন্দুরা জেলা শাসকের অফিস ঘেরাও করে বি(োভ প্রদর্শন করেছে ও প্রতিবাদ লিপি জমা দিয়েছে।

● ৬ এপ্রিল ২০১৩ রাতে, জামালপুর জেলার সদর উপজেলার রানাগাছা ইউনিয়ন পরিষদের নান্দিনা বাজার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের সার্বজনীন মাতৃমন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলা কারীরা তিনটি পূজিত দেবমূর্তি ভাংচুর করে আনুমানিক ৯০ হাজার টাকার মন্দিরের সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে।

● ৬ এপ্রিল ২০১৩, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার নতুন পল্লীতে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনরা তাদের শ্মশান দখলের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালেন ৬০০ পরিবার। ২০০ বছরের প্রাচীন শ্মশান এক একর ১২ শতক জমি ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা চাষের জমি দেখিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দিয়েছে। জালাল মিয়া নামে এক ব্যক্তি ৩২১.৩২২, ৩২৩ ও ৫৫৮ দাগের এক একর ১২ শতক জমি বন্দোবস্ত নিয়েছেন। বন্দোবস্ত কেসনং-১৯৬ কে/২০০৪-২০০৫ দলিল নং ৫৮৮/০৬ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিয়েছে। রাখাইন নেতা বোথিস' মং ইতিমধ্যে সহস্রাধিক মানুষ নিয়ে জেলা শাসকের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

● ১৩ এপ্রিল ২০১৩, সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার আমলসীদ গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী মন্দিরে জামায়াত ইসলাম সদস্যরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারী ইসলামি মৌলবাদীরা পূজিত ৮টি দেব প্রতিমা ভাংচুর করে চলে যায়। প্রতিবাদে স্থানীয় সংখ্যালঘুরা ওইদিন বিকালে আমলসীদ বাসস্ট্যাণ্ডে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

● ৯ এপ্রিল ২০১৩ রাত্রি একটায়, রূপগঞ্জ উপজেলার তারার বাজার এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ী হরিকৃষ্ণের শিউলী সুইটস মিষ্টির দোকানে গোপনে পেট্রল ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। দোকানে ঘুমন্ত অবস্থায় দোকান মালিকের ছেলে জয়কৃষ্ণ (১১) দগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায়।

● ৫ এপ্রিল ২০১৩, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার কেরানীহাট এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু আদিবাসী ত্রিপুরী শিশু এক মুসলিম দুর্বৃত্ত দ্বারা ধর্ষনের ঘটনায় ৬ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও বাংলাদেশ ত্রিপুরা খ্রীস্টিয়ান স্টুডেন্টস এ্যাসোশিয়েশন তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

● ৪ এপ্রিল ২০১৩ বেলা ১১ টায়, বগুড়া জেলার সান্তাহার পৌর এলাকায় শহীদ আহসানুল ডিগ্রী কলেজের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু শিক্ষক দিলীপ গুপ্তের মুরগী পট্টির বাড়িতে হামলা চালালো কতিপয় মৌলবাদী মুসলিম দুর্বৃত্ত। স্থানীয় পৌরসভার মেয়র এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বি এন পির) সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন ভুট্টর নেতৃত্বে শিক্ষকের বাড়ির প্রাচীর, ঘর ও বাগান ভাংচুর করে আনুমানিক তিন লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে যায়। ৫ এপ্রিল এ বিষয়ে আদম দিঘি থানায় উক্ত শিক্ষক অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ গ্রহণে অস্বীকার করেন।

● ৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল বেলা, সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মধ্যনগর থানার ছামার-দানি গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার মৌলবাদী মুসলিম দুর্বৃত্তদের হামলায় মহিলাসহ ৫জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মোঃ আইনুল ইসলামের নেতৃত্বে ১০/১২ জন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হামলা চালালে অনিলচন্দ্র সরকার (৫৬) মুহিত লাল সরকার (৫০) পিনু সরকার (৪২), শ্রীমতি সেতুরানী সরকার (৪২) ও অমিত সরকার (১৩) গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় থানার ওসি জানে আলম খান এলাকা পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

● ৪ এপ্রিল ২০১৩ বিকালে, মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার বদরপাশা গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা চালালো বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টির (বি এন পি) নেতা হান্নান মাতুব্বরের নেতৃত্বে মৌলবাদী মুসলিম দুর্বৃত্তরা। হামলাকারীরা হিন্দু বিশ্বজিত শীলের বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়ে মন্দির ও পূজিত দেব মূর্তি ভাংচুর করে। এক পর্যায়ে হামলাকারীরা বাড়ির ভিতর ঢুকে নগদ টাকা স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে চম্পট দেয়।

● ৪ এপ্রিল ২০১৩ গভীর রাতে, টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার পাকুল্যা শীতলাতলা মহাশ্মশান ঘাটে তিনটি মন্দিরে হামলা চালালো মৌলবাদী মুসলিম দুর্বৃত্তর দল। তিনশত বছরের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিয়মিত পূজার্চনা করে আসছেন। সংলগ্ন মহাশ্মশানে হিন্দু মৃতদেহ সৎকার হয়ে থাকে। পূজিত দেব মূর্তি ভেঙ্গে পূজার আসবাবপত্র আনুমানিক দুইলাখ টাকার মালপত্র দুর্বৃত্তরা লুট করে নিয়ে গেছে। অতিরিক্ত জেলাশাসকসহ প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা ঘটাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এলাকার হিন্দুরা এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

● ৪ এপ্রিল ২০১৩ গভীর রাতে, ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার কানারি গোঁসাইপাড়া গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু কৃষিজীবি সন্তোষ কুমার দাসের দুই বিঘা জমিতে, আবাদকৃত পটল (ে তে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে মৌলবাদী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বলে জানা গেছে।

● যুদ্ধপরাধী দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায় ঘোষণার পর থেকেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর চলেছে অমানবিক নির্য়াতন। জয়পুরহাট জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার আয়েজাবাদ, সাকাহারও রাজাহাট গ্রামে হিন্দু পরিবারের বাড়ি ঘরের ওপর মৌলবাদী ইসলামী দল জামায়াতে ইসলাম ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টির সদস্যরা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। আতংকিত নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা বাড়ি-ঘর ফেলে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। এইগ্রামে সংখ্যালঘু শূন্য বাড়ি-ঘর এখন শ্মশানের স্তব্ধতা দেখা দিয়েছে।

● ৩ এপ্রিল ২০১৩ রাত ১০.৩০টার সময়, সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার দ্বারিরপার গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের হিন্দু সদস্য প্রফুল্ল সরকারকে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে কতিপয় মৌলবাদী মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে, নির্মমভাবে হত্যা করেছে। নিহত ব্যক্তি(উক্ত(গ্রামের কুটি নমঃশূদ্রের ছেলে বলে জানা গেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শু(করেছে।

● ৬ মার্চ ২০১৩, নারায়ণ গঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার বস্তুল গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু হরেন্দ্র নম দাসের বাড়ির ওপর হামলা চালালো শতাধিক সশস্ত্র মৌলবাদী মুসলিম। স্থানীয় আওয়ামী লিগের সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে হামলাকারীরা শতাধিক বৃ(কর্ত্তণ, বাড়ি-ঘর ভাংচুর লুটপাট করে ওই পরিবারকে তার বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে। আওয়ামী লিগের অপর গোষ্ঠি দুই শতাধিক সশস্ত্র মানুষ হামলাকারীদের তাড়া করলে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় এলাকায় সংখ্যালঘুদের মনে আতংক দেখা দিয়েছে। ঘটনাস্থলে উক্ত(পরিবারের মহিলাসহ পাঁচ সদস্য গু(তর আহত হয়েছেন।

● ৬ এপ্রিল ২০১৩ গভীর রাতে, ময়মনসিংহ জেলার কুলপুর উপজেলার কেদুয়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী মন্দিরে হামলা করলো মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামী সদস্যরা। মন্দির কমিটির সভাপতি সুনীল চন্দ্র পালের দায়েরকৃত এফ আই আর সূত্রে জানা গেছে, মন্দিরে পূজিত পাঁচটি দেব মূর্তি হামলাকারীরা ভাংচুর করেছে।

● ১ এপ্রিল ২০১৩ আনুমানিক রাত ১১ টায়, পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার সাতবেড়িয়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী মন্দিরে হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম মৌলবাদী। হামলাকারীরা ২৫০ বছরের পূজিত প্রাচীন দেব মূর্তি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। স্থানীয় সংখ্যালঘুদের অভিযোগত্র(মে পুলিশ মূর্তি ভাংচুর কারী এক জামায়াত সদস্য কে গ্রেপ্তার করেছে।

● ২৮ জুলাই ২০১৩ রাতে, নীলফামারী জেলা সদর রামনগর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা পতিরাম রায়কে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে গেছে। পাঁচ কোটি টাকা মুক্তি(পন পেলেই মুক্তি(দেওয়া হবে বলে দুর্বৃত্তরা জানিয়েছে।

● ২৬ জুলাই ২০১৩ রাতে, মানিকগঞ্জ জেলা পৌর শহরে পূর্ব দাশড়া এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মস্থান 'যোগানন্দ আশ্রমে' হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। তারা দরজা ভেঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করে, পিতলের নির্মিত ১০ কেজি ওজনের দূর্লভ রাধাকৃষে(র পূজিত দেব মূর্তি, স্বর্ণ ও রৌপ্যলংকার সহ ১০ লাখ টাকার মন্দিরের সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় এলাকায় হিন্দুদের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে।

● ১৮ জুলাই ২০১৩ রাত দেড়টার সময়, রাজধানী শহর ঢাকা দ(িণ যাত্রাবাড়ী থানার দয়াগঞ্জ জেলে পাড়ায়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী মন্দিরে হামলা চালালো কতিপয় সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত। পূজা চলাকালীন অবস্থায় আসবাবপত্র

লণ্ডভণ্ড করে দেয়। পূরোহিতকে বেধরক মারধোর করে। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। ঘটনার প্রতিবাদে তিনশতাধিক হিন্দু এলাকায় বি(োভ প্রদর্শন করেছে। পুলিশ হামলাকারীদের বি(দ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

● ২৫ জুলাই ২০১৩ গভীর রাতে, নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলা সদরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু মন্দিরে হামলা চালিয়েছে কতিপয় সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত। কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দির ও বাসুদেব মন্দিরে পুজিত দশটি দেব মূর্তি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় তারা। ঘটনার সংবাদ পেয়ে, স্থানীয় সাংসদ সদস্য আলহাজ শহীদুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

● ১৬ জুলাই ২০১৩ দিনের বেলা, প্রকাশ্য রাস্তা থেকে বলপূর্বক ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গেল এক মুসলিম আগ্নেয়াস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত। এ ঘটনা ঘটেছে ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার বামুন খান গ্রামে। অপহৃতার বাবা মিণ্টু দে দুর্বৃত্ত মোঃ বিকু সরদারের বি(দ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়ে এখনও কন্যাকে উদ্ধার করতে পারেন নাই।

● ২৫ জুলাই ২০১৩ গভীর রাতে, গাজীপুর জেলা শহরে পালনা এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু স্বর্ণ ব্যবসায়ী রঞ্জিত দাসকে (৩০) জবাই করে (গলা কেটে) হত্যা করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। সে গাজীপুর সদর উপজেলার নীরেরগাঁও গ্রামের সুশীল দাসের ছেলে বলে জানা গেছে।

● ২৪ জুলাই ২০১৩, মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার কুকুটিয়া ও সুরদিয়া গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের শতাধিক বছরের দেবোত্তর ১ একর ২৩ শতাংশ পুকুর জাল দলিলের মাধ্যমে দখলের পায়তারা শু(করে দিয়েছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। উত্ত(পুকুরের বার্ষিক আয় থেকে দু'টি গ্রামের হিন্দুরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হরিসভা পরিচালনায় ব্যয় করে থাকেন। প্রতিবাদে ৫০০ শতাধিক হিন্দু এদিন বি(োভ প্রদর্শন করেন।

● ২৩ জুলাই ২০১৩ গভীর রাতে, ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার বার্তা গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত কালী মূর্তি ভাংচুর করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। অজিত দাসের পারিবারিক মন্দিরে হামলা চালিয়ে কালী মূর্তি ভাংচুর পূজার ২ লাখ টাকার উপকরণ লুট করে নিয়ে চলে যায়।

● ১৭ জুলাই ২০১৩ রাতে আটটার সময়, রাঙ্গামাটি জেলা শহরে রানী দয়াময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিকাশ চাকমা (৩০) ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে গু(তর আহত হয়েছেন। তার বাড়ি শহরের কল্যাণপুর এলাকায়।

● ১৭ জুলাই ২০১৩ সন্ধ্যায়, ঢাকা জেলার সাভার থানার পৌর এলাকায় সবুজবাগে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু মিণ্টু সূত্রধর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তর হামলায় প্রাণ হারিয়েছে। তাকে প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে, ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই (গলা কেটে) হত্যা করা হয়।

● ১৫ জুলাই ২০১৩, নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার সোনাপুর গোয়ালপাড়া এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু গোপালচন্দ্র ঘোষের ঘরে দরজার সামনে বাঁশের বেড়া দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। এলাকার সন্ত্রাসী আব্দুস সাত্তার হুমকি দিয়ে বলেছে, 'বাড়ি জমি ছেড়ে ভারতে চলে যাও, নইলে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে।'

● ১৪ জুলাই ২০১৩ রাতে, মাগুরা জেলার মহম্মদপুর থানার চরমাধবপুর গ্রাম থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু দয়ালচন্দ্র (৫৫) নামে এক ব্যক্তি(র লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে দয়ালকে জবাই (গলা কেটে) হত্যা করে।

● ১৪ জুলাই ২০১৩, দিনের বেলা, নিজ কৃষিজমিতে ফসল চর্চা করার সময়, ইসলামী সন্ত্রাসীদের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে প্রাণ হারালেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ আদিবাসী খোয়াইচাকিং মার্মা (৪২)। এঘটনা ঘটেছে খাগড়াছড়ি জেলার কাপ্তাই উপজেলার আগারপাড়া গ্রামে।

● ১০ জুলাই ২০১৩, মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর সরকারী কলেজের অধ্য(ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বিদ্যুৎ কুমার

সাহাকে বেধরক মারধোর করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। রক্ত(াক্ত(অবস্থায় তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ অপরাধীদের বি(দ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

● ৯ জুলাই ২০১৩, নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার আখেড়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের শিব মন্দিরের জমি থেকে ৬০টি মূল্যবান গাছ কেটে লুট করে নিয়ে গেছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। দু'দিন ধরে এই লুট দেখেও দুর্বৃত্তদের বি(দ্ধে কোন মানুষ প্রতিবাদ করতে সাহস হয় নাই। বর্তমান বাজার মূল্য অনুসারে ছয়লাখ টাকার গাছ লুট হয়েছে।

● ৭ জুলাই ২০১৩ গভীর রাতে, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার দ(িণ গজারিয়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দিরে হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা পূজিত কালী ও শীতলা দেবীর মূর্তি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। এ ঘটনায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

● ৭ জুলাই ২০১৩ রাতে, বগুড়া জেলার শান্তাহার পৌর এলাকায় ছাতনা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ী নরেন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে ২৫ জনের সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালালো। হামলা কারীদের ছুরিকাঘাতে স্ত্রী প্রতিমা দেবনাথ, ছেলে পলাশ দেবনাথ ও নয়ন দেবনাথ গু(তর আহত হয়েছেন। প্রতিবেশীরা প্রতিরোধ করতে এলে দুর্বৃত্তদের ছোড়া শক্তি(শালী ককটেলের আঘাতে মিলন দেবনাথ, বাসুদেব দেবনাথ, প্রশান্ত দেবনাথ আহত হয়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্বৃত্তরা নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার সহ তিন লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

● সম্প্রতি যশোর জেলা শহরে সিটি কলেজ পাড়ায় বসবাসকারী শতাধিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। যে কোন অজুহাতে সন্ত্রাসী মুসলিম দুর্বৃত্ত দল কাম(ল বাহিনী সংখ্যালঘুদের থেকে জিজিয়াকর বাবদ লাখ লাখ টাকা আদায় করছে। উক্ত(দুর্বৃত্ত দল বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি) সমর্থিত বলে জানা গেছে।

● ৫ জুলাই ২০১৩, পিরোজপুর সদর উপজেলার গুয়াবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু অর্পিতা দাসকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত তাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণের পর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

● ৪ জুলাই ২০১৩ সন্ধ্যায়, নরসিংদী সদর উপজেলার পশ্চিম কান্দারপাড় গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু প্রদীপ দাসকে (১৫) কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণকারীরা প্রদীপের বাবার মোবাইল ফোনে ১০ লাখ টাকা মুক্তি(পণ বাবদ দাবি করে। মুক্তি(পণ না পেয়ে প্রদীপকে নির্মমভাবে হত্যা করে মেঘনা নদীর জলে লাশ ফেলে দেয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

● ৩ জুলাই ২০১৩ দিবালোকে, কক্সবাজার জেলা সদরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত মা মগদে(শ্বরী মন্দিরে হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। মন্দিরে আসবাবপত্র লুট ভাংচুর ও পূজার উপকরণ লুট করে নিয়ে যায়। গত ২৫ দিন যাবত উক্ত(মন্দিরে স্থানীয় হিন্দুরা ভয়ে পূজা অর্চনা করতে পারছে না। দুর্বৃত্তরা ঘোষণা করেছে মন্দির ভেঙ্গে উক্ত(স্থানে ঈদগাহ তৈরী করা হবে। উল্লেখ্য শতাধিক বছরের প্রাচীন এই মন্দিরের ৩৩ শতাংশ জমি রয়েছে।

● ৪ জুলাই ২০১৩ গভীর রাতে, নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার আতাইকুল্যা পালপাড়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু রনজিত কুমার সাহাও দীলিপ কুমার সাহার বাড়িতে হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা পরিবারের লোকজনকে বেধরক মারধোর করে আনুমানিক সাত লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

● ১ জুলাই ২০১৩ দিবালোকে, পটুয়াখালী জেলার পৌর এলাকায় ঋষিপট্টীতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু রতন ঋষির স্ত্রীকে উক্তক্ত(বাধা দিতে গেলে, তিন মুসলিম দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গু(তর আহত করলো রতন, নিতাই, সুশান্ত তিন হিন্দুকে। আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে দুই শতাধিক হিন্দু বি(োভ প্রদর্শন করেছেন।

● ১৫ আগস্ট ২০১৩ রাতে, মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার ভদ্রাসন গ্রামে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দিরে হামলা করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হরি মন্দিরে পূজিত রাধাকৃষ(, গৌর নিতাই সরস্বতীসহ ৫টি মূর্তি ভাংচুর করে চলে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় থানায় ওসি মাসুদ খান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ২০ আগস্ট ২০১৩ মধ্যরাতে, লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার বানিয়াদিঘি গ্রামে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দিরে হামলা চালিয়েছে একদল আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত। মন্দিরে রি(ত মালপত্র লুট করে নিয়ে, পূজিত দেব মূর্তি ভাংচুর করে চলে যায়। এ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● সম্প্রতি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আইসার গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা দেবেন্দ্রনাথ পোদ্দারের ২ একর ১০ শতাংশ জমি এলাকার কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত জাল দলিলের মাধ্যমে জবর দখল করে নিয়েছে। তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। **বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে না গেলে ওই পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।** বর্তমানে পরিবারটি আত্মর(ার্থে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

● ২২ আগস্ট ২০১৩, গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার জলিরপাড় গ্রামের তালুকদারপাড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে ২০০ কেজি ওজনের ২টি প্রাচীন কস্টি পাথরের বিষু(মূর্তি স্থানীয় পুলিশ উদ্ধার করেছে। বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। উল্লেখ্য মূর্তি ২টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত দেবমূর্তি। কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত মন্দির থেকে চুরি করে গভীর জলের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল।

● ৪ আগস্ট ২০১৩ দিনের বেলা, রাজধানী শহর ঢাকার মিরপুর থানার অন্তর্গত পাইকপাড়া সরকারী আবাসনের বাসিন্দা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু মালতি রানী চৌধুরী ও ছেলে বাদল চৌধুরী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের হামলায় আহত হয়েছেন। হামলাকারীদের একলাখ টাকা জিজিয়া কর না দেওয়ায় তারা ওই পরিবারের ওপর হামলা চালায়। স্থানীয় থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ২৯ জুলাই ২০১৩, খাগরাছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালালো জামায়াত ইসলাম ও হেফাজত ইসলামের কর্মীরা। এই হামলায় ৫৮৭টি আদিবাসী পরিবার (তিগ্রস্ত হয়েছে। ২০০০ পরিবার তাদের ঘরবাড়ি ফেলে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মনুদাস পাড়ায় ৫৫ পরিবার, তঙ্ক মহাজান পাড়ায় ৬২ পরিবার, তালুকদার পাড়ায় ৪৫ পরিবার ও ত্রিপুরা হেডম্যান পাড়ায় ১৩০ পরিবারের বাড়ি ঘর লুট করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। জেলাপ্রশাসক মহম্মদ মাসুদ করিম জানিয়েছেন (তিগ্রস্থদের তালিকা চুড়ান্ত হলে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

● সম্প্রতি মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার ঢাকা-আরিচা রোডের বানিয়াজুরি এলাকা থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ী প্রবোধ চন্দ্র রায়কে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। অপহরণকারীরা নগদ পাঁচ লাখ টাকা ১২টি মোবাইল ফোন লুট করে নিয়েছে। গু(তর আহত, অবস্থায় প্রবোধকে টাঙ্গাইল জেলার নাগপুর থানার দেলদুয়ার থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে।

● সম্প্রতি গাইবান্ধা জেলার শাদুল্যাপুর উপজেলার নলডাঙ্গা স্টেশন রোড এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা নৃপেনচন্দ্র সেন ও প্রতিমা চত্র(বর্তীর বাড়িতে হামলা চালালো কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্র ধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত। উভয় পরিবারের সদস্যদের হাত পা বেঁধে বেধরক মারধোর করে ২০ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। স্থানীয় থানার ওসি মজনুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

● ১১ আগস্ট ২০১৩, ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার শিমুলটিয়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা মহেশ রায়কে ২৪ ঘণ্টা শিকলে বেঁধে বেধরক মারধোর করলো কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত। একলাখ টাকা জিজিয়াকর বাবদ না পেয়ে নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ।

● ১১ আগস্ট ২০১৩ রাতে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডর ভাটিয়ারী ডাঙ্গা সেতু এলাকায় চলন্ত ট্রেনের যাত্রী ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু মহিলা প্রকৌশলী প্রীতি দাশ বাইরে থেকে ছোড়া পাথরের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন, এঘটনায় চট্টগ্রাম জি আর পি পুলিশ একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। মোঃ (বেল নামে এক যুবককে আটক করেছে।

● ১০ আগস্ট ২০১৩ গভীর রাতে, কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার দৌলতগঞ্জ বাজারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু

ব্যবসায়ী প্র(াদচন্দ্র দেবনাথের 'ভৌমিক গার্মেন্টস' এণ্ড ক্লথ স্টোর্সে, কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অগ্নি সংযোগ করলে ৩৫লাখ টাকার কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

● ২৩ আগষ্ট ২০১৩, বেলা ১১টার সময়, গাইবান্ধা জেলা শহরের সবুজপাড়া (সান্দারপাড়া) এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুব্যবসায়ী পংকজ কুমার সাহার ওপর একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত হামালা চালিয়েছে। হামলাকারীরা মোঃ মুকুল মিয়ার নেতৃত্বে পংকজের নিকট ১০ লাখ টাকা জিজিয়াকর বাবদ দাবি করে। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাকে গু(তর আহত করে দুর্বৃত্তরা চলে যায়।

● ২৯ আগস্ট ২০১৩ রাতে, রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার রূপবান গ্রামের নির্বাচিত ইউপি সদস্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিমলেন্দু চাকমাকে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

● ২২ আগস্ট ২০১৩ সন্ধ্যায়, নেত্রকোনা স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইনে দাড়িয়ে গল্প করার সময়, লাইনের পাথর ছুড়ে হত্যা করা হলো মেধাবী ছাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু অমল কুমার সরকারকে।

● ৫ আগস্ট ২০১৩ রাত ৯ টার দিকে, খাগরাছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার সদরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সমানানন্দ চাকমা (৫৪) কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্তের গুলিতে গু(তর আহত হয়েছেন। তাকে আশংকাজনক অবস্থায় জেলা হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। তিনি স্থানীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্থানীয় নেতা।

● ৫ আগস্ট ২০১৩ রাতে, গাজীপুর (জয়দেবপুর) জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার চাপইর গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পুজিত মন্দিরে দেবমূর্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। ফলে পুজিত প্রতিমা পুড়ে গিয়েছে। স্থানীয় থানার ওসি ওমর ফা(ক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ও ঘটনার সত্যাতা নিশ্চিত করে বলেন, তদন্ত চলছে, অপরাধীদের গ্রে প্তার করা হবে।

● ১ আগস্ট ২০১৩ দিনের বেলা, সিলেট জেলা শহরে বাগবাড়ী এতিম স্কুল রোডে পাঠান মঞ্জিলে পঞ্চমতলে বাসিন্দা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু আইভিএলপি অফিসার সীমান্ত রায়ের বাসায় হামলা চালিয়ে ২৫ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত।

● ১ আগস্ট ২০১৩ রাতে, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার হারতা বন্দর এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু মন্দিরে হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। গভীর রাতে হামলাকারীরা দুর্গা মন্দিরের গেট ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে পূজিত দুর্গা, গনেশ, লক্ষ্মীও কার্তিকের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে। মদন মোহন সেবাশ্রম অবস্থিত ওই মন্দিরে পুজার সমস্ত উপকরণ দুর্বৃত্তরা লুট করে নিয়ে চলে যায়। উজিপুর থানার পুলিশ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, দুর্বৃত্তদের শনাক্ত(করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

● ৩ আগস্ট ২০১৩ সন্ধ্যায়, বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার রহমতপুর কলেজিয়েট স্কুলের অধ্য(ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু গনেশ চন্দ্র বি(্বাস কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের হাতে বেদম প্রহিত হলেন। এ ঘটনায় স্কুলের শি(ক, ছাত্র ও অভিভাবকরা প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে তিন ঘণ্টা বি(ে াভ প্রদর্শন করেন। পুলিশ লাঠি চার্জ করে অবরোধ কারীদের হটিয়ে দেয়।

● ২ আগস্ট ২০১৩ গভীর রাতে, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার উপেন্দ্রনগর গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু মন্দিরে হামলা করলো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা পূজিত পাঁচটি দেবমূর্তি ভাংচুর করে ল(াধিক টাকার পুজার উপকরণ লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা পুলিশকে খবর জানালে পুলিশ এসে পার্শ্ববর্তী গ্রামে মোঃ মানিক (৩৬) মোঃ জয়নাল (৩০) মোঃ ফিরোজকে (৩০) পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

● ২৭ অক্টোবর ২০১৩ রাত ৯টায়, নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী পৌর এলাকায় কুরিপাড়া রাস্তায় চা দোকানে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু অ(ন চন্দ্র দাস বাবুলকে (৫৯) পিটিয়ে হত্যা করলো জামায়াতই ইসলাম কর্মী ও স্থানীয় দুর্বৃত্ত মোঃ সোলায়মান (২৮)। নিহত অ(ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন মুক্তি(যোদ্ধা ছিলেন। অন্যদিকে ২৯.১০.২০১৩ জেলার সোনামুড়ির কল্লাপোড়া বাজারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ডা. মানিকলাল

ভৌমিককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গু(তর আহত করলো বি এন পি জামায়াত কর্মী মুসলিম দুর্বৃত্তরা। এলাকার হিন্দু নেতা ও মুক্তি(যোদ্ধা মানিকলাল ভৌমিক (৬৫) তার ৫ ল(াধিক টাকার গাছ লুটের বি(দ্ধে প্রতিবাদ করায়, এলাকার দুধর্ষ মোঃ রাব্বি ও মিঠুন সহ ১০ক্ট১৫ জন অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মানিক বাবুর ওপর হামলা চালায়।

● ২৮ অক্টোবর ২০১৩ বেলা ১২টার দিকে, ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুণ্ডু উপজেলা শহরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা চালালো বি এন পি জামায়াত-ই-ইসলাম কর্মীরা। সুকেশ কর্মকারের জুয়েলার্স দোকান, মনোরঞ্জন পালের মুদি দোকান, সংবাদপত্র এজেন্ট স্ফপন ঘোষের দোকান, জোয়ারদার বস্ত্রালয়, বি(াস ফটোট্যাস্ট, কাজল পাল, ভোলানাথ গড়াইয়ের দোকান, টিপটপ জুয়েলার্স, নীলরতন হার্ডওয়ারের দোকান, অচিন্ত্য কর্মকার ও পরিতোষ কর্মকারের সোনার দোকান সহ ১৫টি দোকান লুটপাট, ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হরিনাকুণ্ডু থানার ওসি মহিবুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক শফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মোঃ আলতাফ হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ৫ অক্টোবর ২০১৩ রাত ৯টায়, বরগুনা জেলা শহরে বরগুনা থানার অন্তর্গত সাবরেজিস্টার অফিসের নিকট থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু অনিকচন্দ্র (১৭) নামে এক কলেজ ছাত্রর মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। অনিককে কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্র-ধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার বাবা সুবলচন্দ্রের নিকট মোবাইল ফোনযোগে পাঁচলাখ টাকা মুক্তি(পন বাবদ দাবি করে। দাবিকৃত টাকা দেবার পরও অপহরণকারীরা অনিককে নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে যায়।

● ৩০ অক্টোবর ২০১৩ গভীর রাতে, বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলার চাপাপুর গ্রামে নাগরনদীর পাশে একটি হাঁস পালন খামারের মালিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বৃদ্ধ উপেন্দ্রনাথ বর্মনকে (৬৮) ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত।

● ৫ অক্টোবর ২০১৩ রাতে, রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার তুলাবান গ্রাম থেকে একই পরিবারের তিন ভাইকে আগ্নেয়াস্ত্র ধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করেছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সুমন চাকমা, উদয়ন চাকমা ও লালসোনা চাকমাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছে বলে জানা গেছে।

● ১০ অক্টোবর ২০১৩ গভীর রাতে, রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলার খানখানাপুর বাজারে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ী সঞ্জয় শর্মার 'লোকনাথ জুয়েলার্সে' হামলা চালালো একদল আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা লোহার দরজা ভেঙ্গে ১৫ লাখ টাকার স্ফর্ণ ও রৌপ্যলংকার লুট করে নিয়ে গেছে।

● ১৮ অক্টোবর ২০১৩ সন্ধ্যায়, ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা আনন্দ রায়ের বাড়িতে সশস্ত্র হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। এ সময়ে প্রতিবেশী হিন্দু সাংবাদিক প্রভাত কুমার সাহা ও তার ছোট ভাই উত্তম কুমার সাহা এগিয়ে এলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাদের গু(তর আহত করে।

● ৩ অক্টোবর ২০১৩ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার গোলাইগ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী আদিবাসী নরেন সিংয়ের তিন একর জমি জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করার ষড়যন্ত্রের বি(দ্ধে ৫০০ আদিবাসী বি(াভ প্রদর্শন করেছে।

● ২০ অক্টোবর ২০১৩ গভীর রাতে, মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলার পাগুলিয়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু মহিলা অর্চনা পালকে (৪৮) জবাই (গলাকেটে) হত্যা করা হয়েছে। এলাকার কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত তিন একর চাষ যোগ্য জমি তাদের নামে লিখে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে আসছিল। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে হুমকি দিয়েছিল।

● ২৫ অক্টোবর ২০১৩ সন্ধ্যায়, গাজীপুর জেলার শ্রীপুর পৌর এলাকার কেওড়ারচালা গারো পাড়ায়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের চেয়ারম্যান আদিবাসী রতন সাংমার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত। জাতীয়তাবাদী যুব দলের নেতা মোঃ শাহজাহানের নেতৃত্বে হামলাকারীরা বাড়ি ঘর লুটপাটের পর আগুন লাগিয়ে দিলে, ১২ লাখ টাকার সম্পদ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়, জেলা শ্রমিক লিগের সভাপতি আনিছুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩, বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার মু(ংঝিড়ি এলাকায় একদল সশস্ত্র রোহিঙ্গা মুসলিম,

ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মারামা আদিবাসীদের ওপর হামলা চালালে মাংসনু মারমা, অংহাপ্রু মারমা, উচা, মারমা, মং গ খোয়াই মারমা, কসে থুই মারমা, অংক্যা থোয়াই মারমা, না প্রু মারমা গু(তর আহত হয়। উল্লেখ্য আদিবাসীদের ৪০ একর জুমের জমি দখলে বাধা দেওয়ায় এই নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে।

● ২৬ আগষ্ট ২০১৩, নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার ফুলকুড়ি কিণ্ডারগার্টেনের শিশু শ্রেণীর ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু ছাত্র বিশাল মল্লিককে (৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। প্রতিবাদে এলাকার ৬টি স্কুলের ছাত্ররা মানব বন্ধন করে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

● ২৮ অক্টোবর ২০১৩, বগুড়া জেলা সদর উপজেলার বাওড়া ইউনিয়নের শান্তিনগরে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা ২২টি দোকান ও বসত বাড়ি লুটপাট ও ভাংচুর করেছে।

● ২৭ অক্টোবর ২০১৩, পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলার বালিপাড়া বাজারে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা চালিয়েছে। সশস্ত্র হামলাকারীরা স্থানীয় হিন্দু নেতা স্বপন শীলকে হাত-পায়ের শিরা কেটে নির্মম ভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার স্ত্রী রাধারানী শিল বাধা দিতে এলে তাকে গন ধর্ষন করা হয়। দুই শিশুপুত্রকে বেদম প্রহারে গু(তর আহত করা হয়েছে। রাধারানী শীল ও তার দুই শিশুপুত্রকে খুলনা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

● ১৫ নভেম্বর ২০১৩ সন্ধ্যায়, বরিশাল জেলা সদর উপজেলার কালীখোলা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ব্যাপক হামলা চালালো ৫০০ সশস্ত্র মুসলিম। ৫২টি হিন্দু পরিবারের ওপর হিংস্র তাণ্ডবের সাথে লুটপাট, ভাংচুর, অগ্নি সংযোগের ফলে ২টি মন্দির, ১৯টি ঘর ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সর্বস্য হারিয়ে হিন্দু পরিবারগুলি রাস্তায় বসেছে।

● ৫ নভেম্বর ২০১৩ দুপুরে, লালমনির হাট জেলা সদর উপজেলার সাতপাঁটকি মাঝিপাড়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হিংস্র হামলা চালালো সশস্ত্র বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টির ছাত্র সংগঠন নেতা শাওন ইসলামের নেতৃত্বে দুই শতাধিক মুসলিম। ৪৩টি পরিবারের সর্বস্য লুট করে নিয়ে ভাংচুর চালায়। ঘটনাস্থলে শিশু নারীসহ ১৯জন আহত হয়েছেন। গু(তর আহত নয়জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

●২৮ অক্টোবর ২০১৩, লালমনির হাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার সফিরহাট বাজারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু দোকানে হামলা চালিয়েছে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। হামলাকারীরা ১৯টি দোকান লুটপাট ও ভাংচুর করেছে। ৯জন হিন্দু হামলাকারীদের প্রহারে আহত হয়ে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

● ৫ নভেম্বর ২০১৩ সন্ধ্যায়, পুরনো ঢাকায় নারিন্দা এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু দোকান 'ভাগ্যকুল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' লুটপাট করলো বি এন পি-র মিছিলকারী কর্মীরা। সংলগ্ন 'গৌড়ীয় মঠ' হিন্দু মন্দিরে ইট পাটকেল ছুড়লো দুর্বৃত্তরা।

● ২৮ অক্টোবর ২০১৩ দুপুরে, নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মুসলিম বাসিন্দা মোঃ রেজাউলের বাড়ি থেকে ৫০ কেজি ওজনের কস্টি পাথরের বিষু(মূর্তি উদ্ধার করেছে স্থানীয় পুলিশ। মূর্তিটির বর্তমান বাজার মূল্য ৫০ ল(টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত একটি সংঘবদ্ধ চত্র(হিন্দুদের পূজিত মূল্যবান দেব মূর্তি চুরি করে বিদেশে পাচার করছে।

● ৬ অক্টোবর ২০১৩ গভীর রাতে, সিলেট জেলা শহরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজার প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ওসমানীনগর থানার অন্তর্গত দয়ামীরে বিজয় দেব-এর বাড়িতে ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের প্রতিমা ও গাভুরটেকি গ্রামে কৃপেশ সুত্রধরের বাড়িতে সার্বজনীন দুর্গাপূজার প্রতিমা ভাংচুর করে। স্থানীয় থানার ও সি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা মেদিনী মণ্ডল গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের সার্বজনীন (শ্মশান কালী মন্দিরে হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা মন্দির ভাংচুর ও পূজিত দেবী মূর্তি ভাংচুর করে চলে যায়। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক ভজন লাল দাস বাদী হয়ে লৌহজং থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

● ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ রাত ৮টার সময়, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার পূর্বচান্দরা এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত মন্দিরে হামলা চালালো কতিপয় সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা দুর্গা পূজার জন্য নির্মিত দেবী মূর্তি ভাংচুর করেছে। এ ঘটনায় পুলিশ সদ্দাম হোসেন (১৯) ও মোঃ পাপন মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে।

● ৭ অক্টোবর ২০১৩ গভীর রাতে, রাজশাহী জেলার পুটিয়া উপজেলার কৃষ(পুর গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের নির্মানাধীন দুর্গাপূজার ৪টি দেবী মূর্তি কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ভাংচুর করেছে। প্রভাত চন্দ্র দাসের বাড়িতে এঘটনা ঘটে। এ খবর পেয়ে স্থানীয় ইউ এন ও ফরহাদ আহমদ, এ এস্ পি আবু সায়েম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ৬ অক্টোবর ২০১৩ রাতে, নওগাঁ জেলার আদমদিঘী উপজেলার পোওতা গ্রাম থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত দেবী সরস্বতী একটি কস্টি পাথরের ২০৭ কেজি ওজনের মূর্তি পুলিশ উদ্ধার করেছে। পাচারকারী কোন ব্যক্তি(কে গ্রেপ্তার করতে পারেন নাই।

● ১০ অক্টোবর ২০১৩, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুর হুদা উপজেলার বে(জ এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের দুর্গা পূজা মণ্ডপে বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ জামায়াত শিবির কর্মীরা বোমা হামলা চালায়। পুলিশ তাড়া করলে, তাদের ওপর ইট-পাটকেল ও বোমা নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় পুলিশ আত্মর(ার্থে গুলি চালালে কওমী মাদ্রাসা ছাত্র, রফিকুল ইসলাম (২২) নিহত হয়।

● ১৮ অক্টোবর ২০১৩ সন্ধ্যায়, পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার ছলিমনগর দাসপাড়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের লক্ষ্মী পূজা মন্দিরে হামলা চালালো একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা পূজিত লক্ষ্মী প্রতিমা, মন্দির ভাংচুর করেছে। মন্দির সংলগ্ন ১৫টি হিন্দু বাড়িতে হামলা চালিয়ে লুটপাট ভাংচুর করে। এলোপাতারী প্রহারে নারী, শিশু সহ ১৩জন গু(তর আহত হয়েছেন। তাদের স্থানীয় স্যাস্থ কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোঃ সুরমান আলীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য নু(ল ইসলাম সুজন ও পুলিশ সুপার আবুল কালাম আজাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার চালনা পুকুর পাড়ে পূজো মণ্ডপে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজিত দেবমূর্তি ভাংচুর করেছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। এ ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুরা বি(োভ প্রদর্শন করেছেন।

● ১৮ অক্টোবর ২০১৩ সন্ধ্যায়, সিরাজগঞ্জ জেলার কামার খন্দ উপজেলার বাজার ভদ্রঘাট হালদার পাড়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা রাধা গোবিন্দ হালদারের বাড়িতে কতিপয় সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা বাড়ি-ঘর লুটপাটের পর একযোগে মন্দিরে পূজিত দেব-দেবীর মূর্তি ভাংচুর করে। এ সময় বাধা দিতে গেলে, হামলাকারীদের প্রহারে ঘটনাস্থলে ৫ হিন্দু গু(তর আহত হয়। পুলিশ মোঃ সবুজ মিয়া নামে এক দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার সহীত যুক্ত(অন্য অভিযুক্ত(দের প্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

● ১৮ অক্টোবর ২০১৩ রাতে, চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার শুয়া(লে গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু দাশ বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছে একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা পূজিত লক্ষ্মী প্রতিমা, মন্দির ভাংচুর করেছে। এসময় বাধা দিতে গেলে, হামলাকারীদের বেদম প্রহারে ৯জন হিন্দু গু(তর আহত হয়েছেন। আশংকাজনক অবস্থায়, পল্টু দাশ ও রামপ্রসাদ দাসকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় ১৪ জনকে আসামী করে প্রদীপচন্দ্র দাস স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

● ২৩ অক্টোবর ২০১৩ গভীর রাতে, টাঙ্গাইল জেলার ভুএ(াপুর উপজেলার কস্টাপাড়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু রতন কুমার ঘোষের পারিবারিক 'দুর্গা মন্দিরে' হামলা চালিয়েছে একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা পূজিত দুর্গা প্রতিমা ও মন্দির ভাংচুর করে চলে যায়।

● ২২ অক্টোবর ২০১৩ রাতে, ফরিদপুর জেলা সদর উপজেলার মালাঙ্গা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা অশোক কুমার দাসের পারিবারিক মন্দিরে হামলা চালালো কতিপয় সশস্ত্র মুসলিম দুর্বৃত্ত। মন্দিরে পূজিত র(াচণ্ডী, সরস্বতী ও বি(েকর্মা মূর্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে দুর্বৃত্তরা চলে যায়। স্থানীয় থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, নেত্রকোনা জেলা সদর উপজেলার দিগজান গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে হামলা চালিয়েছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গনেশ ও দুর্গাসহ ৭টি প্রতিমা ভাংচুর করেছে, খবর পেয়ে, স্থানীয় সংসদ সদস্য আশরাফ আলী খান খস(, জেলা প্রশাসক আনিস মাহমুদ, পুলিশ সুপার জাকির হোসেন খান, অতিরিক্ত(পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেন ও নেত্রকোনা পৌরসভার মেয়র প্রশান্ত কুমার রায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩, ময়মন সিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার জয়ধরখালী বৈরাগী আখড়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের দুর্গাপূজার প্রতিমা নির্মাণে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত বাধা দিয়েছে। পার্শ্ববর্তী নেওকা গ্রামের ফরিদ মিয়ার নেতৃত্বে কতিপয় দুর্বৃত্ত ৫০ হাজার টাকা পূজো করতে হলে জিজিয়াকর বাবদ দাবি করে। অন্যথায় পূজা মণ্ডপ, প্রতিমা ভাংচুর করা হবে বলে হুমকি দেয়। বিষয়টি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তাদের হস্তক্(পে নির্বিঘ্নে পূজা সম্পন্ন হয়।

● ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলার বেতাটা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দিরে হামলা চালিয়েছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা মন্দির ও পূজিত কালী মূর্তি ভাংচুর করে চলে যায়। ওই রাতে পার্শ্ববর্তী জঙ্গল বারোয়ারী কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে একইভাবে মন্দির ও কালী প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। খবর পেয়ে, সহকারী পুলিশ সুপার সুরত আলম ও ওসি মফিজুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

● ২৭ অক্টোবর ২০১৩, রাজশাহী জেলা শহরে সাহেব বাজার এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী মন্দিরে হামলা চালিয়েছে জামায়াতে-ই ইসলাম কর্মীরা। মন্দির ও পূজিত প্রতিমা ভাংচুর করে সংলগ্ন ৪টি হিন্দু দোকান লুটপাট ও ভাংচুর করে।

● ২৮ অক্টোবর ২০১৩, পাবনা জেলার বেড়া উপজেলা শহরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের একটি মন্দির ও পূজিত দেব মূর্তি জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা ভাংচুর করেছে।

● ২৮ অক্টোবর ২০১৩, চট্টগ্রাম জেলা শহরে শাকপুরা নামক স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী মন্দিরে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা হামলা চালিয়েছে। মন্দিরে পূজিত কালী মূর্তি ভাংচুর করে চলে যায়।

● ২৯ অক্টোবর ২০১৩, নড়াইল জেলা শহরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের একটি মন্দিরে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা হামলা চালিয়ে পূজিত দেব বিগ্রহ ভাংচুর করেছে।

● ২৮ অক্টোবর ২০১৩, নওগাঁ জেলা শহরে পোড়াশাহ মহা(শ্মশানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী মন্দিরে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা পূজিত ৪টি দেব মূর্তি ভাংচুর করেছে।

● ২ নভেম্বর ২০১৩, পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলার বনগ্রামে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে। তাণ্ডবকারীরা ৯টি কালী মন্দির ও পূজিত কালী মূর্তি ভাংচুর করে গুড়িয়ে দিয়েছে। ৭৬টি হিন্দু বাড়ি লুট পাট ও ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে দিলে, ১৫টি বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়। হামলাকারীদের প্রহারে ১৯ জন হিন্দু গু(তর আহত হয়েছে।

● ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার ছোট শিকারপুর গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের দুর্গা মন্দিরে হামলা চালিয়েছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। হামলাকারীরা মন্দিরে পূজিত দুর্গা মূর্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। খবর পেয়ে স্থানীয় থানার ওসি আবুল বাশার ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেন।

● ২৫ নভেম্বর ২০১৩ সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ, রাজধানী শহর ঢাকায় অবস্থিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হামলা করা হয়েছে। হামলাকারীরা মন্দিরের প্রাচীরের বোমা হামলা চালায়। টহলরত পুলিশ সাথে সাথে দুই হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা জামায়াত-ই ইসলাম প্রভাবিত স্থানীয় আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছেন।

● ২৭ নভেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলা শহরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের

কালী মন্দির ও শিবমন্দির আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভস্মীভূত করে দিলো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা দলবদ্ধ সশস্ত্রভাবে গেট ভেঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করে পূজিত দেব-দেবীর মূর্তি ভাংচুর করে। এর পর নারায়ে তকদীর-আল্লা হো আকবর (্লোগান দিয়ে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

● ২৭ নভেম্বর ২০১৩ বেলা ১ টায় নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী বাজারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের রাধামাধব জিউ মন্দিরে হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। সশস্ত্র শতাধিক ইসলামী সন্ত্রাসী মন্দিরে ঢুকে পূজিত দেব বিগ্রহ ভাংচুর করেছে।

● ২৭ নভেম্বর ২০১৩ বেলা ৩ টা নাগাদ, সাত(্রা জেলার সদর উপজেলার আগড়দাড়ি গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে ও দোকানে হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। কার্তিক চন্দ্র সাধু ও অমিত চন্দ্র ঘোষালের দোকান লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়েছে। আবাদ গ্রামে তাপস চন্দ্র আচার্য্য, সঞ্জিত কুমার আচার্যর বাড়ি হামলা চালিয়ে লুটপাট ও ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ওই দুই পরিবারের ৮টি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ২৬ নভেম্বর ২০১৩ রাতে, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ধামইরহাট এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দিরে হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা পূজিত শিব মন্দিরে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিলে, মন্দিরটি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

● ২৭ নভেম্বর ২০১৩ বিকাল ৪টায়, ভোলা জেলার সন্দিপ উপজেলা শহরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের দোকানের ওপর হামলা চালিয়েছে জামায়াত-ই ইসলামী ও বি এন পির মুসলিম কর্মীরা। তারা ৪টি দোকান লুটপাট ও ভাংচুর করে চলে যায়।

● ২৬ নভেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত পাঁচপুকুড়িয়া গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু পাড়ায় মানুষ যখন গভীর নিদ্রায়, সেই সময় জামায়াত-ই ইসলাম ও বি এন পির কর্মীরা বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘুমন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়ে হিন্দু পরিবারের গৃহ বধু সুমি বালা নাথ, তার মেয়ে বর্ষা নাথ (৬) ও দেড় বছরের শিশু শ্রাবন নাথ প্রাণ হারিয়েছে। গান পাউডার ছড়িয়ে আগুন লাগানোর ফলে, প্রতিবেশী দিলীপ নাথ, রতনলাল নাথ, তপন নাথ, বাবলু নাথ সহ ৯টি পরিবারের ঘরে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পরে। মহুর্তের মধ্যে ২৬টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

● বাড়ী ঘর ফেলে ইণ্ডিয়ায় চলে যাও, না'হলে রাতের অন্ধকারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হবে। গোপালগঞ্জ জেলা সদর উপজেলার হাটবেড়িয়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা প্রমথ বি(্বাসকে হুমকি দিয়েছে করপাড়া গ্রামের তিন জামায়াত-ই ইসলাম কর্মী মো. মুজিবর মোল্লা, হাসমত মোল্লা, নাণ্টু মোল্লা। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় থানা পুলিশ মোতায়েন করেছে। দুর্বৃত্তরা বলেছে, চিরদিন পুলিশ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না। তখন দেখে নেওয়া হবে। এ ঘটনা ঘটেছে ২৫ নভেম্ফর ২০১৩।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি(যুদ্ধে মানবতার বি(দ্ধে অপরাধী, জামায়াত-ই ইসলাম নেতা কাদের মোল্লাকে ১২ই ডিসেম্বর ২০১৩ রাত ১০টায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর জামায়াতের হামলার সংি(প্ত তালিকা ঃ

● ৯ ডিসেম্বর ২০১৩ সন্ধ্যায়, গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার কদ্বম বাড়ি গ্রামে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দিরে হামলা চালালো ইসলামী মৌলবাদী জামায়াতে-ই ইসলাম দলের কর্মীরা। আনুমানিক তিন শতাধিক জামায়াত কর্মী জেলা শহরে বি(োভ মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে কদ্বম বাড়ি সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পরে। তারা পূজিত দূর্গা মূর্তি ভাংচুর করে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে মন্দির সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ রাত্রি ১টায়, চট্টগ্রাম জেলার সিতাকুণ্ডু উপজেলার অলংকার পাড়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম দলের কর্মীরা। চারটি হিন্দু বাড়ি লুটপাট ও ভাংচুরের পর ৩টি মন্দিরে হামলা চালায়। পূজিত দেব-দেবীর মূর্তি ভাংচুর করে কেরসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে ৩টি মন্দিরই ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, বরিশাল জেলার সদর উপজেলার রূপালী তলা এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। ৬টি হিন্দু বাড়ি লুটপাট ভাংচুর করে ২টি মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পূজিত দেব মূর্তি সহ পূজার উপকরণ ও মন্দির সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ রাত্রি ১১টার সময়, সাত(ীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার বুধহাটা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা ১০টি বাড়ি লুটপাট ভাংচুর শেষে আগুন লাগিয়ে দেয়। ৮টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ৮টি পরিবারের সদস্যরা খোলা আকাশের নিচে রয়েছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার অন্তর্গত সেবার হাট বাজারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ৯টি দোকান লুটপাটের পর আগুন লাগিয়ে দিয়েছে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। ৯টি দোকানই ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার পালপাড়া ও টাইমবাজার এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা ৫০টি হিন্দু বাড়িতে লুটপাট-ভাংচুর ও হিন্দু পরিবারের সদস্যদের মারধোর করে। মগদ্ধেশ্বরী মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়। মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ রাত ১২টায়, পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলার হারতার পাড়া, ব্রাহ্মণ পাড়া এলাকায় হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ১০টি বাড়ি ভাংচুর করে, তিনটি মন্দিরে হামলা চালায়। আগুন লাগিয়ে দিলে ১০টি বাড়ি ও তিনটি মন্দির ভস্মীভূত হয়ে যায়।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ রাত ২ টায়, পিরোজপুর জেলা সদরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা ৬টি হিন্দু বাড়ি ও ৪টি মন্দির লুটপাট সহ ভাংচুর করেছে। উল্লেখ্য রাজাকার নেতা দেলয়ার হোসেন সাঈদীর বাড়ি অত্র এলাকায়।

● ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, মানব সেবার প্রতিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' মন্দিরে হামলা চালিয়েছে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। মাদারীপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামের চলমান শিব নামে খ্যাত স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত উক্ত(মন্দিরে পর পর তিনটি ককটেল বোমা নি(েপ করে। বোমাগুলি বিস্ফোরণ

ঘটলে ও কোন মানুষ সেখানে হতাহত হয় নাই। ককটেল বোমার আগুনে পরিকল্পিত ভাবে মন্দিরের সন্ন্যাসী ও শিষ্যদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল।

● ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার পাঁচপাড়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নেতা বিধান মিস্ত্রীর বাড়ি-ঘর লুটপাটের পর ব্যাপক ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয়। ওই গ্রামে ১০টি হিন্দু পরিবারের সর্বস্য ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, পিরোজপুর জেলার বানরীপাড়া উপজেলার উপকুলবর্তী এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের দুই শতাধিক বছরের প্রাচীন রাধাকৃষ(মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা শক্তি(শালী বোমা হামলা চালিয়ে মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। উল্লেখ্য মকর সংক্র(ান্তি পূজা উপল(প্রতিবছর উক্ত(স্থানে ৫-৬ লাখ হিন্দু সমবেত হতেন।

● ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ বেলা ১১টায়, যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ইত্যা গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা সন্তোষ সরকারও স্বপন দাসের ওপর হামলা চালালো স্থানীয় জামায়াত-ই ইসলাম নেতা মোঃ নাসির উদ্দিন ও তার দলবল। জামায়াতের আন্দোলনের তহবিলে জন্য সন্তোষের নিকট ৭ লাখ, স্বপনের নিকট ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এই টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে, সন্তোষকে ভোজালী দিয়ে কুপিয়ে-স্বপনকে বেদম মারধোর করে গু(তর আহত করে। একটি মোটর সাইকেল ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

● ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, মাগুরা জেলার মুহাম্মদ পুর উপজেলার দিঘা ও বিনোদপুর ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু অধ্যুষিত পাচুরিয়া, হাটবাড়িয়া, কানুটিয়া ও বিনোদ পুর গ্রামে ছয়টি হিন্দু মন্দিরে হামলা চালিয়েছে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। হামলাকারীরা মন্দিরে পূজিত দেবমূর্তি রাস্তায় বের করে এনে ১৫ টি প্রতিমা ভাংচুর করে। পূজার জন্য র(িত সমস্ত উপকরণ লুটপাট করে নিয়ে চলে যায়। মুহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মনি(ল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

● ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ রাত্রি ১১টায়, ফরিদপুর জেলা শহরে রথখোলা এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু রনজিত নাথের বাড়িতে হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। হামলাকারীরা লুটপাট ও ভাংচুর করে শক্তি(শালী বোমা ফাটিয়ে ঘরের প্রাচীর ধ্বসিয়ে দেয়, এক পর্যায়ে আগুন লাগিয়ে দিলে, তার দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়। আনুমানিক ১৫ লাখ টাকার মালপত্র ছাই হয়ে গেছে।

● ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার মাধাইনগর বাজারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে জামায়াতে-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা অলোক কুণ্ডু, সঞ্জয় কুণ্ডু, শিবেন্দু কুণ্ডু, গোপে(র প্রামাণিক, মিলন পাল, নারায়ণ পালের বাড়ি ঘর লুটপাট ও ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে সর্বস্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। একইভাবে পাঁচ বিবি, ভাদসা, দুর্গাদহ, হিমচী, আমদই, হিলি ও জয়পুরহাট, বাইপাস, কড়িয়া এলাকার হিন্দুদের ওপর একইভাবে হামলা চালিয়ে (তিগ্রস্ত করা হয়েছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, নড়াইল জেলাসদর উপজেলার কমলাপুর গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু, জেলা পরিষদের প্রশাসক সুবাসচন্দ্র বোসের বাড়িতে হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা বাড়ি-ঘর লুটপাট করে গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে 'সংবাদ সূত্র জানিয়েছে। বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, সাত(রা জেলার সদর উপজেলার পরানদহ গ্রামে আড়ুয়াখালী বাজারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু (তিশ বাছারের বাজারের দোকান, কলারোয়া উপজেলার আগরাদাঁড়ি গ্রামের গোপাল ঘোষাল, তাপস আচার্য্য, নব কুমার মণ্ডল, মিলন বি(াস, দুলাল সাধু, সমীর সরকার, মদন সাধু, নির্মল সাধু, গনেশ কর্মকার, নয়ারজোল এলাকার অমল সমাদ্দার, শ্যামল ঘোষের মিল ঘর, গাজীর হাটে লাবলু বি(াস, দেবী শহরে সুবাস ঘোষ ও শরৎ ঘোষের বাড়িতে লুটপাট ভাংচুর শেষে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। পরিবারগুলির সর্বস্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জানাগেছে, আগুন লাগানোর সময় জামায়াত কর্মীরা গান পাউডার নামক দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ রাত ১২টার পর, নীলফামারী জেলার বিভিন্নস্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর জামায়াত-

ই ইসলাম কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পরে। তারা সদর উপজেলার ল(ীচাপ ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত কাচারী, বেলতলী ও শীলাতলী বাজারে ৮০টি হিন্দু দোকানে ব্যাপক লুটপাট, ভাংচুর শেষে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়, জামায়াত কর্মীদের বেধরক মারধোরের ফলে হিন্দু নেতা শ্যামাচরণ রায়, নারায়ণচন্দ্র রায় (২৮) স্মরণী কান্ত রায় সহ ১৫ হিন্দু গু(তর আহত হয়েছেন। পলাশ বাড়ি ইউনিয়নের ত(ণী গ্রামের বিধানচন্দ্র রায় সহ ৩০টি হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। শতাধিক হিন্দু পরিবারের সর্বস্য হারিয়ে পথে বসেছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর উপজেলার ভূষিবন্দর এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নেতা ভবানী শংকর আগরয়ালের বাড়িতে হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা দফায় দফায় হামলা চালিয়ে ৫টি বাস, একটি জিপ, একটি পিকআপ ভ্যান ও দু'টি মোটর সাইকেল পুড়িয়ে দিয়েছে। পার্ধবতী বাসিন্দা সুনীল কুমার সাহার বাড়ি ও মিল আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

● ১৫ বছর বয়সী এক ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে ধর্মান্তরিত করেছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। ১৩২ শাখারী বাজার, থানা কোতয়ালী, ঢাকার বাসিন্দা গংগাপদ মণ্ডলের স্কুলপড়ুয়া মেয়ে রিংকু মণ্ডল (১৫) স্কুলে যাবার পথে অপহৃত হয়। ২৭ নভেম্বর ২০১৩ সকাল ১০টার সময় ঢাকার রাজপথে মোঃ ওয়াসিম (২১), মোঃ রবিন (২০) আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে রিংকুকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃতার মা সরস্বতী মণ্ডল (৪২) কোতয়ালী থানায় মেয়ে উদ্ধারের দাবি জানিয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং ০২ তারিখ ১.১২.২০১৩। এখনও পর্যন্ত অপহৃতাকে পুলিশ উদ্ধার করতে পারেন নাই। (সংবাদ সূত্র ঃ বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ)

● ২১ ডিসেম্বর ২০১৩ বেলা ১১টার সময়, যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার কুশলপাশা গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা প্রদীপ আচার্য (৩২) স্থানীয় জামায়াত -ই ইসলাম নেতা নাসির উদ্দিনের হামলায় গু(তর আহত হয়েছে। হামলাকারীরা তাদের আন্দোলনের জন্য প্রদীপের নিকট পাঁচ লাখ টাকা দাবি করে। ২০ ডিসেম্বর রাতে প্রদীপ এই টাকা দিতে অপারগতা জানালে, পরেরদিন বেলা ১১টায় নাসির উদ্দিন তার দলবল নিয়ে হামলা চালায়, এলোপাতারী ভোজালির কোঁপে প্রদীপকে গু(তর আহত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। যশোর জেলা হাসপাতালে আশংকাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে। মৃত্যুর সাথে বর্তমানে প্রদীপ লড়াই করছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, মাগুড়া জেলার মহম্মদপুর উপজেলা শহরে হাসপাতাল পাড়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা চালালো স্থানীয় জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা লুটপাট-ভাংচুর চালিয়ে, গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলে ৪টি হিন্দু বাড়ি ছাই হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবে বাঘারপাড়া এলাকায় ৩টি হিন্দু বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌর এলাকার ধামেশা গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা চালিয়েছে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা, তারা লুটপাট, ভাংচুর শেষে ঘর বাড়িতে গান পাউডার ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলে পাঁচটি হিন্দু বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ১৩ ডিসেম্বর রাতে উত্ত(গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা শচীন দাসের বাড়িতে একই ভাবে আগুন লাগিয়ে দিলে ৪টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ওই গ্রামের ৮০টি হিন্দু পরিবার আতঙ্কে রয়েছে।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচী উপজেলার টেঙ্গাইল গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা তপন চন্দ্র সরকার ও ভাই গোপালচন্দ্র সরকারের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা বাড়ি-ঘর লুটপাট, ভাংচুর করে, গান পাউডার ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দিলে তিনটি ঘরসহ তাঁত কারখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ ঘটনায় ওই দুই পরিবারের ৫০লাখ টাকার সম্পদ (তিগ্রস্ত হয়েছে। পরনের কাপড় ছাড়া তাদের আজ কিছুই নাই বলে সংবাদ সূত্র জানিয়েছে।

● ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, সিরাজগঞ্জ জেলা সদর উপজেলার ছায়েদাবাদ গ্রামে হিন্দুদের কালী মন্দিরে হামলা চালিয়েছে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা পূজিত দেবী প্রতিমা ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে দিলে মন্দিরটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

● ৪ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার শিয়ালকোল মহাশ্মোনে হিন্দুদের মন্দিরে হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা মন্দিরে পূজিত ৩টি কালী প্রতিমা ভাংচুর করেছে।

● ৪ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলার জামিরতা উত্তরপাড়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কালী ও হরি মন্দিরে হামলা চালিয়েছে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা পূজিত ১১টি দেব প্রতিমা ভাংচুর করে চলে যায়।

● ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ গভীর রাতে, নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার কৈলাটি গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু রনজিত সরকার ও মাঝি বাড়িতে হামলা চালালো জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। দুই পরিবারের পারিবারিক মন্দিরে দেব প্রতিমা ভাংচুর করে, আগুন লাগিয়ে দিলে দু'টি মন্দিরই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

● ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ রাতে, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার শুকচর ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু কর্তা বাড়িতে হামলা চালিয়েছে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। তারা মন্দিরের গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর পূজিত দেব মূর্তি ভাংচুর করে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিলে বাড়ি-ঘর, মন্দির পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

● ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ সন্ধ্যা ৭টার সময়, সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার ঝাউডাঙ্গা গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বাসিন্দা হারান চন্দ্র পালের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে জামায়াতে-ই ইসলাম কর্মীরা। হারান বাজার থেকে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে বাড়ি ফেরার পথে জামায়াত কর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্র পিস্তল দিয়ে তার ওপর গুলি চালায়। গুরুতর আহত হারানকে আশংকাজনক অবস্থায় জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

● ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ রাত ১১টার সময়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার জগন্নাথ পুর গ্রামে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সাধন প্রমাণিকের বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছে জামায়াত-ই ইসলাম কর্মীরা। হামলাকারীরা পর-পর তিনটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলাকায় আতংক সৃষ্টি করে। এরপর স্লোগান দেয় 'হিন্দু যদি বাঁচতে চাও-ভারতে চইল্যা যাও'। সাধনকে তার বাড়ি-জমি থেকে উচ্ছেদ করে, বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য এই হামলা করা হয়েছে বলে এলাকাবাসীদের ধারনা।

● বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে বিধবা হলেন দীপ্তিরাণী রায়। স্বামী সিদ্ধার্থ রায় (৩০) জামায়াতে-ই ইসলাম কর্মীদের হামলায় প্রাণ হারালেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সিদ্ধার্থ পুলিশ সদস্য রাজশাহী শহরে কর্তব্যরত অবস্থায়, জামায়াত কর্মীদের আক্রমণের শিকার হয়ে-ছিলেন। গত ২০ ডিসেম্বর গুরুতর আহত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর রাত্রি ১২টায় সিদ্ধার্থ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সিদ্ধার্থর বাড়ী রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার হাস্তিনপুর গ্রামে।

● ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ রংপুর জেলার তারাগঞ্জ থানার পুর্যা গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু স্কুল ছাত্রী, দিবা রায়কে (১৬) আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গেছে এলাকার দুর্ধর্ষ মুসলিম দুর্বৃত্ত মিলন মিয়া (২৫)। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি না-বালিকা অপহরণের মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ এখনও অপহৃতাকে উদ্ধার করতে পারে নাই।

● ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ সন্ধ্যায়, মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার অন্তর্গত নয়াকান্দি গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু শ্রীমতী মল্লিকা ব্যাপারীর একমাত্র পুত্র সন্তান সাম্য ব্যাপারী, বয়স ২ বছর ৩ মাস, শিশুকে অপহণ করে নিয়ে নির্মমভাবে গলা কেটে (জবাই করে) হত্যা করল কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। গত ৬ মাস যাবৎ মল্লিকা দেবীর মোবাইল ফোনে হুমকি দিয়ে ফোন করা হচ্ছিল ''অবিলম্বে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাও...তা না হলে পরিণাম খারাপ হবে।'' এর পরই এ ঘটনা ঘটে। গত ২ বছর পূর্বে মল্লিকার স্বামী সত্যেন ব্যাপারী অসুস্থ হয়ে মারা যায়। তাদের স্থাবর সম্পত্তি—বাড়ি, জমির ওপর চোখ পরে দুর্বৃত্তদের। প্রথমে জলের দরে জমি-বাড়ি বিক্রির প্রস্তাব মল্লিকার প্রত্যাখ্যান, ফোনে হুমকির পরও সিদ্ধান্তে অটল থাকায় শিশু পুত্র অপহরণ করে নিয়ে হত্যা বলে এলাকার মানুষ মনে করছে। স্থানীয় থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ১৫/২৩/১২/২০১৩। পুলিশ এ ঘটনার সাথে যুক্ত দুর্বৃত্তদের এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করাতে পারে নাই। স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।